শারহুস সুন্নাহ

ইমাম বারবাহারী রহিমাহুল্লাহ
(মৃত ৩২৯ হি.)

شرح السنة

শারহুস সুন্নাহ

للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله (٣٢٩ هـ .)

ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন ‘আলী ইবন খালাফ আল-বারবাহারী (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত: ৩২৯ হিজরী)

الترجمة :د. عاشق النور [من الإنجليزية]

অনুবাদ: ডা. আশিক আন-নূর (ইংরেজী হতে)

المراجعة والتحقيق :عبد الله المأمون

সম্পাদনা ও তাহক্বীক: আব্দুল্লাহ আল মামুন

এম. ফিল (গবেষক) আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি বিশ্বজগৎ সমূহের অধিপতি, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপরে, তার পরিবারবর্গ, ছাহাবাগণ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এবং দুনিয়া ধ্বংসের পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত তার পদাংক অনুসারণকারিদের উপর।

আলহামদুলিল্লাহ, এই বইটি অনুবাদ করা হয়েছে মূলত আমাদের ভাই আবু তালহা

দাউদ ইবনু রোনাল্ড বরবাংক এর আরবী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করা ইমাম আল-বারবাহারীর অতুলনীয় গ্রন্থ "শারহুস সুন্নাহ" অনুসারে। অনুবাদটি (ইংরেজী সংস্করণটি) আবু ইয়াসির খালিদ ইবনু ক্বাসীম আর-রাদদাদীর (আরবী সংস্করণ) শরহুস সুন্নাহর ভিত্তিতে অনুবাদ করা। বইটির বিষয়বস্তু এবং টীকা উভয় ক্ষেত্রেই আর-রাদদাদীর পান্ডুলিপি অনুসরণ করা হয়েছে।

বইয়ের টীকাগুলোতে মূলত উল্লেখ করা হয়েছে কালামুল্লাহ, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছ, ছাহাবা, তাবেঈ', তাবে-তাবেঈ'ন এবং আহলুস সুন্নাহর ইমামগণের (রহিমাহুমুল্লাহ) বক্তব্য।

ইমাম আল-বারবাহারী এই বই সম্পর্কে যেমনটি আশা পোষণ করেছেন আমরা ঠিক তদ্রুপ আশা পোষণ করি যে, "সম্ভবত এই বইয়ের মাধ্যমে আল্লাহ একজন বিভ্রান্ত লোককে তার বিভ্রান্তি দূর করবেন, একজন বিদ'আতীকে তার বিদ'আত দূর করবেন এবং পথভ্রষ্ট লোক হতে তার ভ্রষ্টতা দূর করবেন, আর হতে পারে এতে সে রক্ষা পাবে"।

আমরা আমাদের মহান করুনাময় রব্বুল ইজ্জাত আল্লাহ তা'আলার কাছে থেকে অনুগ্রহ কামনা করি এবং ফরিয়াদ করি আমাদের এই হৃতমান কর্মটি তিনি যেন কবুল করে নেন।

আল্লাহর একজন দাস
ডা. আশিক আন-নূর
এমবিবিএস

ইমাম আল-বারবাহারী (রহিমাহুল্লাহ) এর জীবনী

নাম, কুনিয়্যাহ এবং বংশাবলী:

তিনি ইমাম, মুজাহিদ, হাম্বলী আলিম এবং তার সময়ের সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব আবু মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবনু 'আলী ইবনু খালাফ আল-বারবাহারী। তাকে বারবাহারের সাথে নিসবত করা হয়, যা ছিল ভারত থেকে আমদানিকৃত ঔষধ।[১]

জন্মস্থান এবং শৈশব:

তার জন্ম কিংবা শৈশব সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই লালিত পালিত হন। বিদ্বানগণের মধ্যে ছাড়াও জনসাধারনের মধ্যে তার বেশ খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়ে। অধিকন্তু আল-বারবাহারী আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) এর একদল সঙ্গীগণের দারসে বসেন। তিনি তাদের নিকটে পড়াশোনা করেন, যাদের বেশির ভাগই বাগদাদী ছিলেন। আল-বারবাহারী এমন এক পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন যেখানে জ্ঞান এবং সুন্নাহ্র ব্যাপক চর্চা হচ্ছিল। যা তার ব্যক্তিত্বের উপর বিশাল প্রভাব ফেলেছিল।

তার শিক্ষকগণ এবং তার জ্ঞান অন্বেষণের প্রচেষ্টা:

আল-বারবাহারীর জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি ছিল প্রবল ঝোঁক, আর প্রচন্ড চেষ্টার মাধ্যমে তা তিনি অর্জন করেন। তিনি আহমাদ ইবনু হানবালের জ্যেষ্ঠ ছাত্রদের নিকটে জ্ঞান অর্জন করেন, কিন্তু দুঃখজনকভাবে দু'জন ব্যতীত তাদের বেশিরভাগ সম্পর্কেই জানা যায় না–

(১) আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাজ্জাজ ইবনু 'আব্দুল-'আজিজ; যিনি 'আবু বকর আল-মারওয়াযী' নামে পরিচিত। একজন ন্যায়-নিষ্ঠ ইমাম, আলিম, মুহাদ্দিস,

[১] আস-সাম'আনীর, 'আল-আনসাব'; ২/১৩৩ এবং 'আল- লুবাব ফী তাহজীবিল আনসাব'; ১/১৩৩।

আর ইমাম আহমাদের মত বিদ্বানের ছাত্র ছিলেন। তিনি ২৭৫ হিঃ ৬ই জুমাদুল-'উলায় মৃত্যুবরণ করেন।[২]

(২) সাহ্ল ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ইউনুস আত-তুসতারী; আবু-মুহাম্মাদ। একজন ইমাম, জাহিদ ব্যক্তিত্ব, বহু বিদ্বান তার থেকে বিভিন্ন বর্ণনা এবং ঘটনা সংগ্রহ করেছেন। ৮০ বছর বয়সে ২৮৩ হিঃ সনের মুহররমে মৃত্যুবরণ করেন।[৩]

তার 'ইলম এবং তার প্রতি বিদ্বানগণের মূল্যায়নঃ

ইমাম আল-বারবাহারী (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন একজন দুর্দান্ত ও জবরদস্ত ইমাম, যিনি ছিলেন সত্যপন্থী একজন বক্তা, সুন্নাহ্‌র দিকে আহবানকারী এবং হাদীছের অনুসরণকারী। তিনি শাসকদের নিকটে পরিচিত এবং সম্মানিত ছিলেন। তার নিকটে বিভিন্ন লোকজন জড়ো হতো হাদীছ, আছার এবং ফিকহ্ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। (এই লোকজন) তারা হাদীছ এবং ফিকহের অন্যান্য বিদ্বানদের দারসেও যোগদান করত।

ইমাম আবু 'আব্দুল্লাহ্ বলেন, "যদি তুমি দেখ বাগদাদের কোন লোককে, যিনি আবুল হাসান ইবনু বাশশার এবং আবু মুহাম্মাদ আল বারবাহারীকে ভালোবাসে তাহলে জেনে রাখ সে সুন্নাহপন্থী"।[৪]

তার উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে তার ছাত্র ইবনু বাত্তাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "যখন তিনি হজে যাওয়ার সময় তখন আমি তাকে বলতে শুনেছি-অর্থাৎ ইমাম বারবাহারী বলেন, "হে লোকসকল! তোমাদের যদি কারও প্রয়োজন হয় এক লক্ষ দিনার, এক লক্ষ দিনার, এক লক্ষ দিনার– এভাবে পাঁচ বার-তাহলে আমি তাকে সাহায্য করব"। ইবনু বাত্তাহ বলেন,"যদি তিনি চাইতেন এভাবে লোকজনকে দিবেন তাহলে দিতে পারতেন"।

ইবনু আবি ই'য়ালা বলেন, "তার সময়ে তিনি ছিলেন তার সম্প্রদায়ের শাইখ, বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে অনুযোগকারী শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং হাত ও মুখের দ্বারা তাদের প্রতিবাদকারী, আর জ্ঞানের আধিক্যের কারণে তিনি শাসকদের নিকটেও

---

[২] ' তারিখু বাগদাদ'; ৫/১৮৮, আস-সিরাজীর ' ত্ববাক্বাতুল ফুকাহা'; (পৃঃ ১৭০), ' ত্ববাক্বাতুল হানাবিলাহ'; ১/৫৬ এবং 'সিয়ারু আলামিন- নুবালা'; ১৩/১৭৩।

[৩] 'আল-'ইবার'; ১/৪০৭ এবং আস-সিয়ার; ১৩/৩৩০

[৪] 'ত্ববাক্বাতুল হানাবিলাহ'; ২/৫৮।

প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন মেধাবী বিদ্ধান, বিশিষ্ট মূলপাঠ মুখস্থকারী এবং মুমিনদের নিকটে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিত্ব"।

আয-যাহাবী 'আল ইবারে বলেন, "অনুকরণীয় আলিম, সমস্যার সমাধান, কথাবার্তা ও চাল চলনে ইরাকের হানবালী শাইখ, তিনি ছিলেন খুবই প্রসিদ্ধ এবং পূর্ণ সম্মানিত।

ইবনু আল-জাওযী বলেন, "তিনি জ্ঞান অন্বেষণকারী, দুনিয়া বিমুখ (যুহদ) এবং বিদ'আতীদের তীব্র বিরোধী ছিলেন"।

ইবনু কাসীর বলেন, "স্বল্পাহারী, জ্ঞানী, হানবালী বিদ্বান, সতর্ককারী এবং পাপ ও বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে খুব কঠোর। তিনি মহান খ্যাতি অর্জন করে ছিলেন, সমাজের অভিজাত এবং সাধারণ লোকজন তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন"।

তার ধর্মানুরাগ ও যুহদঃ

ইমাম আল-বারবাহারী উভয় গুণেই গুণান্বীত ছিলেন। আবুল-হাসান ইবনু বাশ্‌শার উল্লেখ করেছেন যে, "আল-বারবাহারী (রাহিমাহুল্লাহ) উত্তরাধিকারী সূত্রে তার পিতা হতে ৭০ হাজার দিরহাম পেয়েছিলেন যা তিনি পরিহার করেন"।

ইবনু আবি 'ইয়ালা বলেন,"আল-বারবাহারী দীনের জন্য অসংখ্য বার সংগ্রাম করেছিলেন এবং কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন"।

বিদ'আতপন্থী ও পথভ্রষ্ট দল সম্পর্কে তার অবস্থানঃ

ইমাম আল-বারবাহারী (রাহিমাহুল্লাহ) বিদ'আতী ও পথভ্রষ্ট দলের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, তিনি মুখ (জিহ্বা) ও হাতের সাহায্যে তাদের প্রতিবাদ করে ছিলেন, সব সময় তিনি অনুসরণ করতেন আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল- জামা'আতের পথ এবং এর সাথে সাথে বিদ'আতী ও পথভ্রষ্টদেরকেও এ পথের প্রতি আহবান করতেন। তার ইচ্ছা ছিল দীন বিশুদ্ধ থাকুক এবং বিদ'আতী ও পথভ্রষ্টদের ছায়া থেকে মুক্ত থাকুক এবং আরো মুক্ত থাকুক জাহ্‌মিয়া, মু'তাযিলা, আশ'আরী, সুফি, শী'য়া এবং রাফেযীদের ফিতনা হতে।

একারণেই আমরা এই কিতাবে তাকে দেখেছি যে, তিনি বড় বিদ'আতের আগেই ছোট বিদ'আত সম্পর্কে সচেতন করেছেন। এমনকি তিনি ৭ নং মাসআলাতে বলেছেন: "সতর্ক হও ছোট বিদ'আত হতে, কারণ এক সময় সেগুলো বৃদ্ধি পেয়ে পরিণত হবে বড় বিদ'আতে।" এভাবে তিনি বিদ'আত হতে সচেতনতার ব্যাপারে অত্যন্ত মুল্যবান আলোচনা করেছেন।

এবং আমরা আরো দেখেছি যে, তিনি প্রবৃত্তির অনুসরণকারী ভ্রষ্ট দলগুলোর বিদ'আত প্রচলনের পদ্ধতি নিয়ে স্পষ্ট আলোচনা করেছেন। এবং তাদের পথ ও পদ্ধতিতে আকস্মিক পতিত হওয়া থেকে সচেতন করেছেন।

তিনি আমাদের জন্য আরো রেখে গিয়েছেন প্রশস্ত ও স্পষ্ট রূপরেখা যাতে বর্ণনা করা হয়েছে পথভ্রষ্ট এবং বিদ'আতীদের অবস্থান। তিনি এমনভাবে তা বর্ণনা করেছেন যেন তাদেরকে স্বচক্ষে দেখা যায়।

সার সংক্ষেপ হলো, তার অবস্থান পথভ্রষ্ট ও বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং স্পষ্ট, আর তার সতর্কতা এবং ভালোবাসা ছিল সুন্নাহ্র প্রতি যেখানে প্রত্যেক বিদ'আতী পথভ্রষ্টরা সুন্নাহ্কে আক্রমনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। বিদ'আতী, পথভ্রষ্ট এবং বিপথগামী লোকজনের বিষয়ে তার অবস্থান ছিল আইনসঙ্গত, আর তিনি ছিলেন আহলুস সুন্নাহর ইমামের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তার ছাত্রগণঃ

বহু সংখ্যক ছাত্ররা (তলিবুল 'ইলম) তার থেকে শিক্ষা লাভ করে উপকৃত হয়। তার কতিপয় ছাত্রের নাম নিম্নরূপঃ

(১) অনুসরণীয় ইমাম এবং আলিম, আবু আব্দুল্লাহ ইবনু 'উবায়দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ আল-'উকবারী; তিনি ইবনু বাত্তহ্ নামে সর্বজন পরিচিত, তিনি ৩৮৭ হিঃ মুহাররাম মাসে মারা যায়।[৫]

(২) অনুসরণীয় ইমাম, জ্ঞানগর্ভ কথা বলার কারণে সর্বজন বিদিত ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বাগদাদী, আবুল-হুসাইন ইবন সাম'উন; সতর্ককারী (দা'ঈ), তার কর্ম এবং অবস্থানের কারণে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। তিনি ৩৮৭ হিঃ জুল-ক্বাদাতে মৃত্যুবরণ করেন।[৬]

(৩) আহমাদ ইবনু কামিল ইবনু খালফ ইবনু শাজারাহ, আবু বকর; লিখকের নিকট হতে এই গ্রন্থের বর্ণনাকারী।

(৪) মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'উসমান, আবু বকর; তার সম্পর্কে আল-খাতিব (আল-বাগদাদী) বলেন, "এটি আমার নিকটে পৌঁছেছে যে, তিনি দুনিয়া

---

[৫] 'আল-'ইবার'; (২/১৭১) এবং আস-সিয়ার; ১৬/৫২৯

[৬] 'আল- 'ইবার'; (২/১৭২) এবং আস-সিয়ার; ১৬/৫০৫

বিমুখ জীবন যাপন করতেন, আর তার সকল বিষয়ই ভালো ছিল, শুধুমাত্র কিছু দুর্বল এবং ভিত্তিহীন বর্ণনা ছাড়া”।[৭]

পরীক্ষা এবং মৃত্যুঃ

ইমাম আল-বারবাহারী (রহিমাহুল্লাহ) খ্যাতি লাভ করেছিলেন সাধারন ও অভিজাত লোকজনের নিকটে এবং শাসকদের চোখেও তিনি সম্মানিত ছিলেন। যদিও পথভ্রষ্ট এবং বিদ'আতী দলের মধ্য হতে তার শত্রুরা, তার প্রতি শাসককে উত্তেজিত করার ক্ষেত্রে কোন ছাড় / ক্ষান্ত দেয়নি, যার কারণে ৩২১ হিজরিতে তার বিরুদ্ধে খলীফা আল-কাহিরের অন্তর বিষিয়ে উঠে এবং তার মন্ত্রী ইবনু মুকলাহ্‌কে আদেশ করেন ইমাম বারবাহারী ও তার ছাত্রদের গ্রেফতার করার জন্য। ইমাম আত্মগোপন করেন, আর তার ছাত্রদের মধ্যে একটা বড় অংশ আটক হন এবং তাদেরকে বসরায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ইবনু মুকলাহ্‌কে তার কর্মের জন্য আল্লাহ শাস্তি দিয়েছিলেন, খলীফা কাহির বিল্লাহ হঠাৎ করেই ইবনু মুকলাহ্‌র প্রতি রাগান্বিত হয়ে পড়ে, যার কারণে সে পলায়ন করে, তাকে তার পদ থেকে অপসারিত করা হয় এবং তার বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর ৩২২ হিঃ ৬ষ্ঠ জুমাদুল আখিরে কাহির বিল্লাহকে বন্দি করা হয়, তাকেও খিলাফার পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং দু'চোখ অন্ধ করে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ তা'আলা ইমাম আল-বারবাহারীকে আবার তার সম্মানিত স্থানে ফিরিয়ে আনেন।

৩২৩হিঃ সফরে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আরাফা মৃত্যুবরণ করেন, তিনি নিফতাওয়া নামে পরিচিত ছিলেন, তার জানাযাতে অসংখ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিদ্বানগণের সমাবেশ ঘটে, এ সময় ইমাম আল-বারবাহারী তার জানাযার স্বলাতে ইমামতি করেন। এ বছরই ইমামের খ্যাতি চরম পর্যায় উন্নীত হয় এবং তার প্রত্যেকটি কথাই ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে, তার ছাত্ররা দৃষ্টিগোচর হয়, বিদ'আতীদেরকেও তাদের কাজের জন্য তিরষ্কার করা হয়। এটি এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, ইমাম শহরের পশ্চিম পার্শ্বে থাকাকালীন একদিন হাঁচি দেন, তার সঙ্গীগণ এতে দোয়া পাঠ করেন, (তাদের সংখ্যা এত ছিল) যাতে এমন শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল যে, খলীফা তার বাসভবনে থেকে এ শব্দ শুনতে পান। খলীফা জিজ্ঞাসা করেন এটি কিসের শব্দ, তখন তাকে এটি জানানো হলে, তিনি ভীত হয়ে পড়েন। এ সময়ও বিদ'আতীরা ইমামের বিরুদ্ধে খলিফা আর-রাজীকে কুমন্ত্রনা দেওয়া শুরু

[৭] ' তারীখু বাগদাদ'; ৩/৪৪৪ এবং আল-মিযান; ৪/২৮।

করে, তখন খলীফা তার পুলিশ প্রধান বদর উল-হারাসীকে আদেশ করেন বাগদাদের লোকজনের নিকটে যেতে এবং ঘোষণা দিতে যে ইমাম বারবাহারীর

দু'জন ছাত্রের একত্রিত হয়ে কথা / সাক্ষাত করার অনুমতি নেই। ইমাম পুনরায় আত্মগোপনে চলে যান, তার পুরাতন বাসস্থানে। যা শহরের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ছিল, আর এ সময় তিনি গোপনে শহরের পূর্বপার্শ্ব পর্যন্ত চলাফেরা করতেন। ৩২৯ হিজরিতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এখানেই অবস্থান করতেন।

ইবনু আবি ইয়ালা বলেন: মুহাম্মাদ ইবন আল-হাসান আল-মুকরী আমাদের নিকটে বর্ণনা করেন, বলেন: আমার দাদা-দাদী এ বিষয়ে আমাকে বর্ণনা করেন যে, "আবু মুহাম্মাদ আল বারবাহারী আত্মগোপন করে ছিলেন টোজনের বোনের বাড়িতে যেটি ছিল শহরের পূর্ব পার্শ্বে জনসাধারনের হাম্মাম খানার সরুগলিতে তিনি সেখানে মাসাধিক কাল অবস্থান করেন, আর তখন তার রক্ত প্রবাহিত করাকে মূল্যহীন ঘোষণা করা হয়েছিল। যখন আল-বারবাহারী আত্মগোপন থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, তখন টোজনের বোন তার চাকরকে বলেন, "তাকে গোসল দেওয়ার জন্য কাউকে খুঁজে নিয়ে আস"। বাহির দিয়ে দরজা বন্ধ থাকা অবস্থায় সকলের অজান্তে কেউ একজন তাকে গোসল দিয়েছিলেন; বাড়ির মালিক মহিলা হঠাৎ করে ঘরের ভিতরে তাকান আর দেখতে পান সাদা এবং সবুজ কাপড় পরিহিত একজন যিনি সম্পূর্ণ মানুষের মত দেখতে, তার জানায়ার ছ্বলাত আদায় করছে। জানাযার ছ্বলাত শেষ হওয়ার পর মহিলা সেখানে আর কাউকে দেখতে পাননা, সুতরাং মহিলা তার চাকরকে ডেকে আনে এবং বলে,"তুমি আমাকে এবং আমার ভাইকে ধ্বংস করেছ!", চাকর উত্তর দেয়, "আমি যা দেখেছি আপনি কি তা দেখেননি?" মহিলা উত্তর দেয়, "হ্যা দেখেছি"। চাকর বলে,"দরজার চাবি এখানে, আর এটি এখনও বন্ধ"। তখন মহিলা বলে, "তাকে আমার বাড়িতেই কবর দাও এবং যখন আমি মারা যাব তখন তার কবরের নিকটে আমাকে কবর দিও"।

আল্লাহ তা'আলা তার অনুগ্রহ দ্বারা ইমাম আল-বারবাহারীকে আচ্ছাদিত করুন এবং তাকে উত্তম পুরুষ্কারে ভূষিত করুন। তিনি ছিলেন সত্যপন্থী ইমাম, আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞানী, সুন্নাহ্‌র প্রকৃত অনুসারী এবং বিদ'আতী ও পথভ্রষ্টদের বিরুদ্ধে এক কোষমুক্ত তরবারী।

ইমাম বারবাহারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومنّ علينا به، وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، والحفظ مما يكره ويسخط.

“সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার যিনি ইসলামের দিকে আমাদের পরিচালিত করেছেন, ধন্য করেছেন এবং আমাদেরকে পরিণত করেছেন উত্তম জাতিতে। সুতরাং আমরা আল্লাহর কাছে তিনি যা পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন এমন বিষয়ের তাওফীক চাই এবং তিনি যা অপছন্দ করেন ও যাতে তিনি রাগান্বিত হন সেগুলো হতে (আল্লাহর কাছে) রক্ষা চাই।

(১) সুন্নাহই হলো ইসলাম এবং ইসলামই সুন্নাহ

اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر.

জেনে রেখ, ইসলামই হলো সুন্নাহ এবং সুন্নাহ্ই হলো ইসলাম। আর একটি আপরটি ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না।[৮]

[৮] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে আমাদের সুন্নাহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বুখারী; হা/৫০৬৩, মুসলিম; হা/৩২৯৪ এবং নাসাঈ; হা/৩২১৭।

আবু হুরাইরাহ হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেন: যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করবে”। বুখারী; হা/৭২৮০।

ইমাম আয-যুহরী (রহিমাহুল্লাহ) (প্রসিদ্ধ তাবিঈ, মৃত ১২৪ হিঃ) হতে বর্ণিত, “যে সকল জ্ঞানী লোকেরা আমাদের পূর্বে এসেছিলেন তারা একথায় বলায় অভ্যস্ত ছিলেন যে, “সুন্নাহর মধ্যেই মুক্তি নিহিত”। ইমাম আদ-দারিমী তার সুনানে এটি বর্ণনা করেছেন, হা/৯৭।

ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “সুন্নাহ হলো নূহের (আলাইহিস সালাম) নৌকার মত। যে কেহ নৌকায় আরোহণ করবে সে মুক্তি পাবে, আর যে প্রত্যাখ্যান করবে যে নিমজ্জিত হবে।” শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘মাজমু আল-ফাতওয়াতে’ ৪/৫৭ এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) সুন্নাহ্ হলো জামা'আতবদ্ধ থাকা

فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وكان ضالا مضلا.

সুন্নাহ এর অন্যতম একটি বিষয় হলো জামা'আতবদ্ধ থাকা।[৯] যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিরাগভাজন হবে এবং জামা'আত হতে পৃথক হয়ে যাবে, তাহলে সে যেন ইসলামের জোয়াল তার ঘাড় হতে ছুড়ে ফেলে দিল এবং সে (নিজে) পথভ্রষ্ট ও অপরকে পথভ্রষ্টকারী।

(৩) ছাহাবাগণ হচ্ছেন জামা'আতের মূল ভিত্তি

والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.

---

[৯] 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস কর। বিচ্ছিন্নতা হতে সাবধান থেকো। কেননা, শয়তান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে এবং সে দুজন হতে অনেক দূরে অবস্থান করে। যে লোক জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে উত্তম জায়গার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে (মুসলিম সমাজে) যার সৎ আমল তাকে আনন্দিত করে এবং বদ আমল কষ্ট দেয় সেই হলো প্রকৃত ঈমানদার"। ছ্বহীহ: আহমাদ; হা/১১৪, তিরমিযী (তাহকীককৃত); হা/২১৬৫, ইবনু মাজাহ; হা/২৩৬৩, আল হাকিম; হা/৩৮৭, শাইখ ইমাম আলবানী তাঁর 'সিলসিলাহ আস-ছ্বহীহাতে ছ্বহীহ' বলেছেন হা/৪৩০।

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"বানী ইসরাঈল একাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। একটি ফিরকা ব্যতীত সকলেই হবে জাহান্নামী। সেটি হচ্ছে জামা'আত"। ইবনু মাজাহ; হা/৩৯৯৩; যা শাইখ আলবানী ছ্বহীহ বলেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কেউ যদি তাঁর আমীর (ক্ষমতাসীন শাসক) থেকে এমন কিছু দেখে, যা সে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধরে। কারণ, যে কেউ জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণে দূরে সরে মারা যাবে, তাঁর মৃত্যু হবে জাহিলীয়াতের মৃত্যু"। ছ্বহীহ: বুখারী হা/৭১৪৩। অন্য একটি বর্ননায় আছে, "তখন সে ইসলামের জোয়াল তাঁর নিজের ঘাড় হতে ছুড়ে ফেলে দিল"।

জামা'আত যে ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তারা হলেন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবাগণ। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে অনুগ্রহ করুন। তারা সকলে আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত[১০]। যে তাদের থেকে কিছু গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে তারা পথভ্রষ্ট এবং বিদ'আতী গণ্য হবে[১১]। প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতা ও তার সহচর জাহান্নামী[১২]।

[১০] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বানী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মাতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন একজোড়া জুতা একটি আরেকটির মত হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও কেউ তাই করবে। আর বাণী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেন; আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।" তিরমিযী; হা/২৬৪১। শাইখ নাসীরউদ্দীন আল-আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।

[১১] ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"শক্তভাবে আঁকড়ে ধর আমার সুন্নতকে এবং আমার পরবর্তীতে হিদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহকেও আঁকড়ে ধরবে, আর তা মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরবে। অবশ্যই বিদ'আত পরিহার করবে। কারণ প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। ছ্বহীহ: আহমাদ; হা/১৭১৪৪ ও ১৭১৪৫, আবূ দাঊদ; হা/৪৬০৭, তিরমিযী; হা/২৬৭৬, ইবন মাজাহ; হা/৪২, দারিমী; হা/৯২, বাঝঝার; হা/৪২০১, ইবন হিববান; হা/০৫। শাইখ আলবানী হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন।

[১২] ছ্বহীহ: সুনানুন নাসাঈ হা/১৫৭৮। জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খুতবায় বলেছিলেন, "নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম রীতি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রীতি। আর নিকৃষ্টতম কাজ নব আবিষ্কৃত কর্মসমূহ, প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত কর্মসমূহ বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতীই পথভ্রষ্ট আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টের জন্যই জাহান্নাম।" শাইখ নাসিরউদ্দীন আলবানী তাঁর হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন।

আবু শাহ্মাহ (মৃত: ৬৬৫ হি:) বলেন," জামা'আহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা বলতে বুঝায়, সত্য এবং তাঁর অনুসারীদের আঁকড়ে ধরা; যদিও তারা সংখ্যায় কম হয় এবং তাদের বিরোধিদের সংখ্যা বেশী হয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ছিলেন প্রথম জামা'আহ যারা সত্যের উপর ছিলেন, তাদের পরবর্তীতে এত বেশী সংখ্যক লোক আসেনি যারা নজর কাড়তে সমর্থ হয়েছে। আল-বা'ইছু 'আলা ইনকারিল বিদা'ই ওয়াল হাওয়াদিছ, পৃষ্ঠা/১৯।

(৪) সুন্নাহ এবং জামা'আতের মাধ্যমে সকল বিষয় স্পষ্ট হয়।

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور، وثبتت الحجة، وانقطع العذر ". وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله، وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع.

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, কোন ব্যক্তির জন্য এটা ওযর হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় যে, সে কোন ভ্রষ্টতাকে হিদায়াত মনে করে অনুসরণ করেছে, আবার (এটাও কোন ওযর নয় যে) সে কোন হিদায়াতকে (সুন্নাহকে) ভ্রষ্টতা মনে করে পরিত্যাগ করেছে। দীনের বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে গেছে, দলীলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে[১৩]। আর সকল ওযরের সমাপ্তি ঘটেছে"[১৪]।

কারণ সুন্নাহ এবং জামা'আহ্ দীনের প্রতিটি বিষয়কে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে এবং তা লোকজনের কাছে স্পষ্টও হয়েছে। সুতরাং মানুষের উপর আবশ্যক হচ্ছে অনুসরণ ।[১৫]

---

[১৩] আল-'ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি তোমাদের আলোকিত দীনের উপর রেখে যাচ্ছি, তাঁর রাত তাঁর দিনের মতই (উজ্জল)। আমার পরে নিজেকে ধ্বংসকারীই কেবল এ দীন ছেড়ে বিপথগামী হবে। ছ্বহীহ: মুসনাদু আহমাদ; হা/১৭১৪২, ইবনু মাজাহ; হা/৪৩, এবং মুস্তাদরাকুল হাকিমে হাদীছটি বর্ণিত আছে, শাইখ আলবানী তাঁর 'আস-ছ্বহীহাতে' (নং ৯৩৭) হাদীছটি ছ্বহীহ বলেছেন।

[১৪] ইবনু বাত্তাহ্ তাঁর 'ইবনাতুল-কুবরাহ্' (নং- ১২৬) তে ইমাম আওযায়ী (রহিমাহুল্লাহ) সূত্রে পৌঁছেছে, যা 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বক্তব্য। যাই হোক এই সানাদটি মুনকাতি'। আল-মারওয়াযী 'আস সুন্নাহ্তে' (নং- ৯৫) বর্ণনা করেন 'উমার ইবনু আব্দুল আযিয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,"সুন্নাহ আসার পর কারো জন্য কোন অজুহাত নেই পথভ্রষ্ট হয়ে, তাঁর ক্রটিযুক্ত নির্দেশিকার উপর চলার জন্য"।

[১৫] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "তোমরা অনুসরণ করো, কোনো বিদ'আত করো না, তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট হয়ে গেছে এবং প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।" আবূ খায়ছামাহর কিতাবুল 'ইলম, ৩/৩৬। যা নাসিরুদ্দীন আলবানী ছ্বহীহ বলেছেন।

(৫) ছাহাবীগণের বুঝের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা

واعلم – رحمك الله – أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك، فتمرق من الدين، فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم: الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.

আল্লাহ তোমার উপর অনুগ্রহ করুন। জেনে রেখ যে, করুণাময় এবং সর্বোচ্চ সত্তা আল্লাহর নিকট হতে এ দীন আগত। মানুষের বুদ্ধি এবং মতামতের উপর এর কোন কিছুই নির্ভর করে না। (এই) দীনের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছেই রয়েছে।

সুতরাং প্রবৃত্তির দ্বারা কোন কিছুর অনুসরণ করো না, যা তোমাকে দীন হতে দূরে সরিয়ে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত করবে এবং তা ইসলাম ত্যাগের কারণ হবে। তোমার জন্য কোন দলীল নেই, কেননা রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মাহ্‌র জন্য সুন্নাহ সমূহ ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। আর তা তিনি সুস্পষ্ট করেছেন ছাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর কাছে। আর তারাই হচ্ছেন জামা'আহ্‌, আর তারাই বৃহত্তম জামা'আত (السواد الأعظم)। বৃহত্তম জামা'আত (السواد الأعظم) হচ্ছে: সত্য এবং এর অনুসারীগণ।[১৬]

---

[১৬] ইমাম আহমাদ ইবনু হানবাল (রহিমাহুল্লাহ) তার মুসনাদে (৪/২৭৮) হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ নু'মান ইবনু বাশীর এবং আবু উমামা বাহিলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন," আঁকড়ে ধর বৃহত্তম জামা'আতকে (السواد الأعظم), তখন একজন জিজ্ঞাসা করেন, বৃহত্তম জামা'আত কোনটি? " আবু উমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে, সুরাতুল নূরের ৫৪ নং আয়াত পাঠ করেন,

﴿ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ﴾

"অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য - সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী"।

ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন," জামা'আহ হলো তাহা যা নিশ্চিত সত্যায়ন করা হয়, এমনকি যদি তুমি একাকী হও। ইবনু 'আসাকির তাঁর 'তারীকু দিমাশ্‌ক্ব' গ্রন্থে ছ্বহীহ সুত্রে বর্ণনা করেছেন; ৪৬/৪০৯।

সুতরাং, যে কেউ দীনের কোন বিষয়ে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছাহাবীগণের বিরোধিতা করলো, সে কুফরী করলো।[১৭]

(৬) সকল নব প্রবর্তিত বিষয় (দীনের মধ্যে) ভ্রষ্টতা।

واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.

জেনে রেখ, মানুষ কোন বিদ'আতই করতে পারেনি যতক্ষণ না তারা ঐ সমপরিমাণ সুন্নাহকে পরিত্যাগ করেছে।[১৮] অতএব সতর্ক হও নতুন আবিষ্কৃত বিষয় সম্পর্কে, কেননা প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা, আর পথভ্রষ্টতা ও এর সহচরদের জন্যই জাহান্নাম।

---

[১৭] আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র তাঁর রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করতে নিষেধ করেন নাই, নিষেধ করেছেন ছাহাবীগণের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, যাদের মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সরাসরি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন তাদের বিরোধিতা করতে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴾

"যে ব্যক্তি সত্য পথ প্রকশিত হওয়ার পরও রসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই ফিরাব যে পথে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব, কত মন্দই না সে আবাস!" [সূরা আন -নিসা' ৪:১১৫।]

অতএব যারা পরিপূর্ণভাবে তাদের পথ পরিত্যাগ করে, আর অনুসরণ করে শাইতানের পথ, ঠিক যেন চরমপন্থী রাফিযীদের মত, বাতিনীদের মত এবং চরমপন্থী সুফিদের মত যারা আল্লাহর পাশাপাশি অন্যের উপাসনা করে, তখন তারা দীন হতে বের হয়ে যায়।

[১৮] হাসসান ইবনু 'আতিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কোন জাতি যখন দীনের মধ্যে কোন বিদ'আত সৃষ্টি করে, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে সে পরিমাণে সুন্নাত উঠিয়ে নেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ সুন্নাত আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেন না।" হাদীছটি সুনানুদ দারিমীতে বর্ণিত আছে; হা/৯৯। শাইখ ইমাম আলবানী মিশকাতের তাহক্বীকে (১/৬৬/নং ১৮৮) হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন।

(৭) সকল বড় বিদ‘আত এবং পথভ্রষ্টতা শুরু হয় ছোট এবং তুচ্ছ বিষয় হতে।

واحذر صغار المحدثات من الأمور؛ فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة، كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها، ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان [به] فخالف الصراط المستقيم، فخرج من الإسلام،

সতর্ক হও ছোট বিদ‘আত হতে, কারণ এক সময় সেগুলো বৃদ্ধি পেয়ে পরিণত হবে বড় বিদ‘আতে। আর অনুরূপভাবেই এই উম্মাতের মধ্যে প্রতিটি বিদ‘আত প্রবিষ্ট হয়েছে।[১৯] যেটা (প্রথমে) ছোটই ছিল এবং সত্য বলেই অনুমিত হত। এরপরে

---

[১৯] একটি চমৎকার উদাহরণ যা এই বর্ণনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় যে কিভাবে একটি ছোট বিদ‘আত, যা একজন ব্যক্তির মাধ্যমে পরিনত হয় বড় বিদ‘আত। আর এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম দারিমি তাঁর সুনানে হা/২১০, “আমর ইবনু সালামাহ্ বলেন: ফজরের সলাতের পূর্বে আমরা আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দরজার পাশে বসতে অভ্যস্ত ছিলাম; যাতে যখন তিনি বেরিয়ে আসেন তখন তাঁর সাথে হেটে মাসজিদে যেতে পারি। (একদা) আবু মুসা আল-আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের নিকটে এসেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন,‘আবু আব্দুর রহমান (ইবনু মাসঊদ) কি এখনো আসেনি? আমরা জবাব দিলাম,“না, এখনো আসেননি”। তাই তিনি আমাদের সাথে বসে রইলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবনু মাসউদ বের হয়ে আসেন। যখন তিনি বের হয়ে আসলেন, আমরা সকলে তাঁর সাথে দাড়িয়ে গেলাম, অতঃপর আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন,“হে আবু আব্দুর রহমান! আমি মাসজিদে এমন কিছু দেখেছি যা আমার কাছে পাপ / মন্দ বলে গণ্য হয়, কিন্তু সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যদিও আমি তাদের মধ্যে ভালো ব্যতীত খারাপ কিছু দেখিনি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এটি কি? আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জবাবে বললেন: “ আপনি যদি জীবিত থাকেন তাহলে আপনি এটি দেখতে পাবেন। আমি দেখেছি কতিপয় লোক মাসজিদে চক্রাকারে বসে সলাতের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক বেষ্টনী / চক্রের লোকজনের হাতের মধ্যে ছিল নুড়ি পাথর আর তাদের মধ্যে একজন লোক বলছিল: “আল্লাহু আকবার একশত বার পাঠ করুন” আর তারা সকলেই একশত বার করে পাঠ করছে। তখন সে আবার বলল: ‘লা ইলাহা ইল্লাহ একশত বার পাঠ করুন”, তারপর সে আবার এটা বলল: “সুবহানাল্লাহ একশত বার পাঠ করুন”, তারপর আবার তারা এটি একশত বার পাঠ করছে। ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি তাদেরকে কি বলেছেন? আবু মূসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) বলেন,‘আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি, বরং আমি অপেক্ষা করছিলাম যে আপনি শুনতে পাবেন বা দেখতে পাবেন আর এর সম্পর্কে কিছু ঘোষণা করবেন। ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: “আপনার উচিত ছিল তাদেরকে এই ধরনের গণনা বন্ধের আদেশ করা এবং এমর্মে নিশ্চয়তা দেওয়া যে, তাদের ভালো কাজগুলো যেন নষ্ট হয়ে না যায়! তখন আমরা তাঁর সাথে সেখানে গেলাম, তিনি তাদের কাছে দাঁড়ালেন

সেখানে যারা প্রবেশ করে তারা ধোকাগ্রস্থ হয়, তারা তখন সেটি পরিত্যাগ করতে অক্ষম হয়ে যায়। তাই এটি বৃদ্ধি পায় এবং পরিণত হয় দীনে, যা অনুসরণ করা হয়ে থাকে, আর বিচ্যুত হয়ে যায় সরল পথ হতে; ফলত (অনেক সময়) ইসলাম থেকেই বের হয়ে যায়।[২০]

(৮) দীন এবং জ্ঞানের বিষয়গুলো সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করা

فانظر – رحمك الله – كل من سمعت كلامه من أهل زمانك [خاصة] فلا تعجلن، ولا تدخلن في شيء [منه] حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [أو أحد من العلماء؟] فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به، ولا تجاوزه لشيء، ولا [تختر] عليه شيئا فتسقط في النار.

এবং জিজ্ঞাসা করলেন: "যা আমি দেখছি তা কি হচ্ছে?" তারা প্রত্যুত্তর করল: হে আবু আব্দুর রহমান! এগুলো কিছু নুড়ি পাথর যার মাধ্যমে আমরা গণনা করছি তাকবির, তাহলিল এবং তাসবিহ। তিনি বললেন: "তোমাদের মন্দ কর্মগুলিকে বরং গণনা করা। আমি এ মর্মে নিশ্চয়তা দানকারী যে, তোমরা তোমাদের ভালো কাজগুলোকে যেন নষ্ট করে না ফেল। দুর্ভাগ্য তোমাদের জন্য, হে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত! কিভাবে দ্রুত তোমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছো! যেখানে তোমাদের নাবীর ছাহাবারা এখনো আছেন এবং তা ব্যাপকভাবে উপস্থিত আছেন। আর যেখানে নাবীর কাপড়গুলো এখনো জীর্ণ হয়ে যায়নি এবং তাঁর পান পাত্রও এখনো ভেঙ্গে যায়নি। যার হাতে আমার (ইবনু মাসউদের) জীবন তাঁর কসম করে বলছি! তোমরা যে দীনের উপর আছো তার চেয়ে অনেক উত্তম ছিল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীন, অথচ তোমরাই পথভ্রষ্টতার দরজা উন্মুক্ত করছ।" তারা বলল: হে আবু আব্দুর রাহমান! আল্লাহর নিকটে শুধু আমাদের ভালো উদ্দেশ্যই ছিল। তিনি বলেন: অনেক কিছুরই ভালো অভিপ্রায় থাকে কিন্তু সেগুলো কখনো অর্জিত হয় না। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকটে যর্থাথই বলেছেন যে,"লোকজন কুর'আন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কন্ঠনালী অতিক্রম করবে না"। আল্লাহই জানেন! আমি জানি না, সম্ভবত তার বেশীর ভাগ তোমাদের মধ্য হতেই"। তারপর তিনি তাদের ছেড়ে চলে যান। উমর ইবনু সালামাহ্ বলেন: "আমরা দেখেছি নাহ্‌রাওয়ানের দিন এদের বেশীর ভাগ লোক আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ খাওয়ারিজদের সঙ্গে মিলে। শাইখ হুসাইন সালিম এর সানাদকে ভালো বলেছেন।

[২০] এখানে বিদ'আতের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক বিষয় বুঝতে হবে, তা হল: হুকুমের দিক থেকে বিদ'আত মূলত দুই প্রকার: ১) আল-বিদ'আতুল মুকাফ্‌ফিরাহ, অর্থ্যাৎ যে বিদ'আত মানুষকে কাফির বানিয়ে দেয় বা ইসলাম থেকে ব্যক্তিকে বের করে দেয়। ২) আল-বিদ'আতুল মুফাস্‌সিক্বাহ, অর্থ্যাৎ যে বিদ'আত মানুষকে ফাসিক্বের পর্যায়ে রেখে দেয় তথা ব্যক্তিকে গোনাহগার করে তবে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না।

আল্লাহ তোমাকে অনুগ্রহ করুন! তুমি যাদের কথা শুনতে পাবে (বিশেষভাবে) তোমার সময়ে, তাদের প্রত্যেকের কথাকে যাচাই-বাছাই করবে। আদৌ তাড়াহুড়া করবে না। এবং তাদের কোন কথাকে গ্রহণ ও করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি জিজ্ঞাসা করবে এবং যাচাই করে দেখবে যে, এটা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবীরা (অথবা কোন 'আলিম) এটা বলেছেন কিনা।

অতএব যদি তুমি এই বিষয়ে তাদের থেকে কোন বর্ণনা খুঁজে পাও, তাহলে তা আঁকড়ে ধরে থাক, কোন ভাবেই এটিকে অতিক্রম করতে যেও না।[২১] আর এর উপর অন্য কোন কিছুকে প্রাধান্যও দিও না, আর প্রাধান্য দিলে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের আগুনে।

(৯) সঠিক পথ হতে বিচ্যুতির দু'টি পন্থা

واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين؛ أما أحدهما: فرجل زل عن الطريق، وهو لا يريد إلا الخير، فلا يُقتدى بزلته، فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه، ويبين لهم قصته؛ لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك.

আরো জেনে রেখ যে, দু'টি পন্থার মাধ্যমে মানুষ (সঠিক) পথ হতে বিচ্যুত হয়।

প্রথমত: কোন ব্যক্তি পথ হতে বিচ্যুত হয়, অথচ সে ভালো কিছুর অভিপ্রায়েই তা করে। সুতরাং তাকে তার পথচ্যুতির কারণে অনুসরণ করা যাবে না। কেননা তা ধ্বংসাত্মক।

দ্বিতীয়: একজন লোক যে ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং পূর্ববর্তী ধার্মিক লোকদের, সে নিজে পথভ্রষ্ট এবং অন্যদের বিপদগামী করে তোলে, আর সে হচ্ছে এ উম্মাহর মধ্যে একজন অবাধ্য শয়তান।

[২১] ইমাম আল-আওযাঈ' (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "ইলম বা জ্ঞান হলো তা যা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবাগণের নিকট হতে এসেছে, আর যা তাদের নিকট হতে আসেনি তা-ইলম বা জ্ঞান নয়"। বর্ণনাটি ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র এর 'জামি'উ বায়ানিল 'ইলম গ্রন্থে বর্ণিত, ১/৭৬৮।

তাই যারা পথভ্রষ্ট ও বিপথগামীদের ব্যাপারে জানে তাদের দায়িত্ব হলো বিপথগামীদের ব্যাপারে অন্যদের সতর্ক করা, পথভ্রষ্টতার কারণ ব্যাখ্যা করা যাতে অন্য কেউ তার ঐ বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস না হয়।

(১০) ইসলাম পূর্ণাঙ্গ এবং তাতে আত্মসমর্পন করা উচিত

واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذَّبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل، محدث في الإسلام ما ليس منه.

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনুগ্রহ করুন! জেনে রেখ যে, একজন বান্দার ইসলাম ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে একজন অনুসরণকারী, সত্যায়নকারী ও আত্মসমর্পণকারী হয়। অতএব যে ধারণা করবে যে ইসলামে এমন কিছু বাকী আছে যার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছাহাবীগণ করেননি, তাহলে ঐ ব্যক্তি ছাহাবীদের ব্যাপারে মিথ্যাচার করল। এটাই যথেষ্ট তাদের উপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ ও বিচ্ছিন্নতার জন্য। আর সে একজন বিদ'আতি পথভ্রষ্ট এবং অন্যের পথভ্রষ্টতার কারণ এবং ইসলামের মধ্যে এমন কিছুর প্রচলনকারী যার অস্তিত্বই ছিল না।[২২]

(১১) সুন্নাহ্র কোন কিয়াস-তুলনা/উপমা নেই

واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يُضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال: لم ولا كيف؟.

---

[২২] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন: "আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল বান্দাদের আত্মার দিকে তাকান এবং সর্বোত্তম হৃদয়ের অধিকারী হিসাবে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হৃদয় খুঁজে পান, তাই তিনি নিজের জন্য তাকে পছন্দ করেন এবং তাকে রিসালাত সহকারে প্রেরণ করেন। তারপর তিনি আবার তাকান বান্দাদের হৃদয়ের প্রতি এবং খুঁজে পান মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর ছাহাবাগণের হৃদয়কে, তাই তিনি তাদেরকে নাবীর সহযোগী করে তৈরী করেন, আর তারাই দীনের জন্য যুদ্ধ করে। আর মুসলিমরা যাকে ভালো বলবে, সে আল্লাহর নিকটে ভালো এবং যাকে তারা খারাপ বলবে, সে আল্লাহর নিকটেও খারাপ। মাওকূফ হাসান: মুসনাদু আহমাদ; হা/৩৬০০। শাইখ আলবানী তাঁর 'আদ-দ্বায়িফাতে' হাদীছটি হাসান বলেছেন; হা/৫৩৩।

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনুগ্রহ করুন! জেনে রেখ যে, সুন্নাহ্‌র কোন সাদৃশ্য অথবা যুক্তিপূর্ণ উদাহরণ এবং সেক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না। বরং এটি এমন একটি বিষয় যে, দৃঢ়তা সহকারে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ সমূহ মেনে নিতে হবে, কোন রকম ধরণ নির্ধারণ ও ব্যাখ্যা ছাড়াই। কেন এবং কিভাবে (ইত্যাদি) ও বলা যাবে না।

(১২) তর্ক বিতর্ক ও যুক্তি হতেই নিন্দার সৃষ্টি

والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة.

ঝগড়া, তর্ক-বিতর্ক, বাদানুবাদ এবং যুক্তি প্রদান নতুন আবিষ্কৃত বিষয় যা অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি করে, যদিও এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সত্য ও সুন্নাহর কাছে পৌঁছে যায়।[২৩]

---

[২৩] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ مَا يُجَٰدِلُ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾

"কাফিররা ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঝগড়া করে না"। সূরা গাফির; ৪০: ৪

তিরমিযীতে একটি হাদীছ হাসান সূত্রে আবু উমামার বরাতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোন সম্প্রদায় হিদায়াতের রাস্তা পেয়ে আবার পথভ্রষ্ট হয়ে থাকলে তা শুধু তাদের বিবাদ ও বাক-বিতন্ডায় জড়িত হওয়ার কারণেই হয়েছে"। তখন রসূলুল্লাহ্ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি পাঠ করেন –

﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَۢا ۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُونَ ﴾

"তারা শুধু বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশেই তোমার সামনে এ দৃষ্টান্ত পেশ করে। আসলে তারা হল এক ঝগড়াটে জাতি"। সূরা আয-যুখরুফ; ৪৩ : ৫৮

আল-আজুররী 'আশ-শারী'আহ্‌তে' বর্ণনা করেন, একজন লোক আল-হাসান (আল-বাসরী) নিকট এসে বলেছিল, "হে আবু সাঈদ! চলুন আমরা দীন সম্পর্কে বিতর্ক করি"। আল-হাসান প্রত্যুত্তরে বললেন, "আমি আমার দীন সম্পর্কে জানি, যদি তুমি তোমার দীন খুইয়ে / হারিয়ে থাক তাহলে যাও, আর তা অন্বেষণের চেষ্টা কর", আছার নং/১১৮। "উমার ইবনু 'আবদুল-'আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: যে ব্যক্তি তার দীনকে বিতর্কের বিষয়বস্তু হিসেবে নেয়, সে সত্য হতে অনেক দূরে চলে যায়"। দেখুন জামি'উ বায়ানিল 'ইলম; আছার নং/১৮৩৮।

(১৩) আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে দুরকল্পনামূলক বক্তব্য একটি নব আবিষ্কৃত বিষয় যা বিদ'আত এবং পথভ্রষ্টতা

واعلم – رحمك الله – أن الكلام في الرب محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو – جل ثناؤه– واحد ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনুগ্রহ করুন! জেনে রেখ, মহান রব (আল্লাহ) সম্পর্কে দূরকল্পনামূলক বক্তব্য দেওয়া একটি নব আবিষ্কৃত বিষয়, যা বিদ'আত এবং পথভ্রষ্টতা। মহাপ্রতাপশালী এবং গৌরবান্বিত রব আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সম্পর্কে কুর'আনে যা বর্ণনা করেছেন, আর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবাগণের নিকটে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা ব্যতীত আল্লাহর সম্পর্কে কোন কিছুই বলা যাবে না।

তিনি এক (তাঁর প্রশংসা গৌরবময় হোক), যেমন:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾

"তার মত কোন কিছুই নেই, যিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা"[২৪]

(১৪) আল্লাহ তা'আলা প্রথম এবং তিনিই শেষ, আর আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان.

যখন কিছুই ছিল না তখন আমাদের রব ছিলেন এবং যখন কিছুই থাকবে না তখনও আমাদের প্রভু থাকবেন। তিনি গোপন এবং গুপ্ত সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। তিনি আরশের উপরে উঠেছেন, আর তার জ্ঞান সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে এবং তার জ্ঞানের পরিধির বাইরে কিছুই নেই।

---

[২৪] সূরা আশ-শূরা; ১১।

(১৫) আল্লাহ তা'আলার ছ্বিফাত-গুণাবলী সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা

ولا يقول في صفات الرب: كيف؟ ولم؟ إلا شاك في الله.

আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী ব্যতীত রবের ছ্বিফাত সম্পর্কে কেউই বলবে না যে, কেন? অথবা কিভাবে?

والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، ليس بمخلوق؛ لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق، وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر.

কুর'আন আল্লাহ তা'আলার কালাম, যা তার পক্ষ হতে নাযিলকৃত এবং তাঁর নূর। এটি মাখলূক্ব নয়; কেননা কুরআন আল্লাহর কাছ থেকেই আগত, আর যা আল্লাহর কাছ থেকে আগত তা মাখলূক্ব নয়। মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ), আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) সহ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বিদ্বানগণের মত, এটি (কুর'আন) সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করা কুফরী।[২৫]

(১৬) মৃত্যুর পরবর্তীতে আল্লাহকে দেখা

والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله بأبصار رؤوسهم، وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان.

ক্বিয়ামাতের দিবসে (মুমিনগণ কর্তৃক আল্লাহকে) দেখার বিষয়ে ঈমান আনা।[২৬]

---

[২৫] কুর'আন আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং আল্লাহর ছ্বিফাত। আল্লাহ তা'আলার সকল ছ্বিফাত বা গুণাবলী চিরকাল তাঁর সঙ্গেই আছে / ছিল।

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,"কুর'আন আল্লাহর কালাম যাহা সৃষ্ট নহে" আল-লালকা'ঈর শরহু উসূলি ই'তিক্বদি আহলিস সুন্নাহ; আছার নং: ৪৭৮-৪৭৯।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেউ একজন বলে কুর'আন সৃষ্ট, তখন তিনি (ইবনু হাম্বাল) বলেন "সে একজন অবিশ্বাসী"। আল-লালকা'ঈর শরহু উসূলি ই'তিক্বদি আহলিস সুন্নাহ (আছার নং - ৪৫২)।

[২৬] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴾

তারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে তাদের কপালের চোখ দ্বারা। তিনি (আল্লাহ) তাদের নিকট থেকে হিসাব নিবেন কোন মাধ্যম ও দোভাষী ছাড়া।[২৭]

(১৭) মীযান বা দাঁড়িপাল্লার উপর বিশ্বাস

والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان.

ক্বিয়ামাতের দিবসে মীযানের ব্যাপারে ঈমান আনা যে, সেদিন ভালো এবং মন্দ কাজগুলোর পূর্ণ ওজন করা হবে (মিযানে)। যার দু'টি দাঁড়িপাল্লা থাকবে এবং একটি নিক্তি থাকবে।[২৮]

"সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জল হবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে"। সূরা আল ক্বিয়ামাহ্; ৭৫: ২২-২৩।

সুহাইব (রাদিয়াল্লাহু) থেকে বর্ণিত, নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: জান্নাতিগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা কি চাও আমি আরো অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেই? তারা বলবে: আপনি কি আমাদের চেহারা আলোকোজ্জল করে দেননি, আমাদের জান্নাতে দাখিল করেননি এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেননি? রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এরপর আল্লাহ তা'আলা আবরণ তুলে নিবেন। আল্লাহর প্রতি তাকানো অপেক্ষা অতি প্রিয় কোন বস্তু তাদের দেওয়া হয়নি। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৭, তিরমিযী; হা/২৫৫২ এবং অন্যরাও বর্ণনা করেছেন।

হাম্বাল বলেন, "আমি জিজ্ঞাসা করেছি আবু 'আব্দুল্লাহকে (মানে আহমাদ ইবন হাম্বালকে) আল্লাহকে দেখা সম্পর্কে (আর-রুইয়া'হ) তিনি বলেন,"এগুলো সবই বিশুদ্ধ হাদীছ। আমরা এগুলোর উপর ঈমান আনি এবং দৃঢ়ভাবে সত্যায়ন করি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে উত্তম সানদে সানাদে আমাদের নিকটে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং সত্যায়ন করি। আল-লালকা'ঈর শরহু উসূলি ই'তিক্বদি আহলিস সুন্নাহ; আছার নং: ৮৮৯।

[২৭] 'আদি ইবনু হাতিম হতে বর্ণিত নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে শীঘ্রই তাঁর প্রতিপালক কথা বলবেন, তখন প্রতিপালক ও তাঁর মাঝে কোন অনুবাদক ও আড়াল করে এমন পর্দা থাকবে না। ছ্বহীহ বুখারী; হা/১৪১৩; ৬৫৩৯ ও ৭৪৪৩, আহমাদ; ১৮২৪৬ ও ১৯৩৭৩ এবং তিরমিযী; হা/২৪১৫, ইবন মাজাহ; হা/১৮৫।

[২৮] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُۥ ۝٦ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُۥ ۝٨ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ﴾

" অতপর যার পাল্লাসমূহ ভারী হবে, সে তো থাকবে সন্তোষজনক জীবনে। আর যার পাল্লাসমূহ হাল্কা হবে, তাঁর স্থান হবে 'হাওয়িয়াহ্'। " (সূরা আল-ক্বারি'আহ; ৬ - ৯)

(১৮) কবরের শাস্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা

والإيمان بعذاب القبر، ومنكر ونكير.

কবরের শাস্তি এবং মুনকার- নাকীরের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করতে (ঈমান আনতে) হবে।[২৯]

আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: দু'টি কালিমা যা জবানে অতি হাল্কা, মীযানে ভারী, আর রহমানের নিকটে খুব পছন্দনীয়; তা হচ্ছে 'সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম'। ছ্বহীহ বুখারী; ৬৪০৬, ৬৬৮২ ও ৭৫৬৩।

আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে আমার এক উম্মতকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে এনে উপস্থিত করবেন। তিনি তাঁর সামনে নিরানব্বইটি আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর তিনি প্রশ্ন করবেন, তুমি কি এগুলো হতে কোন একটা (গুনাহ) অস্বীকার করতে পার? আমার লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপর যুলুম করেছে? সে বলবে, না, হে আমার রব! তিনি আবার প্রশ্ন করবেন: তোমার কোন অভিযোগ আছে কি? সে বলবে, না, হে আমার রব! তিনি বলবেন আমার নিকট তোমার একটি ছাওয়াব আছে। আজ তোমার উপর এতটুকু যুলুম করা হবে না। তখন ছোট একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে লেখা থাকবে: আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল"।

তিনি তাকে বলবেন: দাঁড়িপাল্লার সামনে যাও। সে বলবে হে আমার রব! এতগুলো খাতার বিপরীতে এই সামান্য কাগজটুকুর কি আর ওজন হবে? তিনি বলবেন: তোমার উপর কোন যুলুম করা হবে না। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তারপর খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং উক্ত টুকরাটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। ওজনের খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহ তা'আলার নামের বিপরীতে কোন কিছুই হতে পারে না। ছ্বহীহ: আল-মুস্তাদরাক লিল-হাকিম (দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ); হা/১৯৩৭, সুনান আত- তিরমিযী; হা/২৬৩৯, সুনানু ইবনি মাজাহ; হা/৪৩০০। এই হাদীছটিকে শাইখ আলবানী সিলছ্বিলাতুছ ছ্বহীহাহ গ্রন্থে ছ্বহীহ বলেছেন; হা/১৩৫।

[২৯] আবুল হাসান আল-আশ'আরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এব্যাপারে ইজমা' করেছেন যে, কবরের আযাব সত্য"। রিসালাতুন ইলা আহলিছ ছাগ্‌রি; পৃ: ১৫৯। বিভ্রান্ত খাওয়ারিজ এবং কিছু মু'তাযিলা ছাড়া কেউ এটি অস্বীকার করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ ﴾

"সকাল সন্ধ্যায় ওদেরকে আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে (সেদিন বলা হবে) 'ফিরআউনের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর" সূরা আল-মু'মিন; ৪৬।

ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে কবর দু'টির বাসিন্দাদের আযাব দেয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন: এদের দু জনকে আযাব দেয়া হচ্ছে অথচ তাদের এমন কোন বড় গুনাহের জন্য আযাব দেয়া হচ্ছে না (যা হতে বিরত থাকা) দুরূহ ছিল। তাদের একজন পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না, আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত...। ছ্বহীহ বুখারী; হা/১৩৬১, মুসলিম; ১১১, আহমাদ; ১৯৮০ ও ২০৩৭৩ (আবু বাকরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে), এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থগুলোতেও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মৃত লোককে বা তোমাদের কাউকে যখন কবরের মধ্যে রাখা হয় তখন কালো বর্ণের এবং নীল চোখ বিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা আসেন তাঁর নিকটে। তাদের মধ্যে একজনকে মুনকার এবং অন্যজনকে নাকীর বলা হয়। তারা উভয়ে প্রশ্ন করেন। তিরমিযী; হা/১০৭১, ছ্বহীহ আল-জামী গ্রন্থে শাইখ আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন; হা/৭২৪।

কবরের শাস্তির বিষয়ে অসংখ্য হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বায়হাক্বী একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থই লিখেছেন, যার নামকরণ করেছেন 'ইছবাতু 'আযাবিল ক্ববর' আর এতে বর্ণিত হয়েছে ২৪০ টির মত বর্ণনা।

ইমাম শাফি'ঈ (মৃঃ ২০৪ হি:) বলেন, "কবরের শাস্তি সত্য, কবরের জিজ্ঞাসাবাদ সত্য, পুনরুত্থান সত্য, বিচার দিবস সত্য, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য। যাইহোক এই বিষয়গুলো সুন্নাহ্ উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনায় এবং মুসলিম দেশগুলোর সকল বিদ্বান এবং তাদের অনুসারীদের কাছ থেকে ও সত্য বলে উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম বায়হাক্বীর 'মানাক্বিবুশ শাফি'ঈ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, পৃ: ৪১৫।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) (মৃ: ২৪১ হি:) বলেন, "সুন্নাহর মূলনীতি অনুযায়ী আমাদের উচিত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছাহাবীগণের সাথে লেগে থাকা এবং অনুসরণ করা.... কবরের শাস্তির প্রতি বিশ্বাস করা, আর এই উম্মাহ কবরে পরীক্ষার সম্মখীন হবে এবং জিজ্ঞাসিত হবে ঈমান, ইসলাম সম্পর্কে এবং জিজ্ঞাসিত হবে কে তাঁর রব, আর কে তাঁর নাবী। মুনকার-নাকীর আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের কাছে আসবে এবং অবস্থান করবে।" শারহু উসূলিস সুন্নাহ; ১/১১।

ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,"কবরের শাস্তি সত্য। নিজে পথভ্রষ্ট ও অন্যকে পথভ্রষ্টকারী ছাড়া কেউই এটিকে অস্বীকার করে না।" ইবনু আবি ইয়ালার 'ত্ববাক্বাতুল হানাবিলাহ'; ১/১৭৪।

(১৯) রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাউজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা

والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، إلا صالح النبي عليه السلام؛ فإن حوضه ضرع ناقته.

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাউজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। প্রত্যেক নাবীরই হাউজ আছে,[৩০] একমাত্র নাবী সালিহ (আ.) ব্যতীত। কারণ তার হাউজ তার উষ্ট্রির ওলানে।[৩১]

(২০) রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফা'আতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা

والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين؛ في يوم القيامة، وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك [الصديقون] والشهداء [والصالحون]، ولله بعد ذلك تفضل كثير فيمن يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما.

বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, ক্বিয়ামাতের দিন, ছ্বীরাতের উপরে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফা'আত করবেন তাদের জন্য যারা যারা অপরাধী

---

[৩০] আত-ত্বহাবিয়ার ব্যাখ্যাকার বলেন,"হাউজ সম্পর্কে যে হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে তা প্রায় মুতাওয়াতির পর্যায় পৌঁছেছে। সাইত্রিশ জনেরও বেশী ছাহাবী হতে এগুলো বর্ণিত হয়েছে"। তাখরীজুল 'আক্বীদাতিত ত্বহাবিয়্যাহ; পৃ: ৪৫।

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"আমার হাউজের প্রশস্ততা হলো আয়লাহ নামক স্থান হতে ইয়ামানের সান'আ নামক স্থানদ্বয়ের দূরত্বের সমান আর এর পান পাত্রগুলোর সংখ্যা আকাশের নক্ষত্ররাজির ন্যায়"। ছ্বহীহ আল-বুখারী; হা/৬৫৮০, আহমাদ; হা/১২৩৬২, তিরমিযী; হা/২৪৪২, ২৪৪৪ ও ২৪৪৫, [বিশেষ দ্রষ্টব্য: হাদীছ সমূহে দূরত্বের নির্ণায়ক স্থান সমূহের বর্ণনায় কিছুটা তারতম্য রয়েছে]।

সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক নাবীর জন্য একটি করে হাউজ হবে। আর এ নিয়ে তারা পরস্পর গর্ববোধ করবেন যে, কার হাউজে কত বেশি লোক অবতরণ করবে। আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি যে, আমার হাউজেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যাক লোক আসবে। তিরমিযী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন, শাইখ আলবানী 'সিলছ্বিলাতুছ ছ্বহীহাহ গ্রন্থে (হা/১৫৮৯) উল্লেখ করেছেন; তিরমিযী; হা/২৪৪৩,

[৩১] এই বর্ণনাটি সালিহ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে একটি ব্যতিক্রম বর্ণনা, যা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়।

ও গোনাহগার। আর তাদেরকে জাহান্নামের অভ্যন্তর হতে বের করে আনবেন (শাফা'আতের দ্বারা)। এছাড়াও প্রতিটি নাবী 'আলাইহিমুস সালামের জন্যও শাফা'আত রয়েছে, অনুরূপভাবে সত্যবাদীগণ, শহীদগণ, এবং সৎকর্মশীলদের জন্যও শাফা'আত রয়েছে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বিশেষ রাহমাত বর্ষণ করবেন এবং জাহান্নামের আগুনে কাঠ কয়লা হতে থাকা লোকদেরকে বের করে নিয়ে আসবেন।[৩২]

---

[৩২] ছ্বহীহ বুখারী; ৩৩৬১, ৪৭১৮, ৬৩০৪, ৬৩০৫, ৬৫৬০ ও ৭৪৩৯।

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু বায (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর লিখিত আল আকিদ্বা আল - ওয়াসেত্বিয়ার টীকার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শাফা'আতের কথা উল্লেখ করেছেন, "শারী'আতের বর্ণনা সমূহে কিয়ামাতের দিন ছয় ধরনের শাফ'আতের কথা জনতে পারা যায়, যার মধ্যে তিনটি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য খাছ। এই ছয় প্রকার হলো:

(ক) শাফা'আতে 'উযমা / বৃহত্তম শাফা'আত, যা মূলত আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের মাঝে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবেদন করবেন।

(খ) জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর শাফা'আত।

(গ) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবের শাস্তি হালকা করার জন্য আল্লাহর নিকটে শাফা'আত করবেন, যাতে তাকে রাখা হয় আগুনের অগভীর অংশে। এই শাফা'আত শুধু নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর চাচা আবু তালিবের জন্য খাস। অন্য কোন কাফিরের জন্য সুপারিশকারীদের কোন সুপারিশ কাজে আসবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ﴾

"ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকার করবে না।" (সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৪৮)।

(ঘ) যে সকল তাওহীদপন্থী গুনাহগারেদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে, তাদেরও জাহান্নামে না পাঠানোর জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন।

(ঙ) জাহান্নামে প্রবেশকারী তাওহীদপন্থী একদল পাপী লোককে তা থেকে বের করার জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফা'আত করবেন।

(চ) জান্নাতবাসী কিছু লোকের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাফা'আত করবেন।

(২১) জাহান্নামের উপর স্থাপিত ছ্বীরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা

والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله، ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم.

জাহান্নামের উপর স্থাপিত ছ্বীরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় যাকে খুশি এই ছ্বিরাত আটকে রাখবে, আল্লাহর যার ব্যাপারে ইচ্ছা করবেন তাকে পার করিয়ে দেবে আর যার ব্যাপারে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। যারা পার হবে তাদের কাছে আলো থাকবে তাদের ঈমান অনুযায়ী।[৩৩]

(২২) নাবীগণ এবং ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস

অবশেষে জনসাধারনের জন্য শাফা'আত করবেন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য নাবী (আলাইহিমুস সালাম), সুপথপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, ফেরেশতাগণ, এবং মুসলিম বাচ্চারা যারা শিশু অবস্থায় মারা গিয়েছিল।

এই সব শাফা'আত শুধু তাওহীদপন্থীদের জন্য। তাওহীদপন্থী লোকজন তাদের গুনাহের কারণে আগুনে প্রবেশ করবে, কিন্তু সেখানে তাঁর চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবেনা, একসময় তারা পরিশুদ্ধ হয়ে বের হয়ে আসবে। এটি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ যে, যখন পাপসমূহ দূরীভূত হবে তখন কাঠ কয়ালা হতে থাকা সেই সকল লোকজনকে বের করে নিয়ে আসা হবে। অতপর জান্নাতের নদীর তীরে গোসল করার পর তারা যেন নতুন করে অঙ্কুরিত হবে। ছ্বহীহ বুখারী; ৭৪৩৯।

[৩৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝٧١ ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝٧٢ ﴾

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে তা (জাহান্নাম বা জাহান্নামের উপরে স্থাপিত ছ্বীরাত) অতিক্রম করতে হবে না, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য ফয়সালা। অতঃপর মুত্তাকীদেরকে আমি রক্ষা করব আর যালিমদেরকে তার মধ্যে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব।" সূরা মারইয়াম; ৭১-৭২।

والإيمان بالأنبياء والملائكة.

নাবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) এবং ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।[৩৪]

(২৩) বিশ্বাস করতে হবে যে, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য আর উভয়ই ইতোমধ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة، وسقفها العرش، والنار تحت [الأرض] السابعة السفلى، وهما مخلوقتان، قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى [أبد] الآبدين، في دهر الداهرين،

বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, জান্নাত সত্য এবং বাস্তব, আর জাহান্নামও সত্য এবং বাস্তব, যা উভয়ই ইতিপূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৩৫] জান্নাত সাত আসমানের উপর, যার ছাদ আল্লাহ তা'আলার আরশ। আর অন্য দিকে জাহান্নাম সপ্তম জমিনের তলদেশে এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। জান্নাত জাহান্নাম উভয়ই সৃষ্টি। সর্বোচ্চ সত্তা আল্লাহ তা'আলা জানেন কত সংখ্যক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কারা এর অধিবাসী হবে, আর কত সংখ্যক জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং

---

[৩৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨٥ ﴾

"রসূল তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে যা তাঁর কাছে নাযিল করা হয়েছে তাঁর উপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছেন আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না।" সূরাতুল - বাকারাহ; ২৮৫।

[৩৫] 'ইসরা এবং মি'রাজ সংক্রান্ত হাদিসে দেখা যায় যে, জান্নাত এবং জাহান্নাম বর্তমানে অস্তিত্বশীল। ছ্বহীহ বুখারী; ৩৮৮৭, তিরমিযী; (হাসান সানাদে) ৩১৪৭। 'রাফ'উল-আসতার' যা মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-আমির আল-সান'আনীর একটি চমৎকার বই যাতে খন্ডন করা হয়েছে তাদের বক্তব্য, যারা দাবি করে জাহান্নাম একদিন শেষ হয়ে যাবে।

কারা এর অধিবাসী হবে। এগুলো কখনোই শেষ হয়ে যাবে না, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় চিরকাল টিকে থাকবে।

(২৪) আদম (আলাইহিস সালাম) জান্নাতে ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার আদেশ উপেক্ষা করার কারণে তাকে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয়।

وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله.

আদম (আলাইহিস সালাম) চিরস্থায়ীভাবে নির্মিত জান্নাতে অবস্থান করতেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করার কারণে তাকে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয়।

(২৫) আল-মাসীহুদ দাজ্জালের ব্যাপারে বিশ্বাস

والإيمان بالمسيح الدجال.

আল-মাসীহুদ দাজ্জালের (আগমনের) ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।[৩৬]

(২৬) 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) অবতরণের ব্যাপারে বিশ্বাস

وبنزول عيسى ابن مريم، ينزل فيقتل الدجال ويتزوج، ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت، ويدفنه المسلمون.

মারিয়ামের পুত্র 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর অবতরণের ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তিনি অবতরণ করবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন, বিবাহ করবেন এবং তিনি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর হতে বিদ্যমান ইমামের পেছনে ছ্বলাত আদায় করবেন। মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলিমরা তাকে দাফন করবে।[৩৭]

[৩৬] দাজ্জাল সম্পর্কে অসংখ্য হাদীছ সমূহ আল বুখারীতে ৭১২৭ ৭১৩১ ও ৭১৩২ ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে। আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক নাবীই তাঁর উম্মাতকে অন্ধ মিথ্যাবাদী দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। জেনে রাখ! দাজ্জাল অন্ধ হবে। তোমাদের প্রতিপালক অন্ধ নন। দাজ্জালের, দুই চোখের মাঝখানে "কাফির" লেখা থাকবে। মুসলিম; ১০৩ (২৯৩৩), তিরমিযী; ২২৩৫ ও ২২৪৫।

[৩৭] সকল বিষয়গুলো যা ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এবং এর সাথে অসংখ্য উদ্ধৃতি যা হাফিজ ইবনু কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থের সূরা আন-নিসার ১৫৯ আয়াতের তাফসীরে আলোচনা করেছেন।

(২৭) ঈমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি, যা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়

والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.

বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজ, কাজ ও কথা,[৩৮] নিয়ত এবং তা কাজে পরিণত করা। এটি বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস হয়। আর এটি আল্লাহর ইচ্ছায় বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়, যা হ্রাস পেতে পেতে একসময় কিছুই থাকে না।[৩৯]

---

[৩৮] "কথা ও কাজ, কাজ ও কথা" দ্বারা যতসম্ভব লেখক বাহ্যিক কথা ও কাজে ঈমানের সংশ্লিষ্টতা এবং পরের অংশ দ্বারা অন্তরের কথা ও কাজে ঈমানের সংশ্লিষ্টতা বুঝাতে চেয়েছেন। - সম্পাদক

[৩৯] ইমাম লালকাঈ'র 'শারহু উসূলি ই'তিক্বদি আহলিস সুন্নাহ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে,'আবদুর রাজ্জাক (আস-সান'আনি) বলেন: "আমি বাষট্টিজন আলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন: মা'মার, আল-আওজায়ী, আছ-ছাউরী, আল-ওয়ালিদ ইবনু মুহাম্মদ আল-কুরাইশী, ইয়াযীদ ইবনু আস-সায়িব, হাম্মাদ ইবনু সালমাহ্, হাম্মাদ ইবনু জায়েদ, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ্, শু'আইব ইবনু হারব, ওয়াকি ইবনু আল-জাররাহ, মালিক ইবনু আনাস, ইবনু আবী লাইলা, ইসমাইল ইবনু 'আঈয়াশ, আল-ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম এবং আরো যাদের নাম আমরা এখানে উল্লেখ করলাম না, তাদের সকলে বলেন: ঈমান হল কথা এবং কাজ (মুখে স্বীকার এবং কাজে পরিণত করা) আর এটি বাড়ে এবং কমে।" (আছার /১৭৩৭)

'আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদের 'আস-সুন্নাহ' বর্ণিত। আমার পিতা (আহমাদ ইবনু হাম্বাল) আমার নিকটে বর্ণনা করেন যে: আবু-সালামাহ্ আল-খুযা'ঈ আমাদের নিকটে বলেন, "মালিক, শারিক,আবু বাকার ইবনু 'আইয়াশ, 'আব্দুল-আযিয ইবনু আবি সালামাহ্, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ এবং হাম্মাদ ইবনু যায়েদ বলেন," ঈমান হলো জ্ঞান, মুখে ঘোষণা এবং কার্যে পরিনত করার নাম। (আছার নং: ৬১২)

আল-লালকা'ঈ আরো বর্ণনা করেন যে, 'উকবাহ ইবনু 'আলকামাহ বলেন: "আমি ইমাম আল-আওযায়ী (রহিমাহুল্লাহ)-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, এটি কি বৃদ্ধি পায়? "হ্যা, এটি পাহাড় সম পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে পারে, 'আমি জিজ্ঞাসা করি, 'এটি কি হ্রাস পায়'? তিনি বলেন, "হ্যা, এটি এমন পর্যায়ে নেমে যেতে পারে যে, এর কিছুই আবশিষ্ট থাকে না"। (আছার নং: ১৭৪০)

কিছু আয়াতের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিদ্ধানগণ প্রমাণ করেন যে, ঈমান বৃদ্ধি পায়: সূরা আলে ইমরানের-১৭৩ নং আয়াতে, সূরা আল-ফাতিহর-৪ নং আয়াত এবং সূরা আত-তাওবার ১২৪ নং আয়াত।

(২৮) রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বোত্তম সঙ্গীগণ

وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها: أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر؛ قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره.

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর উম্মাহর সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর, তারপর ‘উমার এবং অতঃপর ‘উছমান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)।

‘ইবনু উমার (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) আমাদের নিকটে বর্ণনা করেন, “-রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন এবং আমরা এটা বলতাম যে, ‘রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর উম্মাহ্‌র মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি আবু বকর, তারপর ‘উমার এবং অতঃপর ‘উছমান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি শুনতেন কিন্তু এটাকে প্রত্যাখ্যান বা অপছন্দ করতেন না”।[৪০]

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف [وأبو عبيدة بن الجراح] ، وكلهم يصلح للخلافة.

তাদের পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন ‘আলী, তালহা, আয-যুবাইর, সা‘আদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, সাঈদ ইবনু যাইদ, আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ এবং আবু ‘উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ্ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)। তারা সকলেই খলীফা হওয়ার উপযুক্ত।

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الأول الذي بعث فيهم: المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين.

তারপর সর্বোত্তম ব্যক্তিরা হলেন রসূলুল্লাহর ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাকী ছাহাবাগণ, প্রথম প্রজন্মের ছাহাবাগণ যাদের মধ্যে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন, প্রথম পর্বের মুহাজির এবং আনসারগণ এবং তারা দুই কিবলার অভিমুখে ছ্বলাত আদায় করেছেন।

---

[৪০] ছ্বহীহ বুখারী; ৩৬৫৫, আহমাদের ‘ফাদ্বাইলুছ ছ্বহাবাহ’; হা/৫৬, ৬৩ এবং আব্দুলাহ ইবনু আহমাদের সূত্রে ‘আস-সুন্নাহতে’ হা/১৩৫২, ১৩৫৩ ও ১৩৫৪।

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أقل أو كثر، ترحم عليهم وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا تذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا.

অতঃপর উত্তম ব্যক্তি হলেন তারা যারা রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংসর্গে ছিলেন হোক তা এক দিনের জন্য, এক মাসের জন্য, এক বছরের জন্য অথবা এর চেয়ে বেশী বা কম সময়ের জন্য। তুমি তাদের উপর রহমতের দু'আ করবে, তাদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করবে, তাদের বিচ্যুতি থেকে হাত গুটিয়ে নেবে এবং তাদের কারো ব্যাপারে ভালো ছাড়া অন্য কোন কথা বলবে না। কেননা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন আমার ছাহাবীগণ সম্পর্কে কোন কিছু (ত্রুটি-বিচ্যুতি) উল্লেখ করা হয় তখন তা প্রত্যাখ্যান কর।[৪১]

وقال ابن عيينة: "من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى". [وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم] .

সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ[৪২] বলেন, " কেউ যদি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবীদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে, তবে সে প্রবৃত্তির অনুসারী (বিদ'আতী)"।[৪৩] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মর্মে প্রচলিত আছে:[৪৪] "আমার ছাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাদের যে কোন একজনের অনুসরণ করলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে"। (হাদীছটি জাল)।

---

[৪১] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ইবনু মাসউদের বর্ণনায় আত-তাবারানীতে ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও শাইখ আলবানীর সিলছ্বিলাতুল আহাদীছ আস-সহিহ্‌তে বর্ণিত হয়েছে।

[৪২] শাইখুল ইসলাম সুফিয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ হলেন, তাবিউত-তাবিঈ'ন। তিনি ১০৭ হিঃ সালে মক্কায় জন্মগ্রহন করেন এবং মারা যান ১৯৮ হিঃ।

[৪৩] মুদ্রিত সংস্করনে সুফইয়ানের উদ্বৃতি যা মূলত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে বলা হয়েছে, "আমার ছাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাদের যে কোন একজনের অনুসরণ করলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে"। হাদীছটি জাল। 'সিলছ্বিলাতুল আহাদীছ আদ-দ্বয়িফা' গ্রন্থে ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানী হাদীছটিকে জাল বলেছেন; হা/নং ৫৮।

[৪৪] বর্ণনাটি জাল হওয়ায় অনুবাদের ক্ষেত্রে সরাসরি রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। - সম্পাদক

(২৯) শাসকদের মান্য করা উচিত ঐসব ব্যাপারে যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং যাতে সন্তুষ্ট থাকেন

والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين.

শাসকদের কথা শোনা এবং মান্য করা উচিত ঐসব ব্যাপারে যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং যাতে সন্তুষ্ট থাকেন। জনগণের ঐকমত্য ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যে ব্যক্তি খিলাফাতে অধিষ্টিত হবে সেই আমীরুল মুমিনীন।

(৩০) ইমামের অনুগত্য ছাড়া একটি রাতও অতিক্রম করার কথা চিন্তা করা বৈধ নয়।

لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، برا كان أو فاجرا.

ইমাম সৎকর্মশীল অথবা পাপাচারী যাই হোক না কেন, কারো উচিত নয় একটি রাতও অতিক্রম করার কথা চিন্তা করা, যে তার মাথার উপর ইমামের কোন আনুগত্য নেই।

(৩১) শাসকদের পিছনে ছ্বলাত আদায় করা, হজ্ব এবং জিহাদে তাদের সঙ্গ দেয়া

والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها ست ركعات، يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل.

হজ্ব এবং জিহাদে শাসকের নেতৃত্ব বজায় থাকবে। জুমু‘আর ছ্বলাত তাদের পিছনে আদায় করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ, পাপাচারী[৪৫] হলেও বৈধ (আদায় করা হবে)।

[৪৫] উবাইদুল্লাহ ইবনু ‘আদী ইবনু খিয়ার হতে বর্ণিত,“আমি ’উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নিকটে গিয়েছিলাম, যখন তিনি অবরুদ্ধ ছিলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি মুসলিম জনগনের শাসক এবং আপনার বিপদ কি তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ছ্বলাত সম্পাদিত হচ্ছে বিদ্রোহীদের নেতার দ্বারা আর এর ফলে আমরা গুনাহগার হবার ভয় করছি। ’উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, “লোকজন যে সকল কাজ করে তাঁর মধ্যে ছ্বলাত হচ্ছে সর্বোত্তম, অতএব লোকজন যখন ভালো কাজ করে, তখন তাদের সঙ্গ দাও,আর যখন কোন খারাপ কাজ করে তখন তাদের খারাপ কাজ হতে বেঁচে থাক”। ছ্বহীহ বুখারী; হা/৬৯৫।

পরবর্তীতে আরো ৬ রাকাত আদায় করবে যা ভাগ করা হবে দুই দুই রাকাত করে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) এটি বলেছেন।[৪৬]

(৩২) 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) অবতরণ করা পর্যন্ত কুরাইশদের মধ্য হতে খলীফা বিদ্যমান থাকবে

والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى ابن مريم.

কুরাইশদের মধ্য হতে খিলাফাত বহাল থাকবে 'ঈসা ইবনু মারইয়াম অবতরণ করা পর্যন্ত।[৪৭]

(৩৩) মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করবে সে হবে খাওয়ারিজদের একজন।

ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين، وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية.

যে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, সে খারেজী[৪৮] এর কারণে সে মুসলিমদের ঐক্যের লাঠিতে ফাটল সৃষ্টি করবে এবং হাদীছের বিরোধিতা ও

---

[৪৬] 'আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বাল তাঁর 'মাসাঈলের' বলেন: আমি আমার পিতাকে জুম'আর পরে আদায়কৃত ছ্বলাতের রাকাআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন: তুমি যদি ইচ্ছা কর চার রাকাত আদায় করতে পার, অথবা তুমি যদি ইচ্ছা কর ছয় রাকাত আদায় করতে পার দুই দুই রাকাত করে। যা আমি পছন্দ করি কিন্তু তুমি যদি চার রাকাত আদায় কর তাহলে কোন সমস্যা নেই।" (আছার নং: ৪৪৬)।

"আবু দাউদ তাঁর "মাসাঈলে" বর্ণনা করেন: আমি শুনেছি ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জুমু'আর সলাতের পর কেউ যদি চার রাকাআত আদায় করে সেটা উত্তম, কেউ যদি দুই রাকাআত আদায় করে তবে সেটা উত্তম আর কেউ যদি ছয় রাকাআত আদায় করে তাহলে সেটাও উত্তম"। (পৃ: ৫৯)

[৪৭] মু'আবিয়াহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আমি রসূলুল্লা ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, (খিলাফতের) এ বিষয়টি কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতদিন তারা দীনের উপর কায়েম থাকবে। যে কেউ তাদের বিরোধিতা করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকেই অধোমুখে নিপতিত করবেন। ছ্বহীহ বুখারী; হা/৩৫০০।

[৪৮] খাওয়ারিজরা এমন একটা দল যাদের সর্বপ্রথম দেখা যায় 'আলী (রদিয়াল্লাহু আনহু) সময়। তারা 'আলী (রদিয়াল্লাহু আনহু) দল হতে বের হয়ে যায়, আর তাকফীরের (কোন মুসলিমকে কবীরা গুণাহের কারণে

বিপরীত (কাজ) করবে। আর এ সময় তার মৃত্যু হলে তা হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু।[৪৯]

(৩৪) শাসক নিপীড়নকারী হলেও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা বিদ্রোহ করা কোনটিই অনুমোদিত নয়।

ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: «اصبر، وإن كان عبدا حبشيا» .وقوله للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على [الحوض] » .

وليس من السنة قتال السلطان؛ فإن فيه فساد الدين والدنيا.

নিপীড়নকারী হলেও শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা বিদ্রোহ করা অনুমোদিত নয়। এজন্য যে, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যার গিফারীকে (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উপদেশ দেন: ধৈর্য ধারণ কর, এমনকি সে হাবশী দাস হলেও।”[৫০]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আনছ্বারকে বলেন,“ ধৈর্য ধারণ কর যতক্ষণ না হাউজের নিকটে তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হচ্ছ”।[৫১]

কাফির আখ্যা দেওয়া) মত বিদআতের উৎপত্তি করে (তারা মুসলিমদের, শাসকদের এবং কবিরা গুনাহগারদের কাফির ঘোষণা করে)। অসংখ্য ছ্বহীহ হাদীছের মাধ্যমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন: “খাওয়ারিজরা হলো জাহান্নামের কুকুর”। ইমাম আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন, নাসিরুদ্দিন আলবানী হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন, হা/২৪৫৫। তবে এর সানাদে ইনক্বিত্বা‘ (বিচ্ছিন্নতা) থাকায় সানাদগত দিক থেকে এটি দুর্বল।

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আরো জানান যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের একের পর এক দল অত্মপ্রকাশ করতেই থাকবে, তিনি আরো বলেন, ‘একটি দল আবির্ভূত হবে, যারা কুর’আন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। যখনই তারা আবির্ভূত হবে, তখনই তাদের হত্যা করা হবে। এভাবে বিশের অধিক বার তা ঘটবে, অতঃপর তাদের মধ্যে থেকে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। ইবনু হাসান, সুনানু ইবন মাজাহ; হা/১৭৪।

[৪৯] এই হাদীছটি ইবনু আব্বাসের (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ছ্বহীহ: বুখারী হা/৭১৪৩

[৫০] এর অনুরূপ বর্ণনা আছে ছ্বহীহ বুখারী; ৬৯৬, ছ্বহীহ মুসলিম; ১৮৩৭ ।

[৫১] ছ্বহীহ বুখারী; ৩৭৯২, উসাইদ ইবনু হুদাইরের সূত্রে বর্ণিত।

শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করাই সুন্নাহ। আর এ কারণেই দীন এবং দুনিয়ার বিষয় সমূহ ধ্বংস/ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[৫২]

(৩৫) খাওয়ারিজরা মুসলিমদের উপর আক্রমন করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অনুমোদিত

ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا [يجهز] على جريحهم ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم.

খাওয়ারিজরা যদি মুসলিমদের উপর আক্রমন করে মুসলিমদের জান, সম্পদ এবং পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অনুমোদিত। কিন্তু তারা যদি নিবৃত্ত হয় এবং পলায়ন করে, তাহলে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না, এবং তাদের আহতদের হত্যা করা বা তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করাও যাবে না। তাদের বন্দীদেরকেও হত্যা করা যাবে না। তাদের মধ্যে কেউ পলায়ন করলে তারও অনুসরণ করা যাবে না।

(৩৬) কেবলমাত্র ভালো কাজেই আনুগত্য করতে হয়

واعلم – رحمك الله – أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل.

---

[৫২] হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে এক দীর্ঘ হাদীছ বর্ণিত আছে, যেখানে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"আমার পর এমন সব নেতার উদ্ভব হবে, যারা আমার হেদায়েতে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে না এবং আমার সুন্নতও তারা অনুসরণ করবে না। তাদের মধ্যে এমন সব লোকের উদ্ভব হবে। যাদের অন্তঃকরণ হবে মানব দেহে শয়তানের অন্তঃকরণ। রাবী বললেন, তখন আমি বললাম, তখন আমরা কি করবো ইয়া রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি আমরা সে পরিস্থিতীর সম্মুখীন হই? বললেন: তুমি আমীর (শাসকের) কথা শুনবে এবং মানবে, যদিও তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হয়ে থাকে বা তোমার ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়, তবুও তুমি আনুগত্য করবে। ছ্বহীহ মুসলিম; হা/১৮৪৭।

আল-খাল্লাল হতে 'আস-সুন্নাহ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে: আবু বাকার আমাদের নিকটে বলেন,"আমি শুনেছি আবু-আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমাদ),"রক্তপাত এবং বিদ্রোহ করতে কঠিন ভাবে নিষেধ করেছেন।" (আছার নং: ৮৭)

জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন! ক্ষমতাবান্ এবং মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার বিষয়ে মানুষের কোন আনুগত্য নেই।[৫৩]

(৩৭) কোন ব্যক্তির ব্যাপারে এ সাক্ষ্য দেয়া যাবে না যে, সে জান্নাতী কিংবা জাহান্নামী।

من كان من أهل الإسلام، ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له، ترجو له، وتخاف عليه ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ترجو له رحمة الله، وتخاف عليه ذنوبه،

ইসলামে অবস্থানরত কোন মানুষের ব্যাপারে তার ভালো এবং খারাপ কাজের উপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য দেয়া যাবে না (তিনি জান্নাতী বা জাহান্নামী)। যেহেতু তুমি জান না মৃত্যুর পূর্বে তার সর্বশেষ কাজ কেমন হবে। তুমি তার জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ আশা করবে এবং তার পাপের কারণে তার ব্যাপারে ভয় পাবে।

যেহেতু তোমার এটা জানা নেই যে, মৃত্যুর আগে তার (পাপের কারেণ) অনুশোচনা কেমন হবে। এবং এটাও তোমার অজানা যে, আল্লাহ তার জন্য ঐ সময়ে কি ব্যবস্থা করে রেখেছেন।[৫৪] (সুতরাং) যখন কেউ ইসলামের উপর থেকে মারা যাবে,

---

[৫৩] তিনি বলেন,"কেবলমাত্র ভালো কাজেই আনুগত্য করতে হবে।" ছ্বহীহ: মুসনাদু আহমাদ; হা/৭৬৪। ছ্বহীহ বুখারী; হা/৭২৫৭ এবং মুসলিম; হা/১৮৪০। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন: "প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উপরে আবশ্যক যে তাকে আমীরের কথা শ্রবণ করতে হবে এবং মান্য করতে হবে যদিও সেটি তার পছন্দ হোক বা না হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পাপ কাজের প্রতি আদিষ্ট হয়। যদি সে পাপ কাজের প্রতি আদিষ্ট হয়, তখন সেটি শোনা এবং মানা যাবে না। ছ্বহীহ বুখারী; হা/৭১৪৪; মুসলিম; হা/১৮৩৯ এবং আবু দাউদ; হা/২৬২৬।

[৫৪] মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি একজন ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো মন্দ কিছুই বলিনা যতক্ষণ পর্যন্ত না, তাঁর পরিসমাপ্তি/অবসান দেখি। এ সম্পর্কে আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কিছু শুনেছি। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি শুনেছেন? তিনি বলেন: আমি শুনেছি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"রান্নার পাত্র ফুটান/সিদ্ধ হওয়া চেয়ে দ্রুত আদম সন্তানের হৃদয় পরিবর্তীত হয়"। হাসান: আহমাদ; হা/২৩৮১৬, আল-হাকিম; হা/৩১৪২, ইবনু আবি-'আসিমের 'আস সুন্নাহ্' হা/২২৬, ছ্বহীহুল জামীতে (হা/৫১৪৭) শাইখ আলবানী ছ্বহীহ বলেছেন।

তুমি তার জন্য আল্লাহর রহমতের আশা করবে এবং তার গুণাহের কারণে (আযাবেরও) ভয় করবে।

(৩৮) আল্লাহ তা'আলা সকল পাপের তাওবা গ্রহণ করেন

وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة.

এমন কোন পাপ নেই যা হতে বান্দা তাওবা করতে পারে না।

(৩৯) রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) সত্য

والرجم حق.

রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) সত্য এবং সঠিক।[৫৫]

(৪০) মোজার উপর মাসেহ করা সুন্নাহ্

والمسح على الخفين سنة.

চামড়ার মোজার (খুফ) উপর মাসেহ করা সুন্নাহ।[৫৬]

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"কারো কোন কাজ দেখে উল্লাসিত হওয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি দেখছ কিসের উপর তার পরিসমাপ্তি ঘটে।" আহমাদ, ইবনু আবি আসিমের 'আস সুন্নাহ'; হা/৩৯৩ এবং সিলছিলাতুল আহাদীছ আছ-ছ্বহীহাতে (হা/১৩৩৪) শাইখ আলবানী ছ্বহীহ বলেছেন।

[৫৫] একজন বিবাহিত পুরুষ বা নারী ব্যভিচার করার কারণে দোষযুক্ত হলে, পাথর নিক্ষেপণের মাধ্যমে মৃত্যু কার্যকর করাকে রজম বলে।

উবাদা ইবনু সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা আমার কাছ হতে গ্রহণ কর, নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা তাদের (মহিলাদের) জন্য একটা পথ বের করে দিয়েছেন। বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা মহিলার সাথে এবং অবিবাহিত অবিবাহিতা মেয়ের সাথে ব্যভিচার করে, তবে বিবাহিত ব্যক্তিকে একশত বেত্রাঘাত, এরপর পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা করবে) আর অবিবাহিতকে একশত বেত্রাঘাত করবে, এরপর এক বছরের জন্য নির্বাসন দিবে। ছ্বহীহ মুসলিম; হা/১৬৯০।

[৫৬] আল-লালকাঈ 'শারহু উসূলি ই'তিক্বদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত' গ্রন্থে, সুফিয়ান আছ-ছাওরী শু'আইব ইবন হারবের কাছে আক্বীদার বিষয়সমূহ বর্ণনা করে বলেন যে, "... হে শু'আইব ইবনু হারব! আমি তোমাকে যে বিষয়গুলো লিখে দিয়েছি, তা তোমাকে উপকার করতে

(৪১) সফরের সময় ছ্বলাত সংক্ষিপ্ত করাই সুন্নাহ

وتقصير الصلاة في السفر سنة.

সফরে ছ্বলাত সংক্ষিপ্ত (কসর) করা সুন্নাহ।

(৪২) সফরের সময় কেউ চাইলে ছ্বওম পালনও করতে পারে অথবা ভাঙ্গতেও পারে

والصوم في السفر؛ من شاء صام ومن شاء أفطر.

সফরের মধ্যে ছ্বওম পালন, যে ইচ্ছা করবে সে ছ্বওম পালন করবে, আর যে ইচ্ছা সে ছ্বওম ভাঙ্গতেও পারবে।[৫৭]

(৪৩) ছ্বলাতের সময় ঢিলা পায়জামা পরিধান করা

ولا بأس بالصلاة في السراويل.

প্রশস্ত এবং ঢিলা পায়জামা পরিধান করে ছ্বলাত আদায় করাতে কোন সমস্যা নেই।[৫৮]

পারবে না, যতক্ষণ তুমি মোজা না খুলে মোজার উপর মাসেহ করাকে তোমার কাছে পা ধুয়ে ফেলার থেকে উত্তম মনে না হবে।" (আছার নং: ৩১৪)।

[৫৭] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) তার 'মাজমু আল- ফাতওয়াতে' (২৫/২০৯) বলেন, সফর রত অবস্থায় ছ্বলাত কসর (সংক্ষিপ্ত) করা, আর ছ্বওম হতে বিরত থাকা জায়িয, যা পরবর্তীতে আদায় / পূর্ণ করে নিবে। যে বিষয়ে সকল বিদ্বানগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। বিদ্বানগণ আরো ঐক্যমত পোাষণ করেছেন যে, সফরকারীর ছ্বওম ভঙ্গ করা অনুমোদিত, যদিও কিনা সে ছ্বওম পালনে সক্ষম হয় অথবা না হয়, বা তাঁর জন্য ছ্বওম পালন কঠিন হয় অথবা সহজ হয়। আর সফরকারী পর্যাপ্ত পরিমাণে ছায়া, পানি এবং পরিচর্যা পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর জন্য অনুমোদিত যে, সে ছ্বওম ভঙ্গ করবে এবং ছ্বলাত কসর করবে। যে কেহ বলবে শুধুমাত্র অক্ষমদের জন্যই ছ্বওম ভঙ্গ করা অনুমোদিত তাহলে তাকে তাওবা করতে বলা হবে অথবা তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হবে। অনুরূপ কেউ যদি কোন সফরকারীকে তার ছ্বওম ভঙ্গের কারণে নিন্দা বা সমালোচনা করলে তবুও তাকে তাওবা করতে বলা হবে। ২৫/২০৯-২১০।

[৫৮] এটি একটি ফিকহী বিষয় যা লেখক উল্লেখ করেছেন, যেহেতু কিছু বিদ'আতী দল এ বিষয়টিকে অস্বীকার করে।

(৪৪) নিফাক্ব হলো একটি প্রদর্শনকৃত ঈমান, যার মধ্যে অবিশ্বাস লুকায়িত থাকে।

والنفاق أن تظهر الإسلام باللسان وتخفي الكفر.

নিফাক্ব হলো অন্তরে অবিশ্বাস লুকায়িত রেখে মুখে ইসলাম প্রদর্শনের নাম।[৫৯]

(৪৫) দুনিয়াতেই ঈমানের অবস্থান

واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام،

জেনে রেখ, দুনিয়া হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের স্থান।[৬০]

(৪৬) মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উম্মতগণ মুমিন ও মুসলিম হিসেবে অভিহিত হবে

فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم [وذبائحهم] والصلاة عليهم،

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতগণ দুনিয়াতে মুমিন ও মুসলিম হিসেবে অভিহিত হবে তাদের বিধান, উত্তরাধিকার, জবেহ ও তাদের জানাযার ছ্বলাত আদায়ের ক্ষেত্রে।

---

[৫৯] নিফাক্ব (কপটতা) দু’প্রকারের:

ক. ঈমান বা আক্বীদাগত নিফাক্ব: এটিই লেখক উল্লেখ করেছেন, যা একজন ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি হতে বের করে দেয়।

খ. আমলগত নিফাক্বী: একজন লোক তখনই মুনাফিক বলে পরিচিত হবে যার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে। যেমন: মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, আমানতের খেয়ানত করা, ঝগড়া লাগলে অশালীন বা উদ্ধত পূর্ণ আচরণ করা, কেউ সমঝোতা করলে বিশ্বাসঘাতকতা করা। যদিও নিফাকের এই প্রকারটা খুব গুরুতর তবুও তা ইসলামের গণ্ডি হতে বের করে না। মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৩৩-৩৪, মুসলিম হা/৫৮-৫৯।

[৬০] বেশীরভাগ আলিম এই দুনিয়াকে দু’ভাগে ভাগ করেন: ‘দার-উল-ইসলাম’ এবং ‘দার-উল-কুফর’।

(৪৭) কোন মানুষের ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার বলে আমরা সাক্ষ্য দেই না

لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى: تامُّ الإيمان أو ناقص الإيمان، إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام.

যতক্ষণ পর্যন্ত না, কেউ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধি বিধান এবং কর্তব্য সঠিকভাবে আদায় করতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাকে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার বলে সাক্ষ্য দেই না। সে যদি কোন একটা বিষয় উপেক্ষা করে, তাহলে তাওবা করার আগ পর্যন্ত তার ঈমানের ঘাটতি থেকে যায়। জেনে রেখ, তার ঈমানের বিষয়টি আল্লাহর কাছেই সোপর্দ করা হবে, সেটি পূর্ণাঙ্গ অথবা ত্রুটিপূর্ণ যাই হোক, তবে শুধুমাত্র যেখানে তুমি দেখবে যে, ইসলামী শরী'আতকে স্পষ্টভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা।

(৪৮) কিবলাপন্থী সকল লোকজনের জানাযার ছ্বলাত আদায় করা সুন্নাহ

والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة: المرجوم، والزاني، والزانية، والذي يقتل نفسه، وغيرهم من أهل القبلة، والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة.

কিবলাপন্থী যে কেউ মারা গেলে তার উপর জানাযা আদায় করা সুন্নাহ। ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারিণী অথবা যাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছে, আত্মহত্যাকারী, অন্যান্য কিবলাপন্থী লোকজন, মদ্যপায়ী এবং তাদের মত লোকজন, সকলের উপর জানাযার ছ্বলাত আদায় করা সুন্নাহ।

(৪৯) যে সকল নির্দিষ্ট কারণে ঈমান ভঙ্গ হয়

ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرُدَّ آية من كتاب الله، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة.

কিবলাপন্থী কোন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে আমরা বের করে দেইনা। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত কিতাবের কোন আয়াত অথবা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণিত কোন হাদীছ অস্বীকার বা বাতিল করে দেয় অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে ছ্বলাত আদায় করল অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করল।[৬১]

সে যদি এগুলোর কোন একটিও করে, তাহলে তোমার উপর আবশ্যক যে, তুমি তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে।[৬২] আর সে যদি এগুলোর কোন একটিও না করে, তাহলে তাকে ঈমানদার এবং মুসলিম নামকরণ করা হবে, যদিও এটি বাস্তবিক নয়।

(৫০) আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল বর্ণনা গ্রহণ করতে হবে, এমনকি এর প্রকৃত অবস্থা বুঝতে অক্ষম হলেও।

وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن .

وقوله: «إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا» .

তুমি যে হাদীছসমূহ শ্রবণ করে থাক, যদিও তা তোমার জ্ঞান তা উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে থাকে, তবুও তোমার উপর আবশ্যক হবে যে, তুমি তা সত্য বলে গ্রহণ করবে, তা মেনে নিবে, তাফওয়ীদ[৬৩] (সোপর্দ করা) করবে এবং সেটা নিয়ে

---

[৬১] আর কেউ যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা/ইবাদাত করে। উদাহরণ স্বরূপ, কবরের চারপাশে তাওয়াফ করা, মৃতের নিকটে অনুনয়-বিনয় করা, সাহায্য চাওয়া অথবা পরিত্রাণ চাওয়া। যদি কোন ব্যক্তি মূর্খতাবশত এগুলোর মধ্যে কোন একটি কাজ করে। তাহলে জ্ঞানীদের উচিত তাকে শির্ক সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া এবং সে বুঝতে সক্ষম হলে তাকে প্রমাণ সাপেক্ষে বুঝাতে হবে। কিন্তু সে যদি ইচ্ছাপূর্বক অহংকার করে শির্কের উপর চলতে থাকে তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

[৬২] অর্থ্যাৎ তুমি তাকে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে বলে ধরে নেবে।

[৬৩] তাফওয়ীদ: এর অর্থ হচ্ছে কোন কিছুকে কারো কাছে সোপর্দ করা। পারিভাষিক অর্থে এটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার ছ্বিফাতসমূহের কোন কল্পিত ব্যাখ্যা না করে অর্থ ও ধরণ আল্লাহর দিকে সোপর্দ করা। বিদ্বানদের নিকটে তাফওয়ীদ দুই প্রকার: ১) তাফওয়ীদুল কাইফিয়্যাহ: তথা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী সমূহের ধরণ নির্ধারণ না করে আল্লাহর দিকে তা সোপর্দ করা। এটিই আহলুস

সন্তুষ্ট থাকবে। যেমন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ: "বান্দার অন্তর সমূহ রহমানের আঙ্গুলসমূহের দুটি আঙ্গুলের মাঝে।"[৬৪]

وينزل يوم عرفة ويوم القيامة.

وأن جهنم لا تزال يُطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه.

وقول الله تعالى للعبد: «إن مشيت إليّ هرولت إليك» .

وقوله: «إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم القيامة» .

وقوله: «إن الله خلق آدم على صورته» .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني رأيت ربي في أحسن صورة» . وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضى، ولا تفسر شيئا [من هذه] بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي.

তিনি আরো বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন।"[৬৫] "এবং তিনি 'আরাফার ময়দানে অবতরণ করেন এবং ক্বিয়ামাতের দিনে অবতরন করবেন।"[৬৬] এবং জাহান্নামের আগুনে তাদের

সুন্নাহর আক্বীদা। ২) তাফওয়ীদুল মা'আনী: তথা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী সমূহের অর্থ না করে সেটিকে আল্লাহর দিকে সোপর্দ করা। সালাফদের আক্বীদা হতে বিচ্যুত কিছু লোক এটিকে গ্রহণ করে থাকে। যা স্পষ্ট ভ্রান্তি।

এখানে লেখক তাফওয়ীদুল কাইফিয়্যাহকে উদ্দেশ্য করেছেন, তাফওয়ীদুল মা'আনী নয়। আরো জানার জন্য ড. রিদ্বা ইবনে না'সান মু'তীর 'আলাক্বাতুল ইছবাত ওয়াত তাফওয়ীদ' গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।

[৬৪] ছ্বহীহ মুসলিম; হা/২৬৫৪ এবং আহমাদ; হা/৬৫৬৯।

[৬৫] আল্লাহ তা'আলার অবতরণ (নাযিল) হওয়ার বিষয়টি অসংখ্য ছ্বহীহ হাদীছের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বুখারী; হা/১১৪৫ এবং মুসলিম; হা/৭৫৮

[৬৬] রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"আরাফার দিবসে আল্লাহ তা'আলা যমীনের নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন। অতঃপর ফেরেশতাদের কাছে তাদের নিয়ে অহংকার করে থাকেন"। শাইখ আলবানী 'সিলসিলাতুল আহাদীছ আদ-দায়িফাত' গ্রন্থে হা/ ৬৭৯ একটি দুর্বল সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। যাইহোক, এটি উম্মে সালামাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে মাওকুফ হিসেবে ছ্বহীহ

নিক্ষেপ করার পরেও জাহান্নাম ক্ষান্ত হবে না! যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি (আল্লাহ) তার নিজের পা জাহান্নামের উপর রাখবেন।[৬৭]

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তুমি যদি আমার দিকে হেটে আসো আমি তোমার দিকে দৌড়ে যাবো"[৬৮] এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিনে অবতরণ করবেন।"[৬৯] তিনি আরো বলেন: "আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আলাইহিস সালাম) সৃষ্টি করেছেন তার নিজ সুরতে"[৭০], এবং রসূল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "আমি আমার রবকে দেখেছি সর্বোত্তম সুরতে"।[৭১] এরকম আরো অন্যান্য বর্ণনাসমূহ। তুমি প্রবৃত্তির বশীভূত এগুলোর কোনরূপ ব্যাখ্যা করবে না, কেননা এগুলোর উপরে (ব্যাখ্যা ছাড়াই) ঈমান আনা ওয়াজীব। যে কেউ এগুলোর ব্যাখ্যা করবে প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে অথবা বাতিল করবে, সে জাহামীয়া।[৭২]

সূত্রে বর্ণিত হয়েছে আদ-দারিমীর 'আর-রদ্দ 'আলাল-জাহামিয়াহতে' হা/১৩৭, আদ-দারাকুতনীর 'আন-নূযুল'; হা/৯৫ ও ৯৬, এবং আল-লালকাঈ; শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ হা/৭৬৮।

[৬৭] আল-বুখারী; হা/৪৮৪৮

[৬৮] আল-বুখারী (৯/৩৬৯/নং, ৫০২) মুসলিম (৪/১৪০৮/নং. ৬৪৭১)।

[৬৯] লেখক হাদীছটিকে পুনরায় উল্লেখ করেছেন।

[৭০] ছ্বহীহ বুখারী; ৬২২৭ এবং মুসলিম; ২৮৪১। আস-সুন্নাহ লি ইবনি আবী 'আসিম; হা/ ৫১৮, ৫১৯ ও ৫২০। এবং শাইখ হাম্মাদ আল-আনসারী এই হাদীছের ব্যাখ্যা করেছেন, দেখুন আদ-দারাকুতনীর "কিতাবুস- ছ্বিফাত " গ্রন্থে (পৃ: ৫৮, তাহক্বীক: ড. 'আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে নাসির ফাক্বীহী)।

[৭১] ছ্বহীহ: মুসনাদু আহমাদ; হা/২৫৮০, এবং আস-সুন্নাহ লি ইবনি আবী 'আসিম; হা/৪৬৭, ৪৬৯ ও ৪৭১, যা শাইখ আলবানী ছ্বহীহ বলেছেন'। আরো বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদের 'আস-সুন্নাহতে'; হা/১১১৭ ও ১১২১।

[৭২] জাহ্‌মিয়া: যারা আল্লাহ তা'আলার ছ্বিফাত (গুণাবলী) অস্বীকার করে আর অনুসরণ করে জাহম ইবনু সাফওয়ান (১২৮ হিজরী) এবং তাঁর শিক্ষক আল-জা'দ ইবনু দিরহামকে। তাদের উভয়কে মৃত্যু দন্ড দেয়া হয়, তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং মত বিরোধপূর্ণ প্রচারের কারণে।

(৫১) যে কেউ দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখার ধারণা করবে যে কাফিরে পরিনত হবে।

ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله.

যে কেউ তার রবকে দুনিয়াতে দেখার ধারণা করবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কুফরী করলো।[৭৩]

(৫২) আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা বিদ'আত

والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله» . فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب.

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা বা অনুসন্ধান করা বিদ'আত। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা অনুসন্ধান কর তার সৃষ্টি সম্পর্কে, আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে নয়"।[৭৪] যেহেতু আল্লাহর সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা থেকে অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

[৭৩] যে কেউ জাগ্রত আবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে দেখার দাবি করবে, সম্ভবত সে চরমপন্থী সুফি অথবা যারা দাবি করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান অথবা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে একিভূত হওয়া বা লীন হয়ে যাওয়া অথবা যারা দাবি করে তাদের নিকটে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহাম (জ্ঞান) এবং অহী নাযিল হওয়ার। তারা যা দাবি করে তা হতে মহান আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ মুক্ত।

[৭৪] আল-'আজমাহ লি আবীশ শাইখ; হা/০৫। এবং আবুল-ক্বাসিম আল -আসবাহানীর' 'আত-তারগীব'; হা/৬৭২ ও ৬৭৩। যা ইবনু-আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত, যার সানাদ দুর্বল, এটির শাওয়াহেদ হাদীছ হিসেবে আব্দুল্লাহ ইবনু সাল্লাম হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে আবু-নু'আইমের 'আল-হিলইয়াহ' গ্রন্থে (৬/৬৬-৬৭), আর এর ফলে হাদীছটি হাসান সূত্রে উন্নীত হয়েছে। এর শাওয়াহেদ বর্ণনাটিও দুর্বল। সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছ্বহীহাহ; হা/১৭৮৮। আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা/অনুসন্ধান করা, জিজ্ঞাসা করা 'কিভাবে? এবং কিরূপ? এবং অনুরূপ কোন কিছু, যা নিষিদ্ধ কর্মের অর্ন্তভূক্ত। হাদীছে তাদের জবাব দেয়া হয়েছে, "যারা দাবি করে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সন্দেহ করা, অনুসন্ধান করা এবং চিন্তাভাবনা করা প্রথম আবশ্যকীয় কর্তব্য"। তবে এটি নিষিদ্ধ নয় যে, চিন্তাভাবনা করা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে, তাঁর রাজত্ব সম্পর্কে, তাঁর আধিপত্য সম্পর্কে, তাঁর করুণা সম্পর্কে যা তিনি বর্ষণ করেন, তাঁর বড়ত্ব সম্পর্কে, আর তাঁর নাম এবং গুণাবলী সম্পর্কে।

(৫৩) সকল সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার আদেশে পরিচালিত হয়

واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها، نحو الذر [والذباب] والنمل كلها مأمورة، لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى.

জেনে রেখ যে, সরীসৃপ, শিকারী/হিংস্র জন্তু এবং সকল প্রাণী উদহারণ স্বরূপ: ছোট পিপড়া, পতঙ্গ সকলেই আজ্ঞাবহ। আল্লাহ তা'আলার আদেশ ব্যতীত তারা কোন কিছুই করে না।

(৫৪) আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে: যা সংঘটিত হয়েছে এবং যা সংঘটিত হয়নি।

والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر، وما لم يكن مما هو كائن، أحصاه وعده عدا، ومن قال: إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم.

এ ব্যাপারে ঈমান আনতে হবে যে, সৃষ্টির শুরুতে যা ছিল, এবং ভবিষ্যতে যা হবে কিন্তু এখনো হয়নি, সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে রেখেছেন। যে বলবে: তিনি যা ছিল তা জানেন না এবং যা ভবিষ্যতে হবে তাও জানেন না, [৭৫] সে মহান আল্লাহর সাথে কুফুরী করবে।

(৫৫) অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ বৈধ নয়

«ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.

অভিভাবক (ওয়ালী), দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী এবং মহর, চাই তা অল্প কিংবা বেশী ব্যতীত বিয়ে সম্পন্ন হতে পারে না।[৭৬] আর কোন মহিলার অভিভাবক না থাকলে শাসক হবে তার অভিভাবক।

---

[৭৫] পথভ্রষ্টদের বিখ্যাত নেতা হিশাম ইবনু আল- হাকাম বিশ্বাস করত, সর্বগুণান্বিত আল্লাহ তা'আলা কোন কিছুই জানতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের জন্য জ্ঞান সৃষ্টি করেন, যা স্পষ্ট কুফরী।

[৭৬] আবু মূসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে সম্পন্ন হতে পারে না। ছ্বহীহ: আবু দাউদ; হা/২০৮৫ ছ্বহীহ: তিরমিযী; হা/১১০১-ও ১১০২, ইবনু মাজাহ; হা/১৮৮১ (হাদীছটি ছ্বহীহ)।

(৫৬) তিন তালাকের দ্বারা একজন স্ত্রী বেআইনী হয়ে যায়

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

যদি একজন লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তাহলে সেই স্ত্রী তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর সেই মহিলা তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য পুরুষের সাথে তার বিবাহ হচ্ছে।[৭৭]

(৫৭) তিনটি কারণ ব্যতীত মুসলিমদের রক্ত হারাম

ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة [بغير حق] فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام [أبدا] حتى تقوم الساعة.

ঐ মুসলিম যে সাক্ষ্য দেয়, "আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রসূল" তিনটি কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা বৈধ্য নয়। বিবাহিত কেউ ব্যভিচার করলে; ঈমান আনার পর মুরতাদ হয়ে গেলে এবং উপযুক্ত কারণ ছাড়া কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করলে, (তার কিসাস স্বরূপ) তাকে হত্যা করা হবে। উক্ত কারণগুলো ব্যতীত মুসলিমদের রক্ত চিরদিনের জন্য হারাম, যা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে।[৭৮]

---

[৭৭] সালাফগণ কখনও কখনও ফিকহী বিষয়কে আক্বীদার অর্ন্তভুক্ত করতেন, যদি সেগুলোর ক্ষেত্রে স্পষ্ট নস (দলিল) বিদ্যমান থাকত, তথাপি লোকজন সেই নসগুলোর ব্যাপারে এখন পর্যন্ত বিরুদ্ধচারণ করেনি / বিপরীত মতামত ব্যাক্ত করেনি।

[৭৮] এই শব্দে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, 'যে কোন মুসলিম সাক্ষ্য দেয় যে,"আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রসূল," তাকে হত্যা করা বৈধ নয় যদি না সে তিনটি অপরাধের কোন একটি করে থাকে; (১) বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে; (২) কেউ কাউকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে হত্যা এবং (৩) সমাজে ঐক্য বিনষ্টকারী মুরতাদ হলে। ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৩৫২; বুখারী; হা/৬৮৭৮ এবং মুসলিম; ১৬৭৬।

(৫৮) আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় কিছু সৃষ্টি টিকে থাকবে আর কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে

وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة، فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق [ممن لم يخلق للبقاء] كونوا ترابا.

আল্লাহ তার সৃষ্টির মধ্য হতে যে বস্তুগুলোর জন্য ধ্বংস হয়ে যাওয়া নির্ধারণ করেছেন, তা ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে জান্নাত জাহান্নাম ধ্বংস হবে না, আর না ধ্বংস হবে আরশ, কুরসি, কলম, শিঙ্গা এবং লওহ (লওহে মাহফুজ)। এগুলো কখনো বিনষ্ট হবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করার পর, তার সকল সৃষ্টি পুনরুত্থান দিবসে পুনরুজ্জীবিত হবে তারা যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন সে অবস্থায়। তিনি তাদের থেকে হিসেব গ্রহণ করবেন যেভাবে খুশি। তারপর একটি দল জান্নাতের জন্য, আর অপরটি জাহান্নামের জন্য নির্ধারণ করা হবে এবং বাদ বাকী সৃষ্টিদেরকে বলা হবে [যাদেরকে এ জন্য সৃষ্টি করা হয়নি] "সুতরাং তোমরা মাটি হয়ে যাও"।

(৫৯) আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض؛ لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة وأهل الجنة بعضهم من بعض وأهل النار بعضهم من بعض.

ঈমান আনয়ন করতে হবে যে, পুনরুত্থান দিবসে সকল সৃষ্টির মধ্যে কিসাস স্থাপন করা হবে। মানুষ, সরিসৃপ, শিকারী পশু এবং এমনকি পিঁপড়াদের মধ্যে। এমনকি আল্লাহ ক্বিসাস গ্রহণ করবেন তাদের কিছু ব্যক্তি বা সত্তার জন্য অন্য কিছু সত্তা বা ব্যক্তির কাছ হতে; জান্নাতীদের পক্ষে জাহান্নামীদের কাছ হতে, জাহান্নামীদের

পক্ষে জান্নাতীদের কাছ হতে, জান্নাতীদের পরস্পরে এবং জাহান্নামীদের পরস্পর হতে।[৭৯]

(৬০) বান্দা আল্লাহর জন্য আন্তরিকতার সাথে শির্কমুক্ত ইবাদত করবে।

وإخلاص العمل لله.

আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধভাবে এবং আন্তরিকতার সাথে ইবাদত করতে হবে।

(৬১) আল্লাহ তা'আলার আদেশ সন্তুষ্ট অবস্থায় গ্রহণ করতে হবে।

والرضا بقضاء الله. والصبر على حكم الله. والإيمان بما قال الله عز وجل. والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، وحلوها ومرها، قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولا خالق مع الله.

আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হতে হবে, তার হুকুমের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন তার প্রতি ঈমান আনায়ন করতে হবে। ভালো, মন্দ, মধুর, তিক্ত যাইহোক না কেন আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর মেনে নিতে হবে। আল্লাহ পূর্বেই জানেন তার বান্দা কি করতে যাচ্ছে, তারা কোনদিকে পরিচালিত হচ্ছে। তারা আল্লাহর জ্ঞান থেকে বের হতে পারে না। পৃথিবী অথবা আসমান সমূহের কোন কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়। তোমার

[৭৯] 'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, আমি রসূলুল্লাহ ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বান্দাগণকে বা মানবজাতিকে হাশরের মাঠে উঠাবেন বস্ত্রহীন, খাতনাবিহীন, সহায়সম্বলহীন অবস্থায়, আমরা বললাম সহায়-সম্বলহীন কি? তিনি বলেন: তাদের কোন সহায় সম্বল থাকবে না। তিনি তাদের সশব্দে ডাকবেন, দূরবর্তীগণও তা শুনতে পাবে, যেমন শুনতে পাবে নিকটবর্তীরা, "আমিই রাজাধিরাজ," কোন জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ তাঁর উপর কোন জাহান্নামবাসীর কোন দাবি অবশিষ্ট থাকবে। আর জাহান্নামবাসীও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর উপর কোন জান্নাতবাসীর কোন দাবি অবশিষ্ট থাকবে। আমি বললাম, সে দাবি কিভাবে মিটমাট করবে। যেখানে আমরা সকলে উত্থিত হবো আল্লাহর সমীপে সহায়-সম্বলহীন ভাবে? তিনি বলেন: নেকী এবং গোনাহ দ্বারা। আল-আদাবুল মুফরাদ; হা/৯৭০, আহমাদ; হা/১৬০৪২ এবং আল হাকিম; হা/৩৬৩৮ ও ইমাম আয- যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

জানা উচিত যে, যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা কখনো ব্যাহত হওয়ার কথা ছিল না এবং তোমার যা কিছু ব্যাহত হয়েছে তা কখন সংঘটিত হওয়ার কথা ছিল না।[৮০]

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন স্রষ্টা নেই।[৮১]

---

[৮০] আবুল 'আব্বাস 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর পিছনে ছিলাম তিনি আমাকে বললেন: "হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শেখাবো, 'আল্লাহকে সংরক্ষণ করবে তো তিনি তোমাকে সংরক্ষণ করবেন, আল্লাহকে স্মরণ করলে তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন কিছু চাইবে তো আল্লাহর কাছেই চাইবে; যখন সাহায্য চাইবে তো আল্লাহর কাছেই চাইবে। জেনে রাখ, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোন উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ব্যতীত আর কোন উপকার করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোন অনিষ্ট করতে চায় তবে আল্লাহ্ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ব্যতীত আর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে। তিরমিযী; হা/২৫১৬, শাইখ আলবানী হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। আন-নাওয়াবীর চল্লিশ হাদীছ; হা/১৯।

তাকদীরের প্রতি ঈমানের চারটি স্তর রয়েছে। যে কেউ এটি বাতিল করবে সে অবিশ্বাসীতে পরিণত হবে। সংক্ষিপ্তাকারে এই মূলনীতিগুলো চারটি হচ্ছে:

(১) প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার আযালী ইলম। অর্থাৎ মাখলূক সৃষ্টি করার আগে থেকেই আল্লাহ তা'আলা মাখলূকের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। বান্দারা যে সকল আমল করে থাকে, তা সম্পাদন করার পূর্বেই সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন এবং এটা তার ইলমে আযালীর অর্ন্তভুক্ত।

(২) সেই ইলম অনুযায়ী সবকিছু লাওহে মাহফুযে লিখে রাখা হয়েছে।

(৩) যা কিছু ঘটে, তাঁর প্রত্যেকটির মধ্যেই আল্লাহর (সৃষ্টি ও নির্ধারণগত) ইচ্ছা শামিল থাকে এবং তা আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতাধীন।

(৪) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইলম, নির্ধারণ এবং ইচ্ছা মোতাবেক সমস্ত মাখলূক সৃষ্টি করেছেন্ আর তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত সবকিছুই সৃষ্টি।

[৮১] মানুষের কর্মসহ আল্লাহ তা'আলা সব কিছুকে সৃষ্টি করছেন। অন্যদিকে কাদারিয়্যা সম্প্রদায় (কাদর /তাকদীর অস্বীকারকারী) যারা বিশ্বাস করে লোকজন তাঁর নিজ কর্মের স্রষ্টা, ঠিক যেন মাজুসী/পারসিকদের ন্যায় যারা বিশ্বাস করে দুই স্রষ্টায়: একজন ভালোর স্রষ্টা এবং অপর জন মন্দের স্রষ্টা।

ইবনু 'উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "কাদারিয়্যাগণ হচ্ছে এ উম্মাতের অগ্নিপূজক। সুতরাং তারা রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাদেরকে দেখতে যাবে না এবং তারা মারা গেলে তাদের জানাযায় উপস্থিত হবে না। আবু দাউদ; হা/৪৬৯১; শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীছটি হাসান বলেছেন 'সহীহুল জা'মীতে'; হা/৪৪৪২, বান্দার কর্মের বাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(৬২) জানাযার ছ্বলাত চার তাকবীরে আদায় করা

والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

জানাযার (ছ্বলাতে) তাকবীর হবে চারটি। এটি মলিক ইবনু আনাস, সুফইয়ান আস-সাওরী, আল-হাসান ইবনু সালিহ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল এবং অন্যান্য ফক্বীহ আলেমগণ (রহিমাহুমুল্লাহ) এর বক্তব্য। আর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও বর্ণিত হয়েছে।[৮২]

(৬৩) প্রত্যেক বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে একজন করে ফেরেশতা নেমে আসেন

والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل.

বিশ্বাস করা যে, বৃষ্টির প্রত্যেক ফোঁটার সঙ্গে একজন করে ফেরেশতা নেমে আসেন, আর ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী উক্ত ফোঁটাকে স্থাপন করেন।[৮৩]

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾

"অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন"? (সূরা আস-সাফফাত; ৯৬)।

আল্লাহ তা'আলাই সকল কিছুর স্রষ্টা এমনকি মানুষের কর্মসমূহও তাঁরই সৃষ্টি। তিনি মানুষকে ভালো মন্দ পার্থক্য করার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন সত্যের দিকে আহ্বান করার জন্য, যা মানুষদেরকে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করবে। আর অন্য দিকে রসূলগণ 'আলাইহিমুস সালাম লোকজনকে মন্দ কাজ পরিহার করার আদেশ করেছেন, যা অমান্য করলে তারা জাহান্নামের পথে পরিচালিত হবে, তাই লোকজন কর্মের মাধ্যমে নিজে যা উপার্জন করবে তাঁর সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের উপর বর্তাবে। ইমাম বুখারী এই বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ কিতাব রচনা করেছেন যার নাম "_খলক্বু আফ'আলিল 'ইবাদ"।

[৮২] আল-বুখারী হা/১২৪৫ মুসলিম; হা/৯৫৪। আহমাদ; হা/৭৭৭৬; দুইটি বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, নাজ্জাশী যেদিন মারা যান সেদিন-ই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর খবর দেন এবং জানাযার স্থানে গিয়ে লোকজনদের কাতার বন্দী করে চার তাকবীরে আদায় করলেন।

[৮৩] এটি বর্ণিত হয়েছে আল-হাকাম ইবনু 'উতাইবাহ (একজন সম্মানিত তাবি'ঈ মৃত্যু - ১১৫ হি:) এর একটি বক্তব্য যা, আত-তাবারী তাঁর তাফসীরে নিয়ে এসেছেন; ১৭/৮৪, হাসান সূত্রে।

(৬৪) বদরের দিন মৃত মুশরিকেরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা শুনেছিল

والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أن المشركين [كانوا] يسمعون كلامه.

ঈমান আনায়ন করা যে, যখন রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের দিনে শুকনো কুয়ায় নিক্ষিপ্ত মৃত লোকদের (মুশরিকেরা) উদ্দেশ্যে কথা বলেছিলেন, তখন ঐ মুশরিকগণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনেছিল।[৮৪]

(৬৫) অসুস্থতার কারণে আল্লাহ তা‘আলা পাপ মোচন করেন

والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه.

বিশ্বাস করা যে, একজন লোক অসুস্থ হলে তার অসুস্থতার দরুন আল্লাহ তা‘আলা তাকে পুরষ্কৃত করেন।[৮৫]

এটি আরো বর্ণিত হয়েছে ইমাম হাসান আল-বাসরীর (মৃতঃ ১১০ হিঃ) সূত্রে যা আবুশ-শাইখ, হাসান ইসনাদে তাঁর ‘আল -‘আজমাহ্তে’; ৪/১২৭৪ উল্লেখ করেছেন।

[৮৪] রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের কুপের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছিলেন, ‘হে আবূ জাহল ইবনু হিশাম, হে শাইবা ইবনু রবীআ, হে উতবা ইবনু রবীআ, হে উমাইয়া ইবনু খালফ! তোমাদের রব তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা কি তোমরা সত্যরূপে পেয়েছ? আমার রব আমার সাথে যে ওয়াদাটি করেছিলেন তা আমি সত্যরূপে পেয়েছি। ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা শুনে বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! তারা তো দুর্গন্ধময় লাশ। কিভাবে তারা শুনবে এবং কিভাবে তারা উত্তর দিবে? তিনি বললেনঃ আমি তাদেরকে যা বলছি এ কথা তাদের থেকে তোমরা অধিক শুনছ না। তবে তারা জবাব দিতে সক্ষম নয়। ছ্বহীহ মুসলিম; হা/২৮৭৪, বুখারী; হা/১৩৭০ ও ৩৯৭৬, নাসাঈ; হা/২০৭৪, ২০৭৫ ও ২০৭৬।

[৮৫] আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’উদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসুস্থাতার সময় তাঁর কাছে এলাম। এরপর তাঁর শরীরে হাত বুলিয়ে দিলাম। এ সময় তিনি ভীষন জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললামঃ আপনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত এবং এটা এজন্য যে, আপনার জন্য আছে দ্বিগুণ সাওয়াব। তিনি বললেনঃ হাঁ! কোন মুসলিমের উপর কোন কষ্ট

(৬৬) আল্লাহ তা'আলা শহীদদের পুরস্কৃত করেন

والشهيد يأجره الله على القتل.

(বিশ্বাস করা যে) আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর শহীদদের পুরস্কৃত করবেন।

(৬৭) এ পৃথিবীর শিশুরা ব্যথা অনুভব করে

والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون، وكذب.

বিশ্বাস করা যে, শিশুরা এ পৃথিবীতে নিপীড়িত হলে ব্যথা অনুভব করে। বকর,[৮৬] যিনি আব্দুল ওয়াহিদের বোনের ছেলে বলেন: "তারা ব্যথা অনুভব করে না"। আর সে মিথ্যা বলেছে।

(৬৮) আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم، عذبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى: إنه يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه، والدار داره، لا يسأل عما يفعل بخلقه، ولا يقال: لم وكيف؟ لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه.

জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি শাস্তি দিবেন পাপের মাত্রা অনুযায়ী, আর এর বাইরে কাউকে শাস্তি

আপতিত হলে তা থেকে গুনাহগুলো এমনভাবে ঝরে যায়, যেভাবে গাছ হতে পাতা ঝরে যায়। ছ্বহীহ বুখারী; হা/৫৬৬১ এবং ছ্বহীহ মুসলিম; হা/২৫৭১,

[৮৬] এই বকর হলো চরমপন্থী খারেজী বিদ'আতীদের একজন নেতা। যার জীবনী খুঁজে পাওয়া যায় ইবনু হাজারের 'লিসানুল-মিযানে'; ২/৬০-৬১: জীবনী/২২৮

কোন কোন নুসখাতে এখানে 'আব্দুল ওহহাবের বোনের ছেলে' উল্লেখ করা হয়েছে। যা সঠিক নয়।

দিবেন না। আল্লাহ তা'আলা যদি আসমান ও যমীনের সকল অধিবাসীদেরকে - হোক সৎকর্মশীল অথবা পাপাচারী- শাস্তি দিতেন তবুও তাদের উপরে অন্যায় হত না।[৮৭] সর্বোচ্চ প্রভু আল্লাহ তা'আলা যুলুম বা অবিচার করেন এটি বলা (কোনক্রমেই) জায়িয নয়, যেহেতু অবিচার হয় সেখানে যেটি কেউ গ্রহণ করছে অথচ সেটা তার নিজের নয়, আর এক্ষেত্রে তো সৃষ্টি ও হুকুম সবই প্রশংসিত আল্লাহর, সৃষ্ট সব কিছুও তাঁর। (সৃষ্ট জগতের সকল) স্থানও তাঁর। তিনি যা করবেন সে ব্যাপারে তাঁর সৃষ্টি কর্তৃক তিনি জিজ্ঞাসিতও হবেন না। এটাও বলা যাবে না যে, 'কেন' অথবা 'কিভাবে', (কেননা) তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।[৮৮]

(৬৯) যে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ গ্রহণ করে না তার ইসলাম সন্দেহযুক্ত

وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار [ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم] فاتهمه على الإسلام؛ فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على

---

[৮৭] উবাই ইবনু কা'ব (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মহান আল্লাহ তাঁর আসমান ও জমিনের সকল অধিবাসীকে শাস্তি দিতে পারেন। তারপরেও তিনি তাদের প্রতি অন্যায়কারী সাব্যস্ত হবেন না। পক্ষান্তরে তিনি যদি তাদের সকলকে দয়া করেন তাহলে তাঁর এ দয়া তাদের জন্য তাদের নেক আমল থেকে উত্তম হবে। সুনান আবু- দাউদ (তাহকিককৃত নং-৪৬৯৯); ইবনু মাজহা, আহমাদ। শাইখ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) 'ছ্বহীহুল জা'মিতে' (হা/৫২৪৪) হাদীছটি ছ্বহীহ বলেছেন।

[৮৮] কেউ মধ্যস্থতাকারী হতে পারে না, তথাপি, যে কেউ আল্লাহকে আহ্বান করলে তিনি তাদের আহ্বান শ্রবণ করেন। অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলার কোন মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾

"আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে। সূরা আল-বাকারাহ্; ১৮৬।

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار

যদি তুমি শোন একজন ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা সমুহের সমালোচনা করে, সেগুলো গ্রহণ না করে, অথবা কোনটিকে বাতিল করে দেয়, তাহলে তার ইসলামে অবস্থানটা সন্দেহযুক্ত, সে একজন ঘৃণ্য মত ও মতবাদের প্রবক্তা। প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে সে রসূলুল্লহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সম্মানিত ছাহাবীদের উপরেই মিথ্যারোপ করেছে। হাদীছের বর্ণনাগুলোর মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি, আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে, তাঁর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, কুর'আন সম্পর্কে, আর দুনিয়া এবং আখিরাতসহ ভালো ও মন্দ সম্পর্কে।[৮৯]

[৮৯] আল-মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব আল-কিন্দী হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অচিরেই কোন ব্যাক্তি তাঁর আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় বসে থাকবে এবং তাঁর সামনে আমার হাদীছ থেকে বর্ণনা করা হবে, তখন সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে মহামহিম আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। আমরা তাতে যা হালাল পাবো তাকেই হালাল মানবো এবং তাতে যা হারাম পাবো তাকেই হারাম মানবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: সাবধান! 'নিশ্চয় রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাঁর অনুরূপ'। ছ্বহীহ: তিরমিযী; হা/২৬৬৪; আবু দাউদ; হা/৪৬০৪, দারিমী; হা/৬০৬, ইবনু মাজাহ; হা/১২ এবং সহীহুল জা'মী; হা/৮১৮৬

প্রখ্যাত মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে প্রত্যেক ব্যক্তির কথাই গ্রহনীয় অথবা বর্জনীয়, হতে পারে।" ইবনু 'আবদুল- বার্র এর 'জামি'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী; হা/১৭৬৩, ১৭৬৪ ও ১৭৬৫। ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "যে কেউ আল্লাহর রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করবে সে ধ্বংসের কিনারায়/প্রান্তে অবস্থিত। ত্ববাক্বাতুল হানাবিলাহ; ২/১৫ এবং ইবনু বাত্তাহর 'আল-ইবানাতুল-কুবরা'; আছার/৯৭।

(৭০) কুরআনের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সুন্নাহতে বিদ্যমান

فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن.

কুরআনের প্রতি সুন্নাহর চেয়ে সুন্নাহর প্রতি কুরআন বেশী নির্ভরশীল।[৯০]

(৭১) আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত তাক্বদীর সম্পর্কে নিরর্থক কথা বলা নিষিদ্ধ

والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه [عند] جميع الفرق؛ لأن القدر سر الله ونهى الرب تبارك تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان، واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء وتسكت عما سوى ذلك.

---

[৯০] ইমাম আল-বারবাহারীর (রহিমাহুল্লাহ) এই বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে প্রখ্যাত তাবি'ঈ মাকহুল আশ-শামী (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত: ১১৩ হি.) হতে, খত্বীব তাঁর কিতাব 'আল- কিফায়াহ' গ্রন্থে (পৃ: ১৪) এবং অন্যান্য ছ্বহীহ সানাদের মাধ্যমেও।

ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী-কাছীর, যিনি একজন তাবি'ঈ (মৃত: ১২৯ হি.) বলেন,

"সুন্নাত কুরআনের উপর ফায়সালাকারী, কিন্তু কুরআন সুন্নাহর উপর ফয়সালাকারী নয়।" সানাদ ছ্বহীহ: সুনান আদ-দারিমী; হা/৬০৬, তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ; আছার/৮৮ ও ৮৯; মারওয়াযীর আস সুন্নাহ; আছার/১০৩। 'জামি'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী; হা/২৩৫৩

আল-ফুদাইল ইবনু যিয়াদ বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহকে (আহমাদ ইবনু হাম্বাল) এই বর্ণনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, সুন্নাহ কিভাবে কুর'আনের উপর ফয়সালাকারী, তিনি বলেন, "আমি এটি বলার সাহস করি না যে, সুন্নাহ কুরআনের উপর ফয়সালাকারী কিন্তু সুন্নাহ কুরআনকে ব্যাখ্যা করে এবং স্পষ্ট করে।" ইবনে আব্দুল বার্র (রহিমাহুল্লাহ) এর 'জামি'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী; হা/২৩৫৪। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

"(তাদের প্রেরণ করেছি) স্পষ্ট প্রমানাদি ও লিখিত কিতাবসমূহ সহকারে এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যাতে তারা চিন্তা করে।" সূরা আন-নাহল: ৪৪।

তাক্বদীরের বিষয়ে (অহেতুক) কথাবার্তা, বিতর্ক এবং বাদানুবাদ করা সকলের নিকটেই নিষিদ্ধ, কারণ এটি আল্লাহর গোপন বিষয়। মহান রব নাবীগণকে তাক্বদীরের বিষয়ে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাক্বদীর বিষয়ে বাদানুবাদ করতে নিষেধ করেছেন। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবীগণ এবং পরবর্তীতে আলিমগণ ও আল্লাহভীরু লোকেরাও এব্যাপারে বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করেছেন। এবং সকলকে বারণ করতেন তাক্বদীরের বিষয়ে কথা বলতে। সুতরাং তোমার উপর আবশ্যক যে, (তাক্বদীরের ব্যাপারে) তুমি আত্মসমর্পন করবে, আন্তরিক স্বীকৃতি দিবে, ঈমান আনবে এবং রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে এবং তার বাইরে যা আছে সে ব্যাপারে চুপ থাকবে।

(৭২) ঈমান আনায়ন করা যে, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঊর্ধ্ব আকাশে ভ্রমন করেছিলেন

والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلمه الله تبارك وتعالى، ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة [وسمع كلام الله عز وجل] ونشرت له الأنبياء، ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت عليه الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة.

ঈমান স্থাপন করতে হবে যে, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের কিছু অংশে ঊর্ধ্ব আকাশে আরোহন করানো হয়েছিল, আরশে আজীম পর্যন্ত উপনীত হয়েছিলেন,[৯১] এবং মহামহিম আল্লাহ তার সাথে কথা বলেছিলেন। এবং

[৯১] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে আজীমে উপনীত হয়েছিলেন মর্মে কোন ছ্বহীহ/হাসান বা দুর্বল হাদীছও পাওয়া যায় না। বরং এটি একটি দীর্ঘ বর্ণনার অংশ, যেটি সম্পূর্ণ একটি জাল বর্ণনা, যেখানে বলা হচ্ছে: "মিরাজের রাতে যখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়ামাল্লামকে উর্ধাকাশে ভ্রমণ করানো হলো এবং তিনি আরশ পর্যন্ত পৌঁছালেন তখন তিনি তার জুতা খুলে ফেলার ইচ্ছা করলেন ... "। বর্ণনাটি আব্দুল হাই আল-লাখনভী তার 'আল-আছার আল-মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাউদ্বূ'আহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। পৃষ্ঠা: ৩৭।

যুরক্বানী তার শারহুল মাওয়াহিব গ্রন্থে বলেন: "কোন ছ্বহীহ, হাসান অথবা কোন দুর্বল বর্ণনাতেও এটা বর্ণিত হয়নি যে তিনি (নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম

তিনি প্রবেশ করেছিলেন জান্নাতে, দেখেছিলেন জাহান্নাম এবং ফেরেশতাদেরকে, [আর শুনেছিলেন পরাক্রমশালী গৌরবান্বিত আল্লাহ তা'আলার কালাম] তার কাছে নাবীদেরকে জীবিত অবস্থায় একত্রিত করা হয়েছিল। তিনি জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলেন আরশ ও কুরসীর বেষ্টনী এবং আসমান সমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে। (এরপর) জিবরীল তাকে বুরাক্বে[৯২] আরোহন করিয়ে আসমানে পরিভ্রমণ করান। ঐ রাতেই তার উপরে ছ্বলাত ফরজ করা হয়েছিল এবং ঐ রাতেই তিনি মক্কাতে ফিরে আসেন আর এটা ঘটেছিল হিজরাতের পূর্বে।[৯৩]

(৭৩) শহীদগণের রুহসমূহ সবুজ পাখীর জঠরে (রক্ষিত থাকে)

واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت، [وهي في سجين].

এবং জেনে রেখ, শহীদগণের রুহসমূহ আরশের সাথে ঝুলন্ত দীপাধারে বাস করে।[৯৪] জান্নাতের সর্বত্র তারা যেখানে চায় সেখানে বিচরণ করে। ঈমানদারদের

করেছেন। বরং বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এমন এক স্থানে উপনীত হয়েছিলেন যেখান হতে শুধু কলমের খসখস আওয়াজ তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। (তাই) যে ব্যক্তি দাবী করবে যে, তিনি তা অতিক্রম করেছিলেন, তাকে সে ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে হবে। আর তার প্রমাণ সে কোথায় পাবে? কেননা কোন সাব্যস্ত হাদীছ এমনকি কোন দুর্বল হাদীছেও এটা নেই যে, তিনি আরশে আরোহন করেছিলেন। তবে কারো কারো মিথ্যাচার থাকলে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না।" ৮/২২৩।

[৯২] "আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: আমার কাছে বুরাক আনা হল। বুরাক গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট একটি সাদা রঙ্গের জন্তু। যতদূর দৃষ্টি যায়, এক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে"......ছ্বহীহ মুসলিম; হা/১৬৪।

[৯৩] ইসরার হাদীছ সমূহ খুবই শক্তিশালী যা, বুখারীতে হা/৩৫৭০ এবং মুসলিমে হা/১৬২।

ইমাম আস-সুয়ূত্বী ইসরা সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনা সমূহ একত্রিত করে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন যার নাম দিয়েছেন "আল-আয়াতুল-কুবরা ফি শারহি কিসসাতুল-ইসরা"।

[৯৪] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তাদের রুহসমূহ সবুজ পাখীর পেটে (রক্ষিত থাকে) যা আরশের সাথে ঝুলন্ত দীপাধারে বাস করে। জান্নাতের সর্বত্র তারা যেখানে চায় সেখানে বিচরণ করে। অবশেষে সেই দীপাধারগুলোতে ফিরে আসে। ছ্বহীহ মুসলিম; হা/১৮৮৭

আত্মা আরশের নিচে স্থান পাবে।[৯৫] আর অবিশ্বাসীদের আত্মা থাকবে ‘বারাহুতের’ কুপের মধ্যে যা সিজ্জীনে অবস্থিত।[৯৬]

(৭৪) মৃতের আত্মা তার দেহতে ফিরে আসবে অতঃপর সে কবরে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।

والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم يسل روحه بلا ألم .ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، ويتنعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله.

ঈমান রাখা যে, মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে বসানো হবে, আর আল্লাহ তার আত্মাকে সেখানে ফিরিয়ে দিবেন, এমনকি মুনকার নাকির (তাকে) প্রশ্ন করবেন ঈমান এবং এর সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে। তখন কোন ব্যথা ছাড়াই তার আত্মাকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। কেউ যিয়ারতে আসলে মৃত ব্যক্তি তাকে চিনতে পারে।[৯৭]

---

[৯৫] হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী জান্নাতের বৃক্ষে যুক্ত থাকার কথা আছে। যেমন: কা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মুমিন ব্যক্তির রূহ একটি পাখির আকৃতিতে জান্নাতের বৃক্ষে যুক্ত থাকবে। শেষে উত্থিত হওয়ার দিন তার রূহ তার দেহে ফিরে আসবে। ছ্বহীহ, ইবন মাজাহ; হা/৪২৭১, তিরমিযী; হা/১৬৪১, নাসাঈ; হা/২০৭৩, আহমাদ; হা/১৫৭৭৭, ১৫৭৭৮ ও ১৫৭৮৭, মুয়াত্তা মালিক; হা/৫৯, ছ্বহীহাহ: ৯৯৫।

[৯৬] আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর হতে বর্ণিত,“কাফিরগণের আত্মাসমূহ জড় হবে বারাহুতে, যা হাদরামউতের একটি গভীর কূপ”। যাই হোক এই বর্ণনাটি অজ্ঞাত। এটি সঠিক নয় যা ‘আর-রুহতে’ ইমাম ইবনু-কাইয়্যিম এবং আহওয়ালুল-কুবূরে ইমাম ইবনু রজব স্পষ্ট করেছেন। আর সঠিক বর্ণনা হচ্ছে যা কুর’আন সুন্নাহ্ বর্ণিত হয়েছে, তা হল সিজ্জিন এ স্তুপকৃত থাকে।

[৯৭] এটি নসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা এতটুকু মাত্র দূরে যায় যে, সে তখনও তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। [ছ্বহীহ আল বুখারী হা/ ১৩৭৪)], এসময় তাঁর আত্মা তার দেহতে ফিরে আনা হয় অতঃপর সে প্রশ্নের মুখামুখি হয়।

বদরের দিন কুয়ায় নিক্ষিপ্ত মৃত মুশরিকেরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা শুনেছিল। ছ্বহীহ আল-বুখারী; হা/১৩৭০।

কবর যিয়ারতে গিয়ে মৃতকে সালাম দিলে তা তাদের নিকটে পৌঁছানো হয়, কিন্তু কিভাবে পৌঁছানো হয় তা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আমরা এ বিষয়ে কোন নিজস্ব বক্তব্য পেশ করব না। অদৃশ্যের (আল-গায়েব) কোন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহ্র নস (কুরআন হাদীছের ভাষ্য) ব্যতীত কিছু বলা যাবে না।

ঈমানদারেরা তাদের কবরে আরামে আনন্দের সাথে, আর পাপাচারীকে শাস্তি দেয়া হবে যেমন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন।[৯৮]

(৭৫) আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা নির্দিষ্ট

واعلم أن [الشر والخير] بقصاء الله وقدره.

আরো জেনে রেখ যে, [ভালো -মন্দ][৯৯] আল্লাহর নির্ধারণ ও ফয়সালা অনুসারেই হয়ে থাকে।

(৭৬) অবশ্যই ঈমান আনায়ন করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে কথোপকথন করেছেন।

والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر.

ঈমান রাখা যে, মহামহিম আল্লাহ তা'আলা তুর পর্বতে মূসা ইবনু ইমরান (আলাইহিস সালাম) সাথে কথা বলেছেন এবং মূসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তা'আলার কথা শুনেছিলেন, আওয়াজের মাধ্যমে, যা তার কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হয়েছিল আর তা আল্লাহর আওয়াজই ছিল অন্য কারো নয়। যে ব্যক্তিই এর বিপরীত কিছু বলবে, সে স্পষ্ট কুফুরী করল।[১০০]

---

[৯৮] বুখারী; হা/১৩৩৮ (আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে), মুসলিম; হা/২৮৭০। আহমাদ; হা/১৮৬১৪। (৩/১২৬)। এক দীর্ঘ হাদীছ আল-বারা ইবনু আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত

[৯৯] মুহাক্কিক্ব খালিদ আর- রদ্দাদী এই তাঁর টীকায় লিখেছেন,"এই শব্দে একটি পাড়ুলিপিতে আছে যার পাঠ উদ্ধার করা আমার সম্ভব হয়নি এবং অন্যান্য পান্ডুলিপিতে এই বাক্যটি খুঁজে পাওয়া যায় না"।

[১০০] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: "নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর ছাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম), তাবি'ঈন এবং আহলুস সুন্নাহর বিদ্ধানগণের (রহিমাহুল্লাহ) নিকট থেকে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা, তিনি ডাকেন আওয়াজের মাধ্যমে। তিনি মূসাকে (আলাইহিস সালাম) ডেকেছিলেন, আর পুনরুত্থান দিবসে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ডাকবেন আওয়াজের মাধ্যমে। তিনি ওয়াহীর বক্তব্য নাযিল করেন আওয়াজের মাধ্যমে। সালাফদের নিকট থেকে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, "আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য/কথা বলেন আওয়াজ ছাড়া কিংবা হরফ ছাড়া।

(৭৭) প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দেওয়া হয়েছে মেধা শক্তি, প্রত্যেকেই তার প্রাপ্ত মেধা অনুসারে কাজ করে।

والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى.

মেধা একটি সহজাত প্রবৃত্তি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে মেধা দান করেছেন। তাদের মধ্যে জ্ঞানের ভিন্নতা হবে ঠিক যেন আসমান সমূহের মধ্যে কণার মত। প্রত্যেক ব্যক্তি যে মেধা প্রাপ্ত হয়েছে সে অনুযায়ী

কেহই অস্বীকার কারতে পারবে না যে, আল্লাহ তা'আলা কথা বলেন কণ্ঠস্বর এবং হরফের মাধ্যমে।" -আল-মাজমু'উল ফাতওয়া; ১২/৩০৪-৩০৫।

'আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ তার 'আস-সুন্নাহতে' বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতাকে [ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ)] জিজ্ঞাসা করেছি সেই সকল লোকজনের বক্তব্য সম্পর্কে যারা বলে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম) এর সাথে কথা বলেছেন আওয়াজ ছাড়া। তখন আমার পিতা বললেন: "নিশ্চই তোমার প্রভু যিনি মহাপরাক্রমশালী এবং গৌরবান্বিত তিনি কথা বলেন আওয়াজের মাধ্যমে। আমরা এই হাদীছগুলো সম্পর্কে সেভাবেই বলি যেভাবে তাদের নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে। (আছার নং: ৫৩২)

'আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত 'আস-সুন্নাহতে' (নং.৫৩৫): আমি শুনেছি আবু মা'মার আল- হুজালী বলেন: "মহামহিম আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে যে কেউ দাবি করবে এ মর্মে যে, তিনি কথা বলেন না, শোনেন না, দেখেন না, রাগান্বিত হন না, আনন্দিত হন না (এবং তিনি যে সকল সিফাতের কথা উল্লেখ করেছেন) তবে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী। যদি তুমি দেখ সে কোন কূপের নিকটে দাড়িয়ে আছে, তাহলে তাকে সেখানে নিক্ষেপ কর। এভাবেই আমি আল্লাহর প্রতি অনুগত হব; যেহেতু তারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী।

আল-আজুররী 'আশ-শারী'আহ' গ্রন্থে বলেন: "আল্লাহ তা'আলা আমাদের অনুগ্রহ করুন এবং আপনাদেরকেও। জেনে রাখুন যে, সেই সকল মুসলিমরা যাদের অন্তর এখনো সত্য হতে বিমুখ হয়নি এবং তাদের মধ্যে যারা সঠিক পথের উপর ছিল এবং আছে তাদের বক্তব্য হলো কুর'আন মহামহিম আল্লাহ তা'আলা কালাম। এটি সৃষ্টি নয় তথাপি কুর'আন আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান (ইলম) হতে আগত। মহামহিম আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান, যা সৃষ্টি নয়। তিনি সকল কিছুর উর্ধ্বে যা কুর'আন সুন্নাহর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত, সকল সাহাবিগণের (রদিয়াল্লাহু আনহুম) বক্তব্য এবং মুসলিম আলিমগণের (রহিমাহুল্লাহ) অভিমত, এটি কেউ অস্বীকার করে না একমাত্র নোংরা জাহ্মীগণ ব্যতীত। আলিমগণের দৃষ্টিতে জাহ্মীরা কাফির।" (১/৪৮৯)

এই বইয়ের ১৫ নাম্বার পয়েন্টের পাদটীকাতে এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত দেখুন।

জিজ্ঞাসিত হবে।[১০১] মেধা মানুষের অর্জিত বিষয় নয় বরং এটি দয়াময় রব মহান আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ অনুগ্রহ।

(৭৮) আল্লাহ তা'আলা কিছু বান্দাকে অন্যদের চেয়ে প্রাধান্য দান করেন, আর তিনিই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।

واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال: جار ولا حابى، فمن قال: إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين. والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء.

জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা পার্থিব এবং দীনের ব্যাপারে তার কিছু বান্দাকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (যা) তার পক্ষ হতে ইনসাফস্বরূপ। এটা বলা উচিত হবে না যে, তিনি অবিচার করেন কিংবা অযৌক্তিক আনুকূল্য দেখান। কেউ যদি বলে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের জন্য সমান তাহলে সে একজন বিদ'আতী। বরং তিনি (আল্লাহ) বিশ্বাসীদেরকে অবিশ্বাসীদের উপর, বাধ্যকে অবাধ্যের উপর এবং উত্তমকে অনুত্তমের উপর নিশ্চিত মর্যাদা দিয়েছেন। (যা) তার পক্ষ হতে ইনসাফ। আর এটা আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে খুশি এটা দান করেন এবং যাকে খুশি তিনি তা হতে বঞ্চিত করেন।

---

[১০১] আল্লাহ তা'আলা পাগলের কোন হিসাব নিবেন না বা শাস্তি দিবেন না। আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) সূত্রে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে:

(১) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়,

(২) অসুস্থ (পাগল) ব্যক্তি, যতক্ষণ না আরোগ্য লাভ করে এবং

(৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না বালেগ হয়।

ছ্বহীহ: আহমাদ; হা/২৪৬৯৪, আবু দাউদ; হা/ ৪৩৯৮, নাসাঈ; হা/৩৪৩২, ইবনু মাজাহ; হা/২০৪১, আল-হাকিম; হা/২৩৫০।

(৭৯) যে কেহ মুসলিমদের নিকট হতে আন্তরিক কোন উপদেশ গোপন রাখবে সে মূলত তাদের প্রতি ধোকাবাজি করল।

ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين، برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.

এটি অনুমোদন যোগ্য নয় যে, দীনের কোন বিষয়ে নসীহত যে কোন মুসলিমের নিকটে গোপন করা, সে সৎকর্মশীল অথবা পাপাচারী যাই হোক না কেন! যে কেউ তা গোপন রাখল সে মূলত মুসলিমদের সাথে ধোকাবাজি করল। যে মুসলিমদের সাথে ধোকাবাজি করল সে মূলত দীনের সাথে ধোকাবাজি করল। আর যে দীনের সাথে ধোকাবাজি করল সে মূলত বিশ্বাসঘাতকতা করল আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনগণের সঙ্গে।[১০২]

(৮০) আল্লাহ তা'আলা সকল কিছু শ্রবণ করেন, দেখেন এবং জানেন।

الله تبارك وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد.

আল্লাহ তা'আলা সকল কিছু শ্রবণ করেন, দেখেন এবং জানেন। তার দুই হাত প্রসারিত।[১০৩] মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ জানতেন তারা তার অবাধ্য হবে।

---

[১০২] আবূ 'রুকাইয়্যা তামীম ইবনু আওস আদ-দারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দীন হচ্ছে নসীহত। আমরা জিজ্ঞেস করলাম: কার জন্য? তিনি বললেন: আল্লাহ্, তাঁর কিতাবের, তাঁর রসূলের, মুসলিম নেতাদের এবং সকল মুসলিমের জন্য। ছ্বহীহ মুসলিম; হা/৫৫। আন নাওয়াবীর চল্লিশ হাদীছ: হা/৭।

[১০৩] ছ্বিফাত বা গুণাবলী বিষয়ে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে।

ক. আমরা আল্লাহ তা'আলার সেই সকল ছ্বিফাতকে সত্যায়ন করি যা আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য সত্যায়ন করেছেন অথবা যা তাঁর রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাধ্যমে সত্যায়িত হয়েছে।

খ. আমরা গুণাবলীর অর্থের ব্যাপারে ঈমান আনায়ন করি;

তার জ্ঞান তাদের উপর কার্যকর, কিন্তু তার জ্ঞান তাদের ইসলামের দিকে ধাবিত হওয়ার ব্যপারে বাধার সৃষ্টি করে না। তার উদারতা, বদান্যতা এবং অনুগ্রহের মাধ্যমে তিনি সকলের প্রতি করুণা করেন, সুতরাং সকল প্রশংসা তার জন্য।

(৮১) একজন লোক মারা যাওয়ার সময় তিন ধরনের সংবাদ পৌঁছানো হয়।

واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات؛ يقال: أبشر يا حبيب الله برضى الله والجنة، ويقال: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد [الانتقام] . هذا قول ابن عباس.

জেনে রেখ যে, (কোন ব্যক্তির) মারা যাওয়ার সময় তিন ধরনের সংবাদ তার নিকটে খবর পৌঁছানো হয়। এটি এভাবে হতে পারে, "হে আল্লাহর প্রিয় বান্দা শুভ সংবাদ গ্রহণ কর, আর বেরিয়ে আসো আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের দিকে"। এটি এভাবেও হতে পারে, "হে আল্লাহর শত্রু, দুঃসংবাদ গ্রহণ কর, আর বেরিয়ে আসো আল্লাহর ক্রোধ এবং জাহান্নামের দিকে"। এটি হতে পারে এভাবে বলবে, "হে আল্লাহর বান্দা, সংবাদ গ্রহণ কর, আর (ইসলামের কারণে) শাস্তি ভোগের পরে জান্নাতের অভিমুখে বেরিয়ে আসো।" এটি আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বক্তব্য।[১০৪]

(৮২) ঈমানদারেরা তাদের চোখ দ্বারা জান্নাতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে, যা অবিশ্বাসীরা অস্বীকার করে।

واعلم أن أول من ينظر إلى الله في الجنة الأَضِرَّاء، ثم الرجال، ثم النساء، بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « سترون» «ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته»، والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر.

গ. আমরা আরো ঈমান আনায়ন করি এই অর্থ কোন ভাবেই তাঁর সৃষ্টির গুণাবলীর সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

ঘ. এই গুণাবলী বা ছিফাত সমূহের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার নিকটে।

[১০৪] তাফসীর ইবনু কাসীর (আবু হুরাইরা সূত্রে); ৪/৪৯৯।

জেনে রেখ যে, জান্নাতে মহান আল্লাহ তা'আলাকে প্রথমে দেখবে অন্ধরা, [১০৫] তারপর পুরুষগণ, আর তারপরে মহিলাগণ। (তারা) দেখবে (আল্লাহকে) তাদের চর্মের চোখ দ্বারা ঠিক যেভাবে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে যেমনি তোমরা এই চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছ। অথচ তাঁকে দেখার ক্ষেত্রে তোমরা কোনরূপ বাধাগ্রস্থ হবে না।"[১০৬] এটি বাধ্যতামূলক বিশ্বাস করতে হবে; যা অস্বীকার করা কুফুরী।

(৮৩) তর্কশাস্ত্রের (কালাম) কারণে অবিশ্বাস, সন্দেহ, বিদ'আত, পথভ্রষ্টতা এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

واعلم – رحمك الله– أنها ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخصومة، والعجب وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ﴿مَا يُجَٰدِلُ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ **فعليك بالتسليم والرضى بالآثار وأهل الآثار، والكف والسكوت.**

জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন! অবিশ্বাস বা নাস্তিক্যবাদ বলতে কিছুই ছিল না, দীনের মধ্যে কোন প্রকার কুফর, সংশয়, বিদ'আত, বিপথগামিতা এবং গন্তব্যহীনতা বলতেও কোন কিছুই ছিল না। এগুলো সবই উৎপন্ন হয়েছে কালাম বা তর্কশাস্ত্র, এই শাস্ত্রের চর্চাকারীগণ এবং অনর্থক বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, একজন মানুষ কীভাবে ঝগড়া-বিবাদ ও অনর্থক বিতর্কে জড়ানোর স্পর্ধা দেখায়! অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আল্লাহর আয়াত নিয়ে শুধুমাত্র তারাই অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত হয়, যারা কুফরে লিপ্ত হয়েছে।"[১০৭] তোমার জন্য আবশ্যক হল দীনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল

---

[১০৫] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্র হতে এটি ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। যা আদ-দায়লামী সামুরা ইবনু জুনদুবের সূত্রে' 'আল-ফিরদাউস' গ্রন্থে; হা/৩৫, মারফু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে; ইমাম আল-লালকাঈ'র শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ; আছার/৯২৪ দুর্বল সূত্রে' হাসান আল-বাসরীর নিজস্ব বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন।

[১০৬] ছ্বহীহ বুখারী; হা/৫৫৪, ৪৮৫১, ৭৪৩৪ ও ৭৪৩৬, ছ্বহীহ মুসলিম; হা/৬৩৩, আবু দাউদ; হা/৪৭২৯ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদের 'আস সুন্নাহ'; হা/ ৪১২ হাদীছে আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে মহিলাদের পূর্বে পুরুষের অগ্রাধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

[১০৭] সূরা গাফির; ০৪।

(ছ্বহীহ) বর্ণনা-বিবৃতি ও এগুলোর বর্ণনাকারীদেরকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, এগুলোর (ছ্বহীহ বর্ণনাগুলো) ব্যাপারে সমালোচনা হতে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া এবং মুখ বন্ধ করে রাখা।

(৮৪) আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকে শাস্তি দিবেন আগুনের ভিতরে, আগুনের কাছে নয় যা জাহমিয়াদের বিশ্বাস।

والإيمان بأن الله – تبارك وتعالى – يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية – منهم هشام الفوطي – قال: [إنما] يعذب عند النار، رد على الله وعلى رسوله.

বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিকে আগুনের মধ্যে শাস্তি দিবেন জিঞ্জির, শিকলের আন্টা এবং বেড়ী দিয়ে। আগুন তাদের মধ্যে থাকবে, উপরে থাকবে এবং নিচে থাকবে। পক্ষান্তরে জাহ্মিয়াদের মধ্য হতে হিশাম আল-ফূত্বী[১০৮] বলেন, "বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তি দিবেন জাহান্নামের নিকটে"। আর এভাবেই তারা বাতিল করে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্যকে।

(৮৫) যথাসময় পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত আদায় করা ফরয। আর সফরে কসর করা এবং জমা করা।

اعلم أن الصلاة الفريضة خمس، لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر [ركعتان] إلا المغرب، فمن قال: أكثر من خمس، فقد ابتدع، ومن قال: أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيان فإنه معذور، يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء.

---

[১০৮] হিশাম আল- ফূত্বী ইবনু 'আমর ছিলেন আবুল হুযাইলের সঙ্গী, আর যিনি ছিলেন পথভ্রষ্ট মু'তাযিলা মতবাদের দিকে আহ্বানকারী। দেখুন 'লিসানুল-মিযান'; ৬/১৯৫ এবং ইবন হাযমের 'আল-ফিসাল'; ৪/১৪৯।

জেনে রেখ যে, পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত আদায় করা ফরয, যা হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে না এবং তা যথাসময় আদায় করতে হবে। সফর অবস্থায় মাগরিবের ছ্বলাত ব্যতীত অন্য ছ্বলাতগুলো দুই রাকাত করে আদায় করতে হবে। পাঁচ ওয়াক্তের বেশী ছ্বলাত আদায়ের কথা কেউ বললে, সে বিদ'আতি[১০৯]। অনুরূপ যে ব্যক্তি বলবে যে, তা পাঁচ ওয়াক্তের কম, সেও বিদ'আতী।

নির্দিষ্ট ওয়াক্ত ছাড়া আল্লাহ তা'আলা কারো ছ্বলাত গ্রহণ করবেন না। তবে যে ব্যক্তি ভুলে গেছে[১১০] তার কথা আলাদা; কেননা সে মা'যুর। (ভুলে যাওয়া ব্যক্তি) স্বরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে নেবে। অথবা সে যদি মুসাফির হয়ে থাকে তাহলে ইচ্ছা হলে সে দু'ওয়াক্তের ছ্বলাতকে একত্রিত করে আদায় করতে পারে।[১১১]

(৮৬) যাকাত আদায় করা ফরয

والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز.

যাকাত আদায় করতে হবে স্বর্ণ, রৌপ্য, খেজুর, খাদ্যশস্য এবং গৃহপালিত পশু হতে, ঠিক যেভাবে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। এক হতে পারে নিজে বন্টন করে দিবে কিংবা শাসককে দিয়ে দিবে; উভয়ই অনুমোদিত।

[১০৯] লেখক যদি বিদ'আতি বলতে অবিশ্বাসী বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে এটি সঠিক। তথাপি অতিরিক্ত ছ্বলাত যোগ করা উদাহরণ স্বরূপ, শরী'আতে নিদৃষ্ট কোন বিধান যোগ করা, যা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার অধিকার। যে কেউ আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সকল আলিমগণের ঐক্যমতে সে কাফির বা অবিশ্বাসী।

[১১০] আনাস ইবনু মালিক (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন যদি ছ্বলাতের বিষয়ে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে, তবে এর কাফফারা হলো স্মরণ হওয়া মাত্র তা আদায় করে নেয়া। ছ্বহীহ মুসলিম; হা/৬৮০ ও ৬৮৪

[১১১] সে চাইলে দিনের দু'ওয়াক্তের ছ্বলাত (যূহর এবং আসর) জমা করতে পারে। ঠিক তদ্রুপ রাতের দু'ওয়াক্ত ও (মাগরিব এবং ইশা) জমা করতে পারে।

(৮৭) ঈমানের সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করতে হয়

واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.

জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল (لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله), একথার সাক্ষ্য দেওয়াই ইসলামের প্রথম কাজ।[১১২]

(৮৮) আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে সত্য বলেন

وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال، وهو عند ما قال.

যাই হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলা যা বলেন, তা ঠিক তেমনই। তিনি যা বলেন তার মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। তিনি তাই যা তিনি বলেন।[১১৩]

---

[১১২] এটি সাক্ষ্য দেয়া প্রথমত একজন ব্যাক্তির উপর ফরয। ঈমানের ঘোষণা হলো, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উপাসনা করা অথবা আল্লাহর পাশাপাশি কারো ইবাদত করাকে অস্বীকার করা। এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে হবে, রসূল মুহাম্মাদ ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী। এই সাক্ষ্য মূলত সাতটি শর্তের উপর গড়ে উঠেছে:

১) অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, যা নেতিবাচক এবং যা ইতিবাচক।

২) এই কালেমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

৩) গ্রহণ করা, যা প্রত্যাখানের বিপরীত।

৪) আনুগত্য করা।

৫) সত্যনিষ্ঠা, এটির চাহিদা হলো যে সকল লোকজনকে ভালোবাসা যারা এটি মেনে চলে, আর তাদেরকে ঘৃণা করা যারা এর বিরুধিতা করে।

৬) ইখলাস।

৭) ভালোবাসা, এটির চাহিদা হলো যে সকল লোকজনকে ভালোবাসা যারা এটি মেনে চলে, আর তাদেরকে ঘৃণা করা যারা এর বিরুধিতা করে।

[১১৩] মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾

(৮৯) শরী'আতের প্রতি ঈমান আনা

والإيمان بالشرائع كلها.

শরী'আতের সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে।

(৯০) বৈধ ক্রয় বিক্রয়

واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم.

জেনে রেখ যে, ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, যা মুসলিমদের বাজারে সংঘটিত হয় এবং কুর'আন-সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না সেখানে প্রতারণা, নিপীড়ন অথবা বিশ্বাসঘাতকতা না হয়, আর এমন কোন কিছু সংঘটিত না হয়, যা কুর'আনের বিরুদ্ধে যায় অথবা। যা শরয়ী জ্ঞাতব্যের বিরুদ্ধে যায়।

(৯১) বান্দাকে সর্বদা সর্তক এবং ভীত থাকা উচিত, কেননা সে জানে না কোন অবস্থায় তার মৃত্যু হবে।

واعلم – رحمك الله – أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا؛ لأنه لا يدري على ما يموت، وبما يختم له، وعلى ما يلقى الله، وإن عمل كل عمل من الخير،

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনুগ্রহ করুন! জেনে রেখ যে, বান্দাকে সর্বদা সর্তক এবং ভীত থাকা উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত সে পৃথিবীতে অবস্থান করে, কেননা সে জানে না কিভাবে সে মারা যাবে, কিসের উপর তার জীবন অবসান ঘটবে এবং সে কোন অবস্থায় মহামহিম আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, যদিও সে সমস্ত ভালো আমল করে থাকে।[১১৪]

"আর কে আছে আল্লাহ অপেক্ষায় অধিক সত্যবাদী।" সূরা নিসা; ১২২

[১১৪] মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(৯২) আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি আশাবাদি হওয়া এবং নিজের পাপ সম্পর্কে ভীতিপ্রদ হওয়া।

وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب.

এটি সঠিক যে, কোন ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তার নিজের আত্মার উপর অত্যাচার করে থাকলে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার বিষয়ে তার আশাহত হওয়া উচিত নয়, তার আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ভালো ধারনা করা উচিত, আর নিজের পাপ সম্পর্কে ভীত হওয়া উচিত।[১১৫]

যদি আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন তাহলে এটি আল্লাহর উদারতা, আর যদি তাকে শাস্তি দেন তাহলে এটি তার পাপের জন্যই।

(৯৩) অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়েছেন এই উম্মাহর কি অবস্থা ঘটবে।

والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنۡ خَشۡيَةِ رَبِّهِم مُّشۡفِقُونَ ﴾

"নিশ্চয় যারা তাদের রব এর ভয়ে সন্ত্রস্ত"। সূরা আল-মু'মিনূন; ৫৭

[১১৫] আনাস ইবনু মালিক (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুবকের নিকট গেলেন। তখন সে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। তিনি বললেন: তোমার কেমন অনুভব হচ্ছে? যুবকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তা'আলার রাহমাতের আশা করছি, কিন্তু আবার ভয়ও পাচ্ছি আমার গুনাহগুলোর কারণে। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যে বান্দার হৃদয়ে এরকম সময়ে এরূপ দুইটি বিপরীত জিনিস একত্র হয়, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁর আকাঙ্ক্ষিত জিনিস তাকে দান করেন এবং তাকে তাঁর বিপদাশংকা হতে নিরাপদ রাখেন। তিরমিযী; হা/৯৮৩, ইবনু মাজাহ; হা/৪২৬১। ইমাম নাসিরউদ্দিন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি তার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়েছেন পুণরুত্থান দিবস পর্যন্ত তার উম্মাহর অবস্থা কি ঘটবে।[১১৬]

(৯৪) দীন ছিল একক জামা'আতভুক্ত, অতঃপর লোকজন বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.

জেনে রেখ যে, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। তারাই হচ্ছে জামা'আত। ছাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তারা কারা (অর্থ্যাৎ সে দল কোনটি)? তিনি বললেন: আজকে আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।"[১১৭]

وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير، وقال به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع، وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة،

এভাবেই দীন একক জামা'আতবদ্ধ ছিল 'উমার ইবনু খাত্তাব (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর যামানা পর্যন্ত এবং এরপরে উসমান ইবনু আফফান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এর যামানা পর্যন্ত। যখন তিনি

---

[১১৬] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ সময়ের বড় এবং ছোট আলামত সমূহে যা ছ্বহীহ সূত্রের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।

[১১৭] হাদীছটি হাসান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তিরমিযীতে; হা/২৬৪১ আশ-শারী'আহ লিল আজুররী; হা/২৪, হাকিম; হা/৪৪৪, আল লালকাঈ'র শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ; হা/১৪৭, ইবনু আল-জাওযীর তালবীসু ইবলীস; পৃ: ১৯ এবং আল-উকাইলির 'আদ-দু'আফা' ; ২/২৬২ আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের সুত্রে বর্ণিত হাদীছ।

হত্যাকান্ডের শিকার হন, তখন থেকে অনৈক্য এবং বিদ'আতের উদ্ভব ঘটে। লোকজন বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। পরিবর্তন শুরু হলেও কিছু লোকজন সত্যের উপর অটল থাকে। সত্যের ব্যাপারে বলতে থাকে এবং মানুষকে সত্যের পথে ডাকতে থাকে। এটি স্থায়ী হয় একের পর এক ক্রমানুসারে খিলাফতের চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত। যখন সময় পরিবর্তিত হয় আর লোকজন ব্যাপকভাবে বিভক্ত হয়ে পরে, বিদ'আত বিস্তৃত হয় এবং তাদের মধ্যে এমন অসংখ্য আহবানকারীর উদ্ভব ঘটে যারা মানুষকে আহবান করে এমন পথের দিকে যা সত্য এবং জামা'আত হতে বিচ্যুত।

ووقعت المحن في شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة [ونهى] رسول الله عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل [داع] إلى رأيه، وإلى تكفير من خالفه فضل [الجهال] والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف [في] دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم [وآرائهم] ، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا، والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في [جوف ديارهم] .

এ পর্যায়ে এসে লোকজনের প্রচেষ্টা ছিল এমন বিষয়ের প্রতি, যা সম্পর্কে না রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বলেছেন, আর না তার কোন ছাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কিছু বলেছেন। যেখানে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দলে-উপদলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন, সেখানে লোকজন দলবাজির দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার দিকেই আহবান করল। তারা একে অপরকে কাফির ঘোষণা করে। প্রত্যেকেই আহবান করে তার নিজের মতের প্রতি এবং ঘোষণা দেয় কেউ তাদের প্রতি ভিন্নমত পোষণ করলে সে কাফির। সাধারণ লোকজন ও যাদের কাছে ইলম ছিল না, তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তারা জনগণের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি মোহ সৃষ্টি করে এবং দুনিয়ার শাস্তির ভয় দেখায়, তাই লোকজন তাদের পার্থিব কর্মকান্ডে কোন রূপে ভয়ভীতি বা ইচ্ছা ব্যতিরেকে তাদের অনুসরণ করে। তাই সুন্নাহ এবং সুন্নাহ্‌র অনুসারীরা চক্ষুর অন্তরালে চলে গেল। আর এই সুযোগে অবির্ভূত হয়েছিল বিদ'আত এবং তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকজন বিভিন্নপন্থায় পরিণত

হচ্ছিল কাফিরে, আর এ বিষয়ে তারা কোন সতর্কই ছিল না। তারা তাদের নিজেদের বুদ্ধি এবং মতবাদ অনুযায়ী ব্যবহার করেছে সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তি, বিবেচনা করল রবের সক্ষমতা, তার আয়াতসমূহ, বিচার, আদেশ এবং নিষেধ সমূহকে। উপরোক্ত বিষয়গুলোতে যারা তাদের সাথে একমত হত তারা তাদেরকে গ্রহণ করত আর যারা ভিন্নমত পোষণ করত তাদেরকে বতিল বলে গণ্য করত। ফলত ইসলাম অপরিচিত হয়ে গেল, সুন্নাহ আর সুন্নাহর অনুসারীরাও তাদের ঘরের অভ্যন্তরে থেকে অপরিচিত হয়ে পড়ল।[১১৮]

(৯৫) অস্থায়ী বিবাহ (মু'তা বিবাহ) নিষিদ্ধ

واعلم أن المتعة – متعة النساء – والاستحلال حرام إلى يوم القيامة.

জেনে রেখ যে, মু'তা বা অস্থায়ী বিবাহ[১১৯] এবং একজন মহিলাকে নিছক পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করা কিয়ামাত পর্যন্ত হারাম-নিষিদ্ধ।[১২০]

(৯৬) শ্রেষ্ঠতম গোত্র হতে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আনসাররা। অধিকন্তু ইসলামে অন্যান্য লোকজনের অধিকার।

واعرف لبني هاشم فضلهم؛ لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم [وحقوقهم] في الإسلام، ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام و [تعرف فضل] الأنصار، ووصية رسول الله صلى

---

[১১৮] সম্ভবত লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন বিচারের নামে কি ঘটেছিল, আর বলা হয়েছিল কুর'আন সৃষ্টি এবং যে সকল আলেমগণ সুন্নাহ অনুসরণ করতেন তাদের বিচারের আওতায় আনা হয়েছিল। যা আদ-দারেমীর 'আর-রদ্দ 'আলাল-জাহ্‌মিয়াতে' বর্ণিত হয়েছে।

[১১৯] সাবরা আল-জুহানী (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে স্ত্রীলোকদের সাথে মু'তা বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তা হারাম করেছেন, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। অতএব যার নিকটে এই ধরনের বিবাহ সূত্রে কোন স্ত্রীলোক আছে, সে যেন তাঁর পথ ছেড়ে দেয়। আর তোমরা তাদের যা কিছু দিয়েছ তা কেড়ে রেখে দিও না। ছ্বহীহ মুসলিম; হা/১৪০৬।

[১২০] 'আলী (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয় তারা উভয়ে অভিশপ্ত। আবু দাউদ; হা/২০৭৬, তিরমিযী; হা/১১১৯, আহমাদ; হা/৬৩৫, ৬৬০, ৬৭১, ৭২১, ৮৪৪ ও ১৩৬৪ এবং নাসাঈ; হা/৩৪১৬।

الله عليه وسلم فيهم، وآل الرسول فلا تنساهم، تعرف فضلهم، وجيرانه من أهل المدينة، فاعرف فضلهم.

রসূলুল্লাহ ছুল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সঙ্গে আত্মিয়তার সম্পর্ক থাকার কারণে বনু হাশিমের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া। কুরাইশদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেওয়া, এবং ইসলামে অন্যান্য আরব ও উপগোত্রসমূহের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা।[১২১] ক্বওমের ক্রীতদাসরা তাদেরই একজন। তুমি ইসলামে অন্যান্য লোকদের অধিকার সম্পর্কেও স্বীকৃতি দেবে। এবং আরো স্বীকৃতি দেবে আনসারদের শ্রেষ্ঠত্বের,[১২২] এবং রসূলুল্লাহ ছুল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাদের ব্যাপারে যে অসীয়ত রয়েছে সেগুলোরও খেয়াল রাখবে। আর রসূলুল্লাহ ছুল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার সম্পর্কে ভুলে যেও না। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে যারা তাদের প্রতিবেশী ছিল তাদের মর্যাদাও স্বীকার করতে হবে।

(৯৭) রসূল ছুল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ছাহাবাদের পথ অনুসরণের মধ্যেই দীন

واعلم – رحمك الله – أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، [وتفرقت] وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على

---

[১২১] রসূলুল্লাহ ছুল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: “মহান আল্লাহ ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) এর সন্তানদের হতে ‘কিনানা’ কে বাছাই করে নিয়েছেন, আর কিনানা (এর বংশ) হতে, কুরাঈশ কে বাছাই করে নিয়েছেন, আর কুরাঈশ (বংশ) হতে বনূ হাশিমকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং বনূ হাশিম থেকে আমাকে বাছাই করে নিয়েছেন”। ছুহীহ মুসলিম; হা/২২৬৭, আহমাদ; হা/১৬৯৮৬, ১৬৯৮৭ এবং ইবনু আবী ‘আসিমের ‘আস-সুন্নাহ্’; হা/১৪৯৫

[১২২] নাবী ছুল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ঈমানের আলামত হল আনসারদেরকে ভালোবাসা এবং মুনাফিকীর লক্ষণ হল আনসারদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা। ছুহীহ বুখারী; হা/১৭ ও ৩৭৮৪। মুসলিম (১/৩৩ হা:নং-৭৪); আহমাদ (১৩৬০৮।

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم [يجاوز] أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه [واستراح] ، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনুগ্রহ করুন! জেনে রেখ, বিদ্বানগণ বনু আব্বাসের খিলাফতকাল পর্যন্ত জাহ্‌মিয়াদের বক্তব্য খণ্ডন করা স্থগিত করেননি। যতক্ষণ না নিচু ও হীন প্রকৃতির মানুষেরা মানুষের হর্তাকর্তা হয়ে উঠলো এবং তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপণ করে ক্বিয়াস ও বিবেক প্রসূত ব্যাখ্যা গ্রহণে লিপ্ত হল। এবং যারা তাদের বিরোধিতা করল, তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত করল । তাই এতে অজ্ঞ, বেখায়াল এবং জ্ঞানহীন লোকজন তাদের মতবাদে প্রবেশ করল। এমনকি তারা কুফুরী করতে লাগল অথচ তারা তা জানেই না। (ফলত) উম্মাত বিভিন্নমূখী ধংসে লিপ্ত হল। বিভিন্নমূখী কুফুরীতে লিপ্ত হল। বিভিন্নমূখী ধর্মহীনতায় লিপ্ত হল। বিভিন্নমূখী ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হল। বিভিন্নমূখী বিদ'আত ও বিভক্তিতে লিপ্ত হল। শুধুমাত্র তারা ছাড়া যারা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, আদেশ ও তার ছাহাবীদের কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকল। তারা ছাহাবীদের কাউকে ভুল মনে করেননি, তাদের কারো কাজকে অতিক্রম করেননি। নিজেদের জন্য তা যথেষ্ট মনে করেছেন যাকে ছাহাবীরা যথেষ্ট মনে করেছেন। তাদের দীনের পথ ও পদ্ধতি থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। কেননা তারা বিশ্বাস করতেন যে, ছাহাবীরা সঠিক ইসলাম ও সঠিক ঈমানের উপরেই অটল ছিলেন। তাই তারা তাদের দীনকেই অনুসরণ করতে থাকলেন এবং সেখানেই প্রশান্তি খুঁজে পেলেন। তারা এটাও জানতেন যে, দীন নিশ্চিতভাবেই অনুসরণ-অনুকরণে সীমাবদ্ধ। আর সেই অনুসরণ-অনুকরণ হবে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবীদের।

(৯৮) যে কেহ বলবে কুরআনের পঠন/আবৃত্তি সৃষ্টি (মাখলূক) তাহলে সে বিদ'আতি।

واعلم أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل: مخلوق ولا غير مخلوق، فهو جهمي.

هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي» «وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ» .

জেনে রেখ যে, কেউ যদি বলে যে, আমার উচ্চারিত কুরআনের শব্দ সৃষ্ট বা মাখলূক, তবে সে একজন বিদ'আতী। আর যে ব্যক্তি চুপ থাকবে এবং সৃষ্ট বা অসৃষ্টর ব্যাপারে কিছুই বলবে না, তাহলে সে জাহ্মীয়া। এটি আহমাদ ইবনু হাম্বালের উক্তি।[১২৩]

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু মতভেদ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করা হতে দূরে থাকবে, কেননা তা গোমরাহী। তোমাদের মধ্যে কেউ সে যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নত ও সৎ পথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকে। তোমরা এসব সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর"।[১২৪]

[১২৩] 'আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বাল হতে 'আস-সুন্নাহতে'; আছার/ ১৭৮ ও ১৮১। ইমাম আহমাদ হতে 'উসূল আস-সুন্নাহ্তে' (নং-২); আত-তাবারী হতে 'সারিহ আস-সুন্নাহ্তে' (নং-৩০-৩৩)।

কুরআন সম্পর্কে সালাফদের বক্তব্য হচ্ছে, যা মুসহাফে লিখিত, হৃদয়ে সংরক্ষিত এবং জিহ্বার সাহায্যে পঠিত মাখলূক নয়, বরং আল্লাহর কালাম। তবে প্রকৃত অবস্থা হলো মানুষের কণ্ঠস্বর এবং জিহ্বার নড়াচড়া একটি সৃষ্ট কর্ম, বিদ'আতীদের অস্পষ্ট বিদ'আতি বিবৃতি হচ্ছে,"আমার কুর'আনের পঠন/আবৃত্তি মাখলূক বা সৃষ্ট"। এই বক্তব্যে উঠে এসেছে পূর্ববর্তী কথাই যেখানে বলা হয়েছিল, কুরআন নিজেই সৃষ্ট। অতএব বিদ্বানগণ যেমন ইমাম আহমাদ তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। আরো বর্ণিত হয়েছে ইমাম আল-বুখারীর, 'খলক্ব আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ: ৩৩।

[১২৪] আবু দাউদ (৩/১২৯৪/নং.৪৫৯০); সুনান আত- তিরমিযী (তাহকীককৃত: ২৬৭৬) (নং. ২৬৭৮) এবং মুসনাদে আহমাদে (৪/১২৬) আর হাদীছটি ছ্বহীহ।

(৯৯) জাহ্‌মিয়ারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে চিন্তা এবং মতবাদ অনুসরণ করে ধ্বংস হয়েছে।

اعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم [فكروا] في الرب، فأدخلوا لم وكيف، وتركوا الأثر، ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفي أنه كفر، وأكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل.

জেনে রেখ যে, মহান রব (আল্লাহ তা'আলা) সম্পর্কে (অযথা) চিন্তা করেছিল বলেই জাহামিয়াদের ধ্বংস নেমে এসেছিল। তারা প্রর্বতন করেছিল 'কেন' এবং 'কিভাবে'? তারা যুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিত্যক্ত করেছিল হাদীছের বর্ণনা সমূহকে আর ক্বিয়াস প্রবর্তন করে ধারনার ভিত্তিতে পরিমাপ করেছিল দীনকে। সুতরাং তারা তারা এমন সবকিছুর অবতারণা করল যা সুস্পষ্ট কুফরী। তারা ঘোষণা দিয়েছিল, তাদের নেতৃত্ব পরিত্যাগকারী (আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বিষয়ে) বাদবাকি লোকজন কাফির। এবং জোরপূর্বক বিষয়টিকে চাপিয়ে দিল যতক্ষণ না মানুষ তা'তীল[১২৫] নামক বিভ্রান্ত মত গ্রহণ করে।

(১০০) জাহ্‌মিয়াদের পথভ্রষ্টতা

وقال بعض العلماء – منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه –: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث؛ لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة، [ولا عيدين] ولا صدقة، وقالوا: إن من لم يقل: القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ،

কিছু বিদ্বানগণ, যাদের মধ্যে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ছিলেন, তারা ঘোষণা করেন, জাহ্‌মিয়া (আক্বীদা পোষণকারী ব্যক্তি) কাফির। আর তারা আহলে কিবলার অর্ন্তভুক্ত নয়। তার রক্ত হালাল। সে কারো উত্তরাধিকারী হবে না এবং তার থেকেও কেউ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না। যেহেতু সে বলে কোন জুম'আর ছ্বলাত ও

---

[১২৫] আল্লাহর ছ্বিফাতকে অস্বীকার করা বা আল্লাহকে গুণহীন সত্ত্বা বলে মনে করা।

জামা‘আতে ছ্বলাত নেই, ঈদের ছ্বলাত নেই, (সাদাকাহ্) দান নেই এবং তারা আরো বলে, “যারা বলবে না কুরআন সৃষ্ট, তারা কাফির”। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর উম্মাতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ তারা বৈধ মনে করে। তারা পূর্ববর্তীদের বিরোধিতা করে। তারা মানুষকে এমন বিষয়ে পরীক্ষায় (ফিতনা) ফেলেছে, যে ব্যাপারে না রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বলেছেন, আর না তার কোন ছাহাবী কিছু বলেছেন। তাদের আকাঙ্খা ছিল মাসজিদগুলো খালি থাকুক এবং দীনি বৈঠক উপেক্ষিত হোক। তারা ইসলামকে দুর্বল করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল, কারন তারা জিহাদকে বাদ রেখে লোকজনকে বিভক্তিতে ব্যস্ত রেখেছিল, আর তারা হাদীছের বিরোধিতা করেছিল আর মানসূখ (রহিত হওয়া বিষয়) বিধান অনুসারে কথা বলেছিল।[১২৬]

واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا: ليس عذاب قبر، ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم، فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسوط دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة [وأوهنوهما] وصارتا مكتومين؛ لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم،

তারা কুর’আনের অস্পষ্ট আয়াতসমূহের মাধ্যমে প্রমাণ গ্রহণ করত, আর এরই মাধ্যমে তারা জনগণের মনে তাদের মত ও ধর্মের ব্যাপারে সন্দিহান করে ফেলেছিল। তারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল আর বলেছিল, “কবরের কোন শাস্তি নেই, কোন হাউজ নেই, কোন শাফা‘আত নেই, আর জান্নাত এবং জাহান্নাম এখনো সৃষ্টিই হয়নি”।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তারা তার অধিকাংশই অস্বীকার করেছে। যে কেউ, আল্লাহর কালামের একটি আয়াতও বাতিল করবে সে যেন সমগ্র কুর’আনকেই বাতিল করল এবং যে কেউ রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর একটি হাদীছও বাতিল করবে সে যেন রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল বর্ণনাই (হাদীছ) বাতিল করে দিল, আর উক্ত ব্যক্তি

[১২৬] মু‘তাযিলা এবং রাফেযীরা (নাসখ) রহিতকরণকে অস্বীকার করে। তাদের পূর্বে ইয়াহূদীরা এটি অস্বীকার করত।

মহামহিম আল্লাহর ব্যাপারে অস্বীকারকারী কাফির। এভাবে করে তাদের সময় দীর্ঘায়িত হয় এবং একসময় তারা ঐ ব্যাপারে শাসকদের সহযোগিতা প্রাপ্ত হয়। কেউ তাদের বিরোধিতা করলেই তারা চাবুক ও তলোয়ারের জোরে তাদেরকে নির্মূল করা শুরু করলে সুন্নাত ও সুন্নাতের অনুসারী জামা'আত (প্রায়) বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে চক্ষুর অন্তরালে চলে গেল, তাদের (বিদ'আতীদের) আধিক্য, বিদ'আতের প্রকাশ ও কালাম/তর্কশাস্ত্রের প্রচলনজনিত কারণে।

واتخذوا المجالس، وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيها الكتب، وأطمعوا الناس، وطلبوا لهم الرياسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق، ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا، فهلك الخلق

এরপর তারা ঐ বিদ'আতীরা (ইলমী) মজলিস শুরু করল, তাদের (বানোয়াট) মতবাদের প্রসার ঘটাল, অসংখ্য কিতাব রচনা করল, মানুষকে প্রলুব্ধ করল, নিজেদের শাসন ক্ষমতা অর্জনে লিপ্ত হল, এটি ছিল খুব বড় ধরনের একটি পরীক্ষা[১২৭] একমাত্র আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে রক্ষা করেছেন শুধুমাত্র তারাই রক্ষা পেয়েছেন।

তাদের সোহবতে কোন ব্যক্তি থাকার নূন্যতম যে বিপদ হত তা হচ্ছে, তারা নিজেদের দীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ত, নয়তো তাদের অনুসরণে লিপ্ত হত, অথবা তারা মনে করত যে, তারা (উক্ত বিদ'আতীরা) সত্যের উপরে আছে। এবং তারা (সোহবতে থাকা ব্যক্তি) বুঝতে পারত না যে, সে নিজে হক্ব না বাতিল। এভাবে করে অসংখ্য মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতে লাগল।

---

[১২৭] মু'তাযিলাদের বিশ্বাস কুরআন সৃষ্ট! এটি ঘোষণা দেওয়া হয় আর প্রত্যেককে তা মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়। বিদ্বানগণকে হুমকি দেয়া হয় এবং তাদের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করতে বলা হয়। যারা এটি প্রত্যাখান করে তাদের কারারুদ্ধ করা হয়, হত্যা এবং অত্যাচারের হুমকি দেয়া হয়। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) সত্যের পক্ষে দাঁড়ান, কয়েক মাস কারারুদ্ধ থাকেন, বারবার তাকে শাসকদের সম্মুখে নিয়ে আসা হয়। হত্যার হুমকি দেয়া হয় এবং শিকল দ্বারা বেধে রাখা হয়। অবশেষে তাকে জনসম্মুখে প্রচন্ড প্রহার করা হয়েছিল।

'আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, "রিদ্দার সময় 'আবু বাকরের' মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দীনকে সাহায্য করেছেন এবং ফিতনার (মিহনাহ) সময় 'আহমাদ ইবনু হাম্বালের' দ্বারা সাহায্য করেছেন। –ইমাম যাহাবির 'তাযকিরাতুল হুফফাজ'; ২/১৬।

حتى كان أيام جعفر – الذي يقال له المتوكل – فأطفأ الله به البدع، وأظهر به الحق، وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم، مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا [هذا] والرسم وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بها، ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم، ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون.

(এভাবে খলীফা) জাফরের সময় পর্যন্ত চলতে থাকল, যাকে মুতাওয়াক্কিল বলা হত,[১২৮] আর তার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা বিদ‘আতকে নির্বাপিত করেন আর সত্য এবং সুন্নাহপন্থীদেরকে উদ্ভাসিত করেন। হক্বপন্থী উলামাগণ তাদের বক্তব্য জনগণের সামনে পেশ করতে থাকেন যদিও তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং বিদ‘আতীদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত।[১২৯] সুতরাং (বিদ‘আতীদের) রসম ও কতিপয় ভ্রষ্টতার প্রবক্তার অস্তিত্ব রয়েই গেল, তারা এগুলো পালন করতে থাকল, তার প্রতি আহবান অব্যাহত রাখল। কোন অন্তরায় তাদেরকে বিরত রাখতে পারল না এবং কেউই তাদেরকে তারা যা বলে ও আমল করে তা হতে বিরত রাখতে পারল না।

(১০১) অজ্ঞতা ব্যতীত কেউ প্রচলিত মতের পক্ষে অবস্থান নেয় না।

واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَا ٱخۡتَلَفُوٓاْ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِي بَيۡنَهُمۡ﴾ **وقال:** ﴿وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡ﴾ **وهم علماء السوء، أصحاب الطمع والبدع.**

জেনে রেখ যে, বিদ‘আত সব সময়ই যে কোন ডাকে সাড়া দানকারী অবিবেচ্য ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষদের নিকট থেকে আসে, যারা প্রতিটি বাতাসেই গা ভাসিয়ে দেয়।

---

[১২৮] আব্বাসীয় খলীফা আল-মুতাওয়াক্বিল ‘আলাল্লাহ: আবুল-ফজল, জা‘ফর; আল- মু‘তাছ্বিম বিল্লাহর পুত্র, আল-কুরাইশী। তিনি হিজরী ২৪৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করুন।

[১২৯] এটি একটি চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের পক্ষ হতে আল-মুতাওয়াক্বিলকে দেয়া হয়েছিল। তার পুত্র আব্দুল্লাহ ‘আস সুন্নাহতে’ এটি উল্লেখ করেছেন নং-৮৪।

আর যারা এমন করতে থাকে তাদের প্রকৃতপক্ষে কোন দীন নেই। আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا۟ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ﴾

"জ্ঞান আসার পর ওরা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত মতবিরোধ করেছিল"।[১৩০]

তিনি আরো বলেন:

﴿وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ﴾

"যাদেরকে দেওয়া হয়েছিল স্পষ্ট নিদর্শনাদি তাদের নিকট তা আসার পরও তারাই শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত মতভেদ সৃষ্টি করেছিল।"[১৩১]

তারা ছিল অসৎ আলেম, কেউ লোভী (দুনিয়ার প্রতি) এবং কেউ বিদ'আতী।

(১০২) সত্য এবং সুন্নাহর উপর সর্বদা এটি দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم، ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف، وقال: ﴿ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ﴾ **فاستثناهم فقال:** ﴿فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾. **وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:** «**لا [تزال عصابة] من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله**» .

জেনে রেখ যে, সত্য এবং সুন্নাহ্‌র পথ থেকে কখনও একটি দল বিলুপ্ত হবে না, এদেরকে আল্লাহ তা'আলা পথ প্রদর্শন করবেন, আর তাদের মাধ্যমে

[১৩০] সূরা আল-জাছিয়াহ; ১৭।

[১৩১] সূরা আল-বাক্বারাহ; ২১৩।

অন্যদেরকেও পথ দেখাবেন এবং সুন্নাহ্কে পুনরুজ্জীবিত করবেন। তারা ঐ সকল লোক যাদের সংখ্যা মতবিরোধের সময় কম হবে বলে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡ﴾

"আর যাদের কে তা দেয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাদের কাছে আসার পরে শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সে বিষয়ে তারা বিরোধিতা করত।"[১৩২]

এরপরে আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে আলাদা করে বলেন:

﴿فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٍ﴾

"অতঃপর আল্লাহ তার ইচ্ছাক্রমে ঈমানদারদেরকে হেদায়াত করেছেন সে সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সরল পথের দিকে হেদায়াত করেন।"[১৩৩]

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমার উম্মাতের এক দল লোক আল্লাহ তা'আলার হুকুম (কিয়ামাত) আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বদা বিজয়ীবেশে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের অপমানিত করতে চাইবে তারা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না।[১৩৪]

(১০৩) তিনিই বিদ্বানগণের একজন যিনি কুর'আন সুন্নাহ্র অনুসারী, যদিও তার জ্ঞান সীমিত।

واعلم – رحمك الله – أن العلم ليس بكثرة الرواية [والكتب] إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم [والكتب] ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم [والكتب].

---

[১৩২] সূরা আল-বাক্বারাহ; ২১৩।

[১৩৩] সূরা আল-বাক্বারাহ; ২১৩।

[১৩৪] ছ্বহীহ: মুসলিম; হা/১৯২০, তিরমিযী; হা/২২২৯, এবং ইবনু মাজাহ; হা/১০, আরো বর্ণিত হয়েছে ছ্বহীহ বুখারী; হা/৩৬৪০,

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনুগ্রহ করুন! জেনে রেখ যে, ইলম মানে নিছক প্রচুর পরিমাণে বর্ণনা করা এবং (সংগ্রহে প্রচুর) বই থাকাকে বুঝায় না। তিনিই বিদ্বান যিনি কুরআন সুন্নাহ্‌র অনুসারী, এমন কি যদিও তার জ্ঞান সীমিত[১৩৫] এবং তার সংগ্রহে অল্প পরিমাণে বই থাকে। যে কেউ কুরআন সুন্নাহ্‌র সাথে মতবিরোধ করবে সে একজন বিদ'আতী, যদিও সে প্রচুর বর্ণনাকারী হয়, আর তার সংগ্রহে প্রচুর বই থাকে।

(১০৪) যে কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ তা'আলা বা দীন সম্পর্কে কথা বলে সে সীমালঙ্ঘনকারী।

واعلم – رحمك الله – أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم، فهو من المتكلفين.

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনুগ্রহ করুন! জেনে রেখ যে, যে কেউ আল্লাহর দীন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত, যুক্তি এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে কথা বলবে যার প্রমাণ সুন্নাহ এবং জামা'আতে নেই, তাহলে সে যেন আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে না জেনেই কথা বলল।[১৩৬] আর যে কেউ আল্লাহর ব্যাপারে না জেনে কথা বলবে সে সীমালঙ্ঘণকারী।[১৩৭]

---

[১৩৫] আশ-শাফেঈ' (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "ইলম শুধু মুখস্ত করাই নয়, বরং যা উপকারী"। আবু নুআঈ'মের 'হিলয়াতুল-আওলিয়া; ৯/১২৩।

[১৩৬] আল্লাহর কিতাবে অজ্ঞতাবশত আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলা, যা শির্ক হিসাবে দেখা হয়েছে, তিনি সকল ত্রুটি হতে মুক্ত। তিনি বলেন:

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٣٣ ﴾

বলুন,'নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা। আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা-যার কোন সনদ তিনি নাযিল করেননি। আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কোন কিছু বলা যা তোমরা জান না। সূরা আল-আ'রাফ; ৩৩।

[১৩৭] মাসরুক (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন, একথা বলা জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চই আল্লাহ্ তাঁর নাবীকে ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

(১০৫) হক্ব, সুন্নাহ, এবং জামা‘আত।

والحق ما جاء من عند الله، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر [وعثمان]

আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে যা আসে তা হক্ব। সুন্নাহ যা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথ বা সুন্নাহ; আর জামা‘আত হলো আবু বকর, উমার, উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) দের খিলাফতকালে যার উপর আল্লাহর রসূলের সকল ছাহাবীগণ ঐক্যবদ্ধ ছিলেন।

(১০৬) সুন্নাহর সাথে লেগে থাকার মধ্যেই সফলতা আর এটি নতুন প্রজন্মেরও পথ।

ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه [أصحابه و] الجماعة فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ستفترق أمتي» وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: «ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي» .

فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والتعمق، وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق».

যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ্ এবং যার উপর তার ছাহাবীগণ ও জামা‘আত ছিলেন, সে সকল বিদ‘আতীদেরকে বিদীর্ণ করে দেবে, এতে করে সে স্বস্তি লাভ করবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তার দীন রক্ষা পাবে। কেননা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার

﴿ قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾

বলুন,‘আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ীদের অর্ন্তভুক্ত নই। সূরা ছ্বদ: ৮৬। ছ্বহীহ বুখারী; ৪৮০৯।

উম্মাহ বিভক্ত হয়ে যাবে” এবং তিনি আমাদেরকে আরো বলেন, কিভাবে এই বিভক্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তিনি বলেন,“এটি সেটি যার উপর আমি ও আমার ছাহাবীগণ আজকে প্রতিষ্ঠিত” ।[১৩৮]

এটিই হল চিকিৎসা, স্পষ্ট ব্যাখ্যা, সুস্পষ্ট বিষয়ের আদেশ এবং আলো প্রদানকারী আলোকস্তম্ভ। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা গোঁড়ামীপূর্ণ বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকবে এবং কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ (চুলচেরা বিশ্লেষণ) থেকেও বেঁচে থাকবে। তোমাদের উপর অবশ্যই কর্তব্য হল, আর তোমাদের উপর আবশ্যক যে তোমরা তোমাদের প্রাচীন দীনকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে।”[১৩৯]

(১০৭) যে কেউ বিদ‘আতের অনুসরণ করবে সে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহকে বাতিল করবে।

واعلم أن العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفُرقة، وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب محمد رسول

---

[১৩৮] তিরমিযী; হা/২৬৪১। হাদীছটি হাসান সুত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[১৩৯] এটি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীছ নয়, বরং এটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বক্তব্য হিসেবে মাওক্বুফ। দ্বঈফ: দারিমী; হা/১৪৪ ও ১৪৫, ত্ববারানী; হা/৮৮৪৫, আবু নাছ্বর এর আস-সুন্নাহ; হা/৮৫, লালকাঈ; হা/১০৮।

[অনেক বিদ্বানই এটিকে বর্ণনা করেছেন, কেউ কেউ এটিকে ছ্বহীহ ও বলেছেন। তবে সঠিক কথা হচ্ছে এর সানাদে ইনক্বিত্বা‘ রয়েছে, যার কারণে এটি সানাদের দিক থেকে দ্বঈফ। এই হাদীছের বর্ণনাকারী আবূ ক্বিলাবাহ তিনি সরাসরি ইবন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তার বক্তব্য বর্ণনা করেছেন, অথচ তিনি তার সাক্ষাৎ পাননি।- সম্পাদক]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা সাবধান থাকো। কেননা তোমাদের পূর্বেকার লোকেদেরকে দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ধ্বংস করেছে। ছ্বহীহ: ইবনু মাজাহ; হা/৩০২৯, আহমাদ; হা/১৮৫১ ও ৩২৪৮, নাসাঈ; হা/৩০৫৭, ছ্বহীহাহ; হা/১২৮৩।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সাবধান! চরমপন্থীরা (সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করা) ধ্বংস হয়েছে, তিনি এ কথা তিনবার বললেন। ছ্বহীহ: মুসলিম; হা/২৬৭০, আবু দাউদ; হা/৪৬০৮, আহমাদ; হা/৩৬৫৫,

الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون [رجل] يدعو إلى شيء أحدثه من قبله [أو من قبل رجل] من أهل البدع، فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به، فقد رد السنة وخالف [الحق و] الجماعة، وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس.

জেনে রেখ যে, প্রাচীন দীন (পূর্ববর্তীদের দীন) মূলত রসূলুল্লহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর মৃত্যু হতে 'উসমান ইবনু 'আফফান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যু পর্যন্ত। তাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে সূত্রপাত হয় দলীয় বিরোধ এবং মতানৈক্য। উম্মাহ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, বিভক্ত হয়ে পড়ে, লোভে বশীভূত হয়ে যায় আর দুনিয়ার মোহ সৃষ্টি হয়। এটি কারো জন্য অনুমোদন যোগ্য নয় যে, নতুন কোন কিছুর উদ্ভব করা যার উপর রসূলুল্লাহর ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছাহাবীগণ ছিলেন না, অথবা সে এমন বিষয়ে আহবান করবে যা তাদের পূর্বের কোন বিদ'আতী দীনের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে, এরূপ করলে সেও তাদের ন্যায় বিদ'আতী বলে গণ্য হবে। তাই যে কেউ অনুরূপ বিশ্বাস করবে বা এ অনুযায়ী কথা বলবে, তাহলে সে প্রত্যাখ্যান (বাতিল) করল সুন্নাহ্‌কে, আর বিরোধিতা করল হক্ব ও জামা'আতের এবং বিদ'আতকে বৈধ বানিয়ে দিল, (এ কারণে) সে উম্মাহর জন্য ইবলিস থেকেও বেশী ক্ষতিকর।[১৪০]

(১০৮) যে কেউ বিদ'আতীদের আঁকড়ে ধরবে, সে সুন্নাহপন্থীদের পরিত্যাগ করবে।

ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة، وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان، وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

যদি কোন ব্যক্তি বিদ'আতপন্থীরা কোন সুন্নাহগুলো পরিত্যাগ করেছে এবং কোন সুন্নাহগুলোতে তারা (আহলুস সুন্নাহ থেকে) আলাদা হয়েছে, এরপর সে (তাদের বিরোধিতা করার জন্য) উক্ত সুন্নাহগুলোকে আঁকড়ে ধরে, তাহলে সে একজন

[১৪০] আল-লালকাঈর; শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ, আছার নং/২৩৮, সুফিয়ান আছ- ছাউরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: "ইবলিসের কাছে পাপ থেকে বিদ'আত অধিকতর প্রিয়, কারণ পাপী পাপ থেকে তওবা করে, কিন্তু বিদ'আতি বিদ'আত থেকে তওবা করে না।"

সুন্নাহপন্থী এবং জামা'আতভুক্ত ব্যক্তি। তাকে অনুসরণ করা, সাহায্য করা এবং সুরক্ষা দেওয়া উচিত। তিনি তাদের মধ্যকার একজন রূপে গণ্য হবেন যাদের ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসীয়ত করে গিয়েছেন।

(১০৯) বিদ'আতের মূল হচ্ছে চারটি।

واعلموا – رحمكم الله – أن أصول البدع أربعة أبواب، انشعب من هذه الأربعة اثنان [وسبعون] هوًى، ثم يصير كل واحد من البدع [يتشعب] حتى تصير كلها [إلى] ألفين وثمان مائة [مقالة] ، وكلها ضلالة، وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب، واعتقده من غير ريبة في قلبه، ولا شكوك، فهو صاحب سنة، وهو الناجي إن شاء الله.

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনুগ্রহ করুন! জেনে রাখ, বিদ'আতের মূল চারটি। এই চারটি উৎস হতেই ৭২ টি (বিদ'আতী) শাখা রয়েছে, আর এর প্রত্যেকেরই প্রশাখা আছে, যা হিসাবে দুই হাজার আটশর মত হবে। তাদের সকলেই পথভ্রষ্ট। একটি দল ব্যতীত তাদের সকলেই জাহান্নামী, তারা হলো যারা এই কিতাবের সব কিছুর উপর ঈমান আনে, দৃঢ়তার সহিত সত্যায়ন করে, আর তাদের অন্তরে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। সুতরাং এই ব্যক্তি হচ্ছে সুন্নাহপন্থী লোক এবং আল্লাহ ইচ্ছায় সে রক্ষা পাবে।[১৪১]

(১১০) লোকজন যদি এমন কোন কিছু না বলে যার কোন প্রমাণ নেই, কোন বিদ'আতই থাকত না।

واعلم – رحمك الله – لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء [ولم] يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة.

[১৪১] যাই হোক এই কিতাব আল্লাহ তা'আলার ওয়াহী, যা তিনি তাঁর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে পৌঁছিয়েছেন তাঁর বাণী এবং যার উপর ছাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ঐক্যবদ্ধ ছিলেন।

আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে অনুগ্রহ করুন! জেনে রাখ যে, যদি লোকজন (দীনের মাঝে) কোন নতুন কাজ তৈরী না করত, এবং কোন বিষয়ে তারা (সুন্নাহকে) অতিক্রম না করত এবং রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবীদের থেকে হাদীছ পাওয়া না গেলে কোন কথার সূত্রপাত না করত, তাহলে (সমাজে) কোন বিদ‘আতই (বাকী) থাকত না।

(১১১) যেভাবে একজন ব্যক্তি কুফরীতে পতিত হয়।

واعلم – رحمك الله – أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتق الله – رحمك الله – وانظر لنفسك، وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء.

আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে অনুগ্রহ করুন! জেনে রাখ যে, একজন বান্দা বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসী কোনটিতেই পরিণত হয়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অস্বীকার করে আল্লাহ তা‘আলা যা নাযিল করেছেন তাতে কিছু যুক্ত করা বা তা থেকে কিছু বাদ দেয়া অথবা অস্বীকার করা মহামহিম পরাক্রমশালী আল্লাহর কোন কথা বা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কোন কথা।

সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাকে অনুগ্রহ করুন! সর্তক হও নাফসের প্রতি এবং দীনকে অতিরঞ্জিত করার ব্যাপারে, কারণ সর্বোপরি এটি সঠিক নয়।

(১১২) যে কেউ কোন সুন্নাহর অংশ বিশেষ বাতিল করল, সে যেন সকল সুন্নাহ্ বাতিল করল।

وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب، فهو عن الله، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه وعن التابعين، والقرن الثالث إلى القرن الرابع، فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض [والرضى] لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به [حيرانا] عن حيرته، أو صاحب بدعة من بدعته، أو ضالا عن ضلالته، فينجو به.

আমি এই বইয়ে তোমার জন্য যা কিছু বর্ণনা করেছি তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ হতে, তার ছাহাবীগণ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) হতে, তাবি'ঈগণ হতে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মের বিদ্বানগণ হতে।

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে ভয় কর! সত্যায়ন কর, রূজু কর, আত্মসমপর্ণ কর এবং সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ কর যা এই বইয়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিবলাপন্থী কোন ব্যক্তির নিকট থেকে এই বইয়ের কোন কিছু গোপন কর না।

সম্ভবত এই বইয়ের মাধ্যমে আল্লাহ একজন বিভ্রান্ত লোককে তার বিভ্রান্তি দূর করাবেন, একজন বিদ'আতীকে তার বিদ'আত দূর করাবেন এবং পথভ্রষ্ট লোক হতে তার ভ্রষ্টতা দূর করবেন, আর হতে পারে এতে সে রক্ষা পাবে।

فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، فرحم الله عبدا، ورحم والديه قرأ هذا الكتاب، وبثه وعمل به ودعا إليه، واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من استحلّ شيئا خلاف ما في هذا الكتاب، فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى، إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى، وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها.

فعليك بالقبول، ودع عنك المحك واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله.

তাই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, আর তোমার জন্য আবশ্যক যে, তুমি প্রাচীন ও প্রাথমিক যুগের (দীনি) বিষয়সমূহকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে। আর সেটি হচ্ছে যা আমি এই বইয়ে বর্ণনা করেছি। সেই ব্যক্তি এবং তার পিতামাতাকে আল্লাহ রহমত করুন, যে এই বই পাঠ করবে, প্রচার করবে, এটি অনুযায়ী কাজ করবে, এই বইয়ের প্রতি আহবান করবে আর প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করবে। কেননা এটা

আল্লাহ তা'আলা ও রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীন[১৪২] যে কেউ এই বইয়ের বিপরীত কোন কিছুকে বৈধ মনে করবে, তাহলে সে আল্লাহর দীনের অনুসারী নয়, অধিকন্তু সব কিছু প্রত্যাখানকারী। যেমন, যদি কোন বান্দা আল্লাহ তা'আলার সকল কথাই বিশ্বাস করে শুধু মাত্র একটি অক্ষরের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে, তাহলে সে আল্লাহর সকল কথা বাতিল করে দিল আর পরিণত হলো কাফিরে।

যেমন 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' (لا إله إلا الله) একথার সাক্ষ্য তার সাক্ষ্যদাতা থেকে গৃহিত হয় না, যতক্ষণ না তার নিয়তের বিশুদ্ধতা ও আন্তরিক বিশ্বাস না পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তির থেকে সুন্নাতকে কবুল করবেন না যে ব্যক্তি অন্য একটি সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে, কেননা যে ব্যক্তি কোন সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে, সে যেন পুরো সুন্নাতকেই পরিত্যাগ করে।

সুতরাং তোমার উপর আবশ্যক যে তুমি এ সকল বিষয় কবুল করবে, এবং তর্ক-বিতর্ক ও একগুয়েমি পরিহার করবে। কেননা দীনের মধ্যে এর কোন স্থান নেই। আর (স্মরণ রেখ) বিশেষভাবে তোমার সময় ভালো সময় নয়। সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় কর।

(১১৩) যখন ফিতনাহ্ উদিত হয়, তখন তোমরা গৃহে অবস্থান কর।

وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك، وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها، ولا تقاتل فيها، ولا تهو، ولا تشايع، ولا تمايل، ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم – خيرا كان أو شرا – كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته.

[১৪২] আল্লাহর দীন সুপরিচিত, আল্লাহর কিতাব এবং আর রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহ বুঝতে হবে পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের বুঝ অনুসারে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা ব্যতীত সকল লোকজনেরই কিছু কথা সঠিক, আর কিছু কথা ভুল।

যখন ফিতনা আপতিত হবে, তখন তোমরা গৃহে অবস্থানকে আবশ্যক কর[১৪৩] এবং ফিতনাহ্‌র নৈকট্য হতে পলায়ন কর। সতর্ক হও গোত্র-প্রীতি হতে এবং পৃথিবীতে মুসলিমদের মধ্যকার প্রত্যেকটি সংঘাতের ঘটনা হলো অনৈক্য এবং এক একটা পরীক্ষা। একমাত্র আল্লাহকে ভয় কর, যার কোন শরীক নেই। ফিতনার মধ্যে যেও না। ঐ অবস্থায় যুদ্ধ ও কর না, আগ্রহ প্রকাশ কর না, পক্ষ অবলম্বন কর না, তাদের প্রতি ঝুঁকে যেও না এবং তাদের কোন কর্মকে ভালোবেসো না। কেননা বলা হয়ে থাকে যে, "যে মানুষের কোন মন্দ অথবা ভালো কাজকে ভালোবাসবে, সে ঠিক যেন তাদেরই মত।"

আল্লাহ আমাদের ও তোমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি দান করুন! এবং আমাদের ও তোমাদেরকে তাঁর অবাধ্যতা হতে দূরে রাখুন!

(১১৪) তারকার কোন প্রভাব নেই।

وأقل النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، واله عما سوى ذلك، فإنه يدعو إلى الزندقة.

নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর পরিমিতরূপে, কেবলমাত্র ইবাদতের সময় জানতে পারাই তোমার জন্য যথেষ্ট।[১৪৪] এর অন্যথায় ঘটলে এটি যিন্দীক (ধর্মত্যাগী) হওয়ার দিকে আহবানকারী হতে পারে।

---

[১৪৩] ইবনু আয-যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত ঃ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আবুল কাসিম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, যদি তুমি ফিতনার নাগাল পাও, তাহলে উহুদে চলে যাও এবং তোমার তরবারি ভোঁতা করে ফেল, তখন গৃহে অবস্থান কর"। ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে (৪/২২৬ এবং ৫/৬৯), শাইখ আলবানী হাসান সূত্রে তার ছ্বহীহাতে নিয়ে এসেছেন (৩/নং. ১৩৭৩)।

[১৪৪] রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যখন আমার ছাহাবীদের (মন্দ বিষয়) উত্থাপিত হবে, তা প্রত্যাখ্যান কর, যখন তারকার (প্রভাব বিষয়) উল্লেখ করা হবে, তা প্রত্যাখ্যান কর এবং যখন তাক্বদীর বিষয়ে বলা হবে, তা প্রত্যাখ্যান কর। ছ্বহীহ: ত্বাবারানীর আল-মু'জামুল কাবীর; হা/১৪২৭ ও ১০৪৪৮, শাইখ আলবানী তার ছ্বহীহুল জামি'; হা/৫৪৫।

(১১৫) সতর্ক হও কালাম বা তর্কশাস্ত্র এবং এর চর্চাকারী হতে।

وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام،

সতর্ক হও কালাম বা তর্কশাস্ত্রের চর্চা হতে এবং দার্শনিকদের সঙ্গ হতে।[১৪৫]

(১১৬) হাদীছ ও মুহাদ্দিছদের সান্নিধ্যে অবস্থানকে দৃঢ় করা।

وعليك بالآثار، وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس.

তোমার উচিত হাদীছকেই আঁকড়ে ধরা, মুহাদ্দিছদেরকে জিজ্ঞাসা করা, তাদের মজলিসে বসা, আর তাদের কাছ থেকেই (ইলম) সংগ্রহ করা।

(১১৭) ভয় অপেক্ষা আর কোন (উত্তম) বিষয় দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করা হয় না (যা অনুরূপ)।

واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى.

জেনে রেখ, আল্লাহর ভয়, ভয়ের উপায়, উৎকণ্ঠা, আশংকা ও মহান আল্লাহ তা'আলা হতে লজ্জা পাওয়া থেকে অনুরূপ কোন বিষয়ের দ্বারাই আল্লাহর ইবাদত সম্পাদন করা হয়নি।[১৪৬]

(১১৮) নির্জন অবস্থায় নারীদের সঙ্গের ব্যাপারে সতর্ক হও।

---

[১৪৫] ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,"যারা ইলমুল কালাম চর্চা করে তার বিষয়ে আমার বিধান এই যে, তাদেরকে খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে পেটাতে হবে, এভাবে বাজারের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে এবং বলতে হবে, যারা কিতাব ও সুন্নাহ্ ছেড়ে ইলমুল কালামে মনোনিবেশ করে তাদের এ শাস্তি"। আল-বাগাওয়ীর 'শারহ্ আস-সুন্নাহ্'; ১/২১৭-২১৮।

খত্বীব আল-বাগদাদীর জামি'উ বায়ানিল 'ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী; আছার/১৭৯৬।

[১৪৬] আশা, ভয় ও ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে হয়।

واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة.

আর তুমি সতর্ক থাকবে তাদের সাথে বসার ক্ষেত্রে, যারা তোমাকে (দুনিয়াবী অবৈধ) আবেগ ও ভালোবাসার প্রতি আহবান করে এবং যারা নারীদের সাথে নির্জনে এবং তাদের যাতায়াতের পথে মিলিত হয়; কেননা এরা সকলেই ভ্রষ্টতার উপরে রয়েছে।[১৪৭]

(১১৯) আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকে তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

واعلم – رحمك الله – أن الله – تبارك وتعالى – دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلا منه.

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনুগ্রহ করুন! জেনে রেখ যে, করুনাময় আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকে তাঁর ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছেন। এরপর যাকে খুশি তাকে তিনি ইসলামের মাধ্যমে প্রাধান্য দিয়েছেন।[১৪৮]

(১২০) 'আলী এবং মু'আবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মধ্যকার যুদ্ধ সম্পর্কে কোন কথা বলা যাবে না।

والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير، ومن كان معهم، ولا تخاصم [فيهم]، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم

[১৪৭] ঠিক বহুসংখ্যক দলে বিভক্ত পথভ্রষ্ট সুফিদের মত

[১৪৮] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "(তারা মনে করে)'তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমাকে ধন্য করেছে'। বল,' তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছ মানে করো না। বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক। –সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৭।

وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني » «وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم» .

'আলী, মু'আবিয়া, আয়েশা, তালহা এবং আয-যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এবং যারা তাদের সাথে ছিলেন তাদের মধ্যকার যুদ্ধ সম্পর্কে চুপ থাকা (জরুরী)। (আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে এবং তাদের সঙ্গে যারা ছিলেন তাদেরকেও অনুগ্রহ করুন)। তাদের সম্পর্কে বিতর্ক কর না, করুনাময় আল্লাহ তা'আলার উপর তাদের বিষয়টা ছেড়ে দাও। যেহেতু রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "সতর্ক হও আমার ছাহাবীগণ, আমার শশুর ও জামাতাদের ব্যাপারে কথা বলার ব্যাপারে হুশিয়ার থাকবে"।[১৪৯] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "নিশ্চই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে দেখে আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের যা ইচ্ছা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"[১৫০]

(১২১) মুসলিমের সম্পদ (অন্যের জন্য) হারাম, তা ব্যতীত যা তিনি স্বেচ্ছায় দান করেন।

واعلم – رحمك الله – أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل [مال] حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى [أن] يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما.

[১৪৯] এই হাদীছের শব্দগুলো সঠিক নয়। অর্থাৎ এই শব্দে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না, তবে ছাহাবীদের ব্যাপারে কথা না বলার ব্যাপারে অনেরক ছ্বহীহ বর্ণনা রয়েছে। যাই হোক, একটি ছ্বহীহ হাদীছ যা আবু সা'ঈদ খুদরী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের একজনের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সওয়াব হবে না। ছ্বহীহ: আহমাদ; ১১০৭৯, ১১৫১৬, ১১৫১৭, ১১৫১৮ ও ১১৬০৮ বুখারী, হা/৩৬৭৩ এবং মুসলিম; হা/২৫৪০ ও ২৫৪১।

[১৫০] ছ্বহীহ: আহমাদ; হা/৬০০, ৮২৭, ৫৮৭৮, ৭৯৪০ ও ১৪৭৭৪, বুখারী; হা/৩০০৭, ৩০৮১, ৩৯৮৩, ৩২৭৪, ৩৮৯০, ৬২৫৯ ও ৬৯৩৯, মুসলিম; হা/২৪৯৪।

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনুগ্রহ করুন! জেনে রেখ যে, মুসলিমের সম্পদ (অন্য মুসলিমের জন্য) হারাম, তা ব্যতীত যা তিনি স্বেচ্ছায় দান করেন।[১৫১] কোন ব্যক্তির কাছে যদি অবৈধ কোন সম্পদ থেকে থাকে, তাহলে সেই এর জিম্মাদার। তার অনুমতি ছাড়া যে কোন উপায়ে তার উক্ত সম্পদ থেকে ছিনিয়ে নেয়া বৈধ নয়। সম্ভবত সে তাওবা করবে এবং স্বেচ্ছায় সম্পদ, তার বৈধ মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দিবে, কিন্তু তুমি সেখান থেকে কিছু গ্রহণ করলে তা হারাম হবে।

(১২২) জীবিকার জন্য অন্য লোকজনের উপর নির্ভর করার চেয়ে, নিজেই উপার্জন করা।

والمكاسب [مطلقة] ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا، يأخذ من الفساد مسيكة نفسه، لا تقول: أترك [المكاسب] وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا، وقال عمر رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس.

অর্থ উপার্জন করা সাধারণভাবে উন্মুক্ত, যেগুলোর বিশুদ্ধতা তোমার কাছে স্পষ্ট থাকে, যতক্ষণ না কোন অবৈধ কিছু পাওয়া যায়। যদি এটি দুর্নীতিযুক্ত/অসাধু উপায় হয়, আর সে সেখান থেকে উপার্জন করে, সে যেন তা গ্রহণ করে, যা কিনা তার নিজের জন্য পর্যাপ্ত মনে করে এবং এ কথা না বলে, "আমি উপার্জন করা ছেড়ে দেব আর মানুষ আমাকে যা দেয় তা গ্রহণ করব"। ছাহাবীগণ এ ধরনের কাজ করেননি কিংবা আমাদের সময় পর্যন্ত বিদ্বানগণের মধ্যেও এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়নি। 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, উপার্জনে অপবিত্র কোন কিছু থাকা মানুষের কাছে মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে ভালো"।[১৫২]

---

[১৫১] রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "একজন মুসলিমের সম্পদ (অন্যের জন্য) হারাম, সেটা ব্যতীত যা তিনি স্বেচ্ছায় দান করেন"। ছ্বহীহ: আহমাদ; হা/২০৬৯৫, এবং 'আল-ইরওয়া'; হা/১৪৫৯

[১৫২] ওয়াকী' ইবনু আল-জার্‌রাহ হতে 'কানজুল-'উম্মাল'; হা/৯৮৫৪।

(১২৩) জাহ্মিয়াদের পেছনে ছ্বলাত আদায় করবে না।

والصلوات الخمس جائزة خلف [من] صليت خلفه، إلا أن يكون [جهميا] ، فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا، وهو سلطان فصل خلفه، وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة، فصل خلفه ولا تعد صلاتك.

জাহ্মিয়া ব্যতীত যে কারো পিছনে অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত আদায় করা জায়িয, কারণ সে (আল্লাহর ছ্বিফাতসমূহকে) বাতিলকারী! যদি তুমি তার পিছনে ছ্বলাত আদায় কর, তাহলে সে ছ্বলাত পুনরায় আদায় করতে হবে। জুমু'আর দিনে তোমার ইমাম জাহ্মিয়া হলে, আর সে যদি শাসক হয়, তাহলে তার পিছনে ছ্বলাত আদায় কর, (কিন্তু) তা পুনরায় আদায় করতে হবে।[১৫৩] আর যদি তোমার ইমাম চাই শাসক হোক বা না হোক, সুন্নাহপন্থী হলে, তার পিছনে ছ্বলাত আদায় করবে এবং তা পুনরায় আদায় করবে না।

(১২৪) যদি তুমি আবু-বকর (রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) এবং উমার (রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) এর কবরে আস, তাহলে তাদেরকে সালামের মাধ্যমে সম্ভাষণ কর।

والإيمان بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [قد] دفنا هنالك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আবু বকর ও 'উমার 'আয়িশা রদ্বিইয়ল্লাহু 'আনহার ঘরে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে শায়িত। তাদেরকে তার সাথে কবরস্থ করা হয়েছিল। তুমি যদি তাদের কবরের নিকটে গমন কর, তাহলে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর পর অবশ্যই তাদেরকে সালাম দিবে।[১৫৪]

---

[১৫৩] আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ তাঁর পিতা ইমাম আহমাদের সূত্রে বর্ণনা করেন 'আস-সুন্নাহ' গ্রন্থে; আছার/ ৪ ও ৫।

[১৫৪] তাদেরকে সালামের দ্বারা ঠিক সেভাবে সম্ভাষণ করা হবে, যেভাবে মুসলিমদের কবর জিয়ারতের সময় করা হয়।

(১২৫) সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ চলমান রাখ, যতক্ষণ পর্যন্ত না তরবারীর ভয় থাকে।

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، إلا من خفت سيفه أو عصاه.

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ওয়াজিব-বাধ্যতামূলক,[১৫৫] যদি (তোমার) মানুষের তলোয়ার বা লাঠির ভয় না থাকে।

(১২৬) আল্লাহ তা'আলার সকল বান্দাদেরকে সালাম দেয়া।

والتسليم على عباد الله أجمعين.

সালাম দ্বারা সম্ভাষণ কর আল্লাহ তা'আলার সকল বান্দাদেরকে।

(১২৭) যে কেহ মাসজিদে জুম'আর ছ্বলাত পরিত্যাগ করবে সে একজন বিদ'আতী।

ومن ترك [صلاة الجمعة] والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له.

যে কেউ মাসজিদে জুম'আর বা জামা'আতের ছ্বলাত পরিত্যাগ করবে কোন অজুহাত ছাড়া, তাহলে সে একজন বিদ'আতী।[১৫৬] একটি অজুহাত হতে পারে অসুস্থতা, যা একজন ব্যক্তিকে অক্ষম করে মাসজিদে যাওয়া হতে কিংবা অত্যাচারী শাসকের ভয়, আর এগুলো ছাড়া আর কোন অজুহাত নেই।

(১২৮) ইমাম নিয়োগ করা হয় অনুসরণের জন্য।

---

[১৫৫] সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকতে হবে, অন্যথায় সেটি তার জন্য ভালোর চেয়ে ক্ষতি বেশী হবে এবং সে একমাত্র শয়তানের কাজে সহায়তা করবে, যা হারাম।

[১৫৬] সুস্থমস্তিষ্ক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মধ্যে যারা অংশগ্রহণ করতে সক্ষম, তাদের জন্য মাসজিদে সম্মিলিত ছ্বলাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। এটিই বিদ্বানগণের সবচেয়ে সঠিক অভিমত।

ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له.

যে কেউ ইমামের পিছনে ছ্বলাত আদায় করবে আর তাকে অনুসরণ করবে না, তাহলে তার ছ্বলাত আদায় হবে না।[১৫৭]

(১২৯) সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ তলোয়ার দ্বারা করা যাবে না।

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب، بلا سيف.

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে হবে হাতের সাহায্যে, জিহ্বার দ্বারা এবং অন্তরের দ্বারা।[১৫৮] তলোয়ার দ্বারা করা যাবে না।[১৫৯]

(১৩০) নির্দোষ মুসলিম কে

والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة.

যার মধ্যে কোন সন্দেহজনক চিহ্ন দেখা যায় না, তিনিই নির্দোষ মুসলিম।

---

[১৫৭] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন তিনি রুকু' করেন তখন তোমরাও রুকু' করবে। যখন "সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ" বলেন, তখন তোমরা "রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" বলবে আর তিনি যখন সাজদাহ্ করেন তখন তোমরাও সাজদাহ্ করবে। যখন তিনি বসে ছ্বলাত আদায় করেন তখন তোমরাও বসে ছ্বলাত আদায় করবে। ছ্বহীহ বুখারী; হা/৬৮৮, ৬৮৯, ৭২২ ও ৭৩৪, মুসলিম; হা/৪১১, ৪১২ ও ৪১৭

[১৫৮] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কেউ কোন অন্যায় হতে দেখলে সে তা হাতের সাহায্যে দমন করতে সক্ষম হলে তা দ্বারা যেন প্রতিরোধ করে। যদি হাতের দ্বারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হয়, তবে জিহ্বা দ্বারা আর যদি জিহ্বা দ্বারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হলে তবে অন্তর দ্বারা, তবে এটা দুর্বল ঈমানের স্তর। ছ্বহীহ: আহমাদ; হা/১১০৭৩, ১১৪৬০, ১১৫১৪ ও ১১৮৭২, মুসলিম; হা/৪৯, আবু দাউদ; হা/৪৩৪০, তিরমিযী; হা/২১৭২, নাসাঈ; হা/৫০০৮, ইবনু মাজাহ; হা/১২৭৫।

[১৫৯] ইবনু রজব (রহিমাহুল্লাহ) তার 'জামি'উল 'উলূমি ওয়াল হিকাম' গ্রন্থে; বলেন, "হাতের দ্বারা প্রতিরোধ/পরিবর্তন বলতে এখানে যুদ্ধ বুঝানো হয়নি। এটি আরো বর্ণিত আহমাদ হতে সলিহ্‌র সূত্রে। তিনি বলেন: 'হাতের দ্বারা প্রতিরোধ/পরিবর্তন বলতে এখানে তলোয়ার এবং অন্য অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করাকে বুঝানো হয়নি", ২/২৪৮।

(১৩১) ‘ইলমুল-বাতিন একটি নতুন বিষয়, যা কুর’আন সুন্নাহ্‌তে খুঁজে পাওয়া যায় না।

وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد [أن] يعمل به، ولا يدعو إليه.

(‘ইলমুল বাতিন) বা গুপ্তজ্ঞান যা কিছু বান্দা দাবী করে থাকে যার অস্তিত্ব কুর’আন সুন্নাহ্‌তে খুঁজে পাওয়া যায় না, তা হলো বিদ‘আত এবং পথভ্রষ্টতা। এটি চর্চা করা যাবে না এবং এর দিকে আহ্বানও করা যাবে না।[১৬০]

(১৩২) অভিভাবক ব্যতীত কোন বিবাহ নেই।

وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل، فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا، إلا بولي وشاهدي [عدل] وصداق.

একজন মহিলা যে নিজেই নিজেকে সমর্পন করে কোন পুরুষের কাছে (বিবাহ করে কোন পুরুষকে), তবে তার জন্য তা হালাল হবে না। তারা দু’জনই শাস্তির আওতাভুক্ত হবে, যদি সে তার কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করে থাকে, আর (এ হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত) যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন অভিভাবক, দুইজন [ন্যায়পরায়ণ] সাক্ষী এবং মহরের দ্বারা উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হচ্ছে।[১৬১]

---

[১৬০] এ বিষয়ে চরমপন্থী বিদ’আতীরা, বাতেনী এবং চরমপন্থী সুফীদের মধ্য থেকেও এর প্রতি আহ্বান করে থাকে। তারা কিছু দূরবর্তী ব্যাখ্যা করে, আর দাবি করে তাদের প্রবৃত্তির বশিভূত হয়ে আল্লাহর কিতাব এবং শারি’আহকে গ্রহণ করে। তারা দাবি করে কুর’আন সুন্নাহর বাহিরেও তাদের কাছে দীনের গুপ্ত জ্ঞান পৌঁছে, যা স্পষ্ট কুফরী। শয়তানরা আরো বলে থাকে ৯০ পারা কালাম, জাহির ৩০ পারা কুরআন আর বাতিন ৬০ পারা।

[১৬১] রসূলুল্লাহ ছুল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে সম্পন্ন হতে পারে না।” ছ্বহীহঃ তিরমিযী হা/১১০১, আহমাদ; হা/২২৬০, ১৯৫১৮, ১৯৭১০, ১৯৭৪৬ ও ২৬২৩৫, আবু দাউদ; হা/২০৮০।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আয়িশা ও উমার রদ্বিইয়াল্লাহ ‘আনহুম বলেন, “ অভিভাবকের অনুমতি এবং দুইজন সাক্ষী ব্যতীত বিয়ে সম্পন্ন হতে পারে না”। আল-বায়হাকীর আস-সুনানুল কুবরা; হা/১৩৬৪৫, ১৩৬৫০, ১৩৭১৬, ১৩৭১৮, ১৩৭১৯, ১৩৭২২, ১৩৭২৫, ১৩৮১৪, ১৩৮১৫, ১৩৮১৬ ও ২০৫২৬, আশ-শাফি‘ঈ; পৃঃ ২৯১, তার মুসনাদে এবং আল-বাগাওয়ীর ‘শারহুস সুন্নাহতে’; হা/২২৬৪ বর্ণিত হয়েছে।

(১৩৩) ভালো ছাড়া ছাহাবীদের সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না

وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول صلى الله عليه وسلم: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا» . فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله: «ذروا أصحابي، لا تقولوا فيهم إلا خيرا» .

ولا تحدث بشيء من زللهم، ولا حربهم، ولا ما غاب عنك علمه، ولا [تسمعه] من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت.

যদি তুমি দেখ একজন লোক সমালোচনা করছে রসূলুল্লাহর ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছাহাবীগণের, তাহলে জেনে রাখ সেই লোকটি একজন নিকৃষ্ট মতবাদের প্রবক্তা এবং প্রবৃত্তির অনুসারী। যেহেতু রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন আমার ছাহাবীদের (মন্দ বিষয়) উত্থাপিত হবে, তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।” নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, উনার মৃত্যুর পর তাদের মধ্যে পদস্থলন ঘটতে পারে, আর তখনও তাদের সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্য কিছু তিনি বলেননি। তিনি আরও বলেন, “আমার ছাহাবীদেরকে ছাড় এবং তাদের সম্পর্কে ভালো ব্যতীত কিছু বল না।”[১৬২] তোমরা আলোচনা করবে না তাদের পদস্থলন এবং যুদ্ধ সম্পর্কে এবং সে বিষয়ে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই। তাদের কারো সম্পর্কে কারো কাছ থেকে কিছু শুনতে যেও না, যদি কিছু শুনতে যাও, তাহলে তোমার অন্তর হয়ে উঠবে অনিরাপদ এবং অসুস্থ।[১৬৩]

---

[১৬২] বর্ণনাটি কাছাকাছি শব্দে ইমাম আহমাদ হতে বর্ণিত,“আমার ছাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে তাহলেও তাদের কারো এক মুদ্দ বা তার অর্ধেকের সমান হবে না”। আহমাদ; হা/১১৬০৮।

[১৬৩] আমাদের উচিত তাদেরকেও ঘৃণা করা যারা কোন ছাহাবীর প্রতি মন্দ ধারনা পোষণ করে, যেখানে আল্লাহ তা’আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। যা বর্ণিত হয়েছে সূরা আল-হাশরে, আয়াত ৮-১০, সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১০০, এবং সূরা আল-ফাতিহ, আয়াত ১৮, প্রকৃতপক্ষে যারা ছাহাবীগণকে আক্রমন করে তারা যিন্দিক এবং ইসলামকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তথাপী সমগ্র দীন আমাদের নিকট ছাহাবীগণের মাধ্যমে পৌঁছেছে।

(১৩৪) যে কেউ হাদীছের সমালোচনা করে এবং হাদীছকে বাতিল করে দেয়, তাহলে সে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণকারী এবং বিদ'আতী।

وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار،[أو يرد الآثار]، أو يريد غير الآثار، فاتهمه على الإسلام، ولا [تشك] أنه صاحب هوى مبتدع.

যদি তুমি শোন কেউ বর্ণনাসমূহের (হাদীছের) সমালোচনা করছে কিংবা বাতিল করে দিচ্ছে অথবা বর্ণনাসমূহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর অনুসরণ করছে, তাহলে তার ইসলাম (দীন) সন্দেহযুক্ত। সেই ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণকারী এবং বিদ'আতী হওয়ার ব্যাপারে তুমি কোন সন্দেহ পোষণ করো না।

(১৩৫) অত্যাচারী শাসকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা এবং তার পিছনে ছ্বলাত আদায় কর।।

واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؛ جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني: [الجماعة و] الجمعة معهم، والجهاد معهم، وكل شيء من الطاعات فشارك فيه، فلك نيتك.

জেনে রেখ যে, অত্যাচারী এমন শাসক যে কোন এমন ফরজকে হ্রাস করেনি যা আল্লাহ তা'আলা বাধ্যতামূলক করেছেন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভাষায়। তার অত্যাচার তার নিজের উপরই বর্তাবে। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তুমি তার অনুগত্য করবে, আর ভালো কাজে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করবে। আনুগত্যের সকল কাজে তোমরা তার সহযোগী হও, উদাহরণ স্বরূপ জামা'আতের ছ্বলাত এবং জুম'আর ছ্বলাত [আর জিহাদে তাদের পাশে থাক], এক্ষেত্রে তুমি তোমার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।[১৬৪]

---

[১৬৪] মাজমু' আল-ফাতাওয়াতে (২২/৬১) শাইখুল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "পাপের কারণে শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যাবে না। এমনকি যদিও একজন ব্যক্তি পাপের কারণে হত্যার উপযুক্ত হয়, উদাহরণ স্বরূপ ব্যাভিচার এবং এর মত পাপ। যাই হোক যার কারণে একজন ব্যাক্তি হত্যার উপযুক্ত হয় এই বিষয়গুলোর জন্য শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৈধ নয়। যেহেতু

(১৩৬) শাসকের জন্য দু'আ করা।

وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله.

لقول فضيل: لو كانت لي دعوة ما جعلتها الا في السلطان.

أنا أحمد بن كامل قال: نا الحسين بن محمد الطبري، نا مردويه الصائغ، قال:: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان.

তুমি যদি দেখতে পাও যে, কোন ব্যক্তি শাসকের বিরুদ্ধে দু'আ করছে, তাহলে তুমি ধরে নিবে যে সে বিদ'আতী। আর যদি কাউকে দেখতে পাও যে, শাসকদের সংস্কার ও পক্ষে দু'আ করছে, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় সে সুন্নাতের অনুসারী।

ফুদাইল ইবনু 'ইয়াদ (রহিমাহুল্লাহ) [১৬৫] বলেন: "যদি আমার এমন একটি দু'আ থাকত (যা কবুল করা হবে), তবে আমি শাসকদের পক্ষেই ঐ দু'আটি করতাম।"

[লেখক বলেন:] আমাদেরকে আহমাদ ইবনে কামিল বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আত-ত্ববারী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আছ-ছ্বাইগ মারদুইয়াহ বলেছেন যে, তিনি ফুদ্বাইল ইবনে ইয়াদ্বকে

শাসকদের দ্বারা (কাবিরা) বড় গুনাহের কারণে সংঘটিত অবক্ষয় হতে, যুদ্ধের কারণে সংঘটিত অবক্ষয় বেশী ধ্বংসাত্বক।"

[১৬৫] আল-ফুদাইল ইবনু 'ইয়াদ ইবনু মাসউদ, শাইখুল ইসলাম, আবু 'আলী, আল-ইয়ারবুঈ, আল-খোরাসানী। তিনি সমরকন্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজপথের দস্যু হিসাবে বেড়ে উঠেন। যাই হোক তাঁর অন্তর পরিবর্তীত হয়ে ছিল কুরআন শ্রবণের মাধ্যমে এবং তিনি তাওবা করে ছিলেন আর জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কুফায় সফর করেছিলেন, অবশেষে মক্কায় স্থায়ী হন। তার ছাত্রগণের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন ইবনুল মুবারক, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান,'আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী, 'আব্দুর রাজ্জাক, আশ-শাফি'ঈ এবং কুতাইবা ইবনু সা'ঈদ।

ইবনুল মুবারক বলেন: "ফুদাইল ইবনু 'ইয়াদ থাকা অবস্থায় পৃথিবীতে এমন কারো চেহারা নেই যে তাঁর হতে উত্তম"।

হারুন আর-রাশিদ বলেন, "আমি মালিকের চেয়ে বড় মর্যাদা সম্পন্ন বিদ্বান আর কাউকে দেখেনি, আর আল-ফুদাইলে চেয়ে ধার্মিক / যুহদ ব্যাক্তিত্ব কাউকে দেখেনি"। সিয়ারু 'আলামিন নুবালা; ৮/৪২১-৪২৫।

বলতে শুনেছেন: “আমার জন্য যদি একটিও কবুল করা হবে এমন দু‘আ নির্ধারিত থাকত, তবু আমি তা শাসকদের জন্যই করতাম।”

قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا.

قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد.

فأمرنا أن ندعو لهم [بالصلاح] ، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا، وإن جاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين.

তখন তাকে বলা হল, “হে আবু ‘আলী, আমাদের নিকট একথার ব্যাখ্যা করুন।” তিনি বলেন, যদি আমি নিজে নিজের জন্য দু‘আ করি তাহলে এটি আমাকে অতিক্রম করবে না। পক্ষান্তরে আমি যদি শাসকের জন্য দু‘আ করি, তাহলে সে শুধরে যাবে, আর তার শুধরে যাওয়ার কারণে দেশ ও জনগণও শুধরে যাবে।

সুতরাং আমরা আদিষ্ট হয়েছি শাসকদের জন্য দু‘আ করতে, তাদের বিরুদ্ধে দু‘আ করার ব্যাপারে আদিষ্ট হইনি যদিও তারা যুলুম ও অত্যাচার করে। কেননা তাদের যুলুম ও অত্যাচারের জন্য তারা দায়ী আর তাদের ভালো হওয়া বা শুধরে যাওয়াটা তাদের জন্য এবং জনগণের জন্য উপকারী।

(১৩৭) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীগণ সম্পর্কে ভালো কথা বলা।

ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير.

উম্মাহাতুল মুমিনিনদের সম্পর্কে ভালো ব্যতীত তুমি অন্য কিছুই উল্লেখ করবে না। [১৬৬]

[১৬৬] এই মর্যাদাপূর্ণ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল স্ত্রীগণের ক্ষেত্রে। সূরা আল আহযাবের ৬নং আয়াতে এই পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

(১৩৮) জামা'আতবদ্ধ ছ্বলাত আদায় করা ফরয।

وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة، وإن كان مع السلطان، فاعلم أنه صاحب هوى.

যদি তুমি দেখ একজন ব্যক্তিকে নিয়মিত শাসকের পিছনে বা অন্য কার পিছনে জামা'আতবদ্ধ ছ্বলাত আদায় করে, তাহলে আল্লাহ ইচ্ছায় সে সুন্নাহপন্থী। আর তুমি যদি দেখ এমন ব্যক্তিকে যে নিয়মিত জামা'আতবদ্ধ ছ্বলাত আদায়ের ক্ষেত্রে অবজ্ঞা করে, এমনকি শাসকের পিছনে, তাহলে সে বিদ'আতী।

(১৩৯) 'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট, (এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজক বিষয়) এছাড়া প্রত্যেকটি বস্তু সন্দেহযুক্ত।

والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة.

'হালাল/বিধিসঙ্গত হল যা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তুমি শপথ এবং সাক্ষ্য দাও, অনুরূপ হারাম /নিষিদ্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রেও। তা ছাড়া কিছু সন্দিহান বিষয় আছে, যা অন্তরে অস্বস্তির সৃষ্টি করে।[১৬৭]

(১৪০) নির্দোষ এবং মর্যাদাহীন ব্যক্তি।

والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه.

নির্দোষ হলো সে, যার শুদ্ধতা সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এবং মর্যাদাহীন হলো এমন ব্যক্তি যার বিষয় সকলের কাছে প্রকাশিত হয়েছে।

---

[১৬৭] নু'মান ইবনু বাশীর (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয় যা অনেকেই জানে না.....। বুখারী; হা/৫২ ও ২০৫১, মুসলিম; হা/১৫৯৯।

(১৪১) যারা সুন্নাহপন্থীদের সামালোচনা করে তারা বিদ‘আতী।

وإن سمعت الرجل يقول: [فلان] مشبه، وفلان يتكلم في التشبيه، فاتهمه واعلم أنه جهميّ، وإذا سمعتَ الرجل يقول: فلان ناصبيّ، فاعلم أنه رافضي. وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد، واشرح لي التوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي. أو يقول: فلان [مجبر]، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري؛ لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء.

তুমি যদি (আহলুস সুন্নাহর) কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কাউকে মুশাব্বিহ বলতে শোন অথবা বলতে শোন যে, অমুক সাদৃশ্যবাদের কথা বলে, তবে সন্দেহ কর আর জেনে রেখ, ঐ ব্যক্তি জাহামী। যদি (আহলুস সুন্নাহর) কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কাউকে নাসিবী বলতে শোন, তবে জেনে রেখ ঐ ব্যক্তি রাফেযী (শিয়া), যখন তুমি কাউকে বলতে শুনবে যে, তাওহীদের কথা বল অথবা আমাকে তাওহীদ ব্যাখ্যা কর, তবে জেনে রেখ যে, ঐ ব্যক্তি খারেজী-মু‘তাযিলা।[১৬৮] অথবা যদি শোন, (আহলুস সুন্নাহর) কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলতে যে, সে জাবারিয়া, অথবা সে জাবারিয়া মতবাদ প্রকাশ করে অথবা সে সমতার কথা বলছে, তবে জেনে রেখ যে, ঐ ব্যক্তি কাদারিয়া। কেননা এই নামগুলো নব-আবিষ্কৃত, যা প্রবৃত্তির অনুসারীরা তৈরী করেছে।]১৬৯[

---

[১৬৮] এখানে তাওহীদ বলতে লেখক যা বুঝিয়েছেন তা হলো মু‘তাযিলাদের দাবি করা তাওহীদ, যা তাদের পাঁচটি মূলনীতির অন্যতম একটি নীতি, এটি হল: আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করা, উদাহরণ স্বরূপ, যা প্রকৃত তাওহীদের কিছুটা বিপরীত।

[১৬৯] লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন কিভাবে চরমপন্থী বিদ‘আতীরা সুন্নাহপন্থীদের অভিযুক্ত করে থাকে তাদের বিচ্যুত পথ অনুসরণ না করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার কারণে। সুতরাং তারা (সুন্নাহপন্থীগণ), উদাহরণ স্বরূপ ছাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা এবং সম্মানের কারণে রাফিযীদের দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছেন ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রতি কম ভালোবাসা এবং নাবী ছুল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারের (আহলুল বাইত) প্রতি ঘৃণা পোষণকারী নাসিবী হিসাবে। যেহেতু নাসিবীরা তাদেরকে (সুন্নাহপন্থী) রাফিযী হিসাবে অভিযুক্ত করে এবং বাদ বাকী পথভ্রষ্ট দলগুলোও এরূপ মত পোষণ করে।

ইমাম আবু হাতিম আর-রাজী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “বিদ‘আতী লোকজনের নিদর্শন হচ্ছে, যারা বর্ণনাসমূহের (হাদীছ) সাথে লেগে থাকে তাদেরকে আক্রমণ করা। যিন্দীক-মুরতাদদের নিদর্শন হচ্ছে আহলে সুন্নাহ্‌কে ‘ ‘হাশাবিয়্যাহ’ বলে ডাকা, আর ইচ্ছাকৃতভাবে হাদীছ সমূহকে বাতিল করে দেয়া। জাহ্‌মিয়াদের নিদর্শন হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ্‌কে ‘মুশাব্বিহ্‌’ বলে ডাকা (যারা ঘোষণা

قال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض [شيئا] ، ولا عن أهل الشام في السيف [شيئا] ولا عن أهل البصرة في القدر [شيئا] ، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء [شيئا] ، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا.

(১৪২) 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন: "কুফা হতে আগত রাফেযীদের কোন দৃষ্টিভঙ্গি / অভিমত গ্রহণ কর না। তলোয়ারের ব্যবহার বিষয়ে শামের (ফিলিস্তিন এবং সিরিয়া) লোকজন হতে কোন কিছু গ্রহণ কর না, বসরার লোকজন হতে গায়েবের বিষয়ে (কদর) গ্রহণ কর না, খোরাসানের লোকজন হতে 'ইরজার' বিষয়ে কোন কিছু গ্রহণ কর না, অর্থ বিনিময় সংক্রান্ত বিষয়ে মক্কার লোকজন হতে কোন কিছু গ্রহণ কর না, গান বা সঙ্গীত সংক্রান্ত বিষয়ে মদীনার লোকজন হতে গ্রহণ কর না। এদের কাছ থেকে এসব বিষয়ের কোন কিছু তোমরা গ্রহণ করবে না।"[১৭০]

وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب، وابن عون، ويونس بن عبيد، وعبد الله بن إدريس الأودي، والشعبي، ومالك بن مغول، ويزيد بن زريع، ومعاذ بن معاذ، ووهب بن جرير، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، [ومالك بن أنس، والأوزاعي، وزائدة بن قدامة، فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب] الحجاج بن المنهال، وأحمد بن حنبل، وأحمد بن نصر، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله إذا ذكرهم بخير، وقال بقولهم.

(১৪৩) যদি তুমি কাউকে দেখ যে, সে আবু হুরাইরা, আনাস ইবনু মালিক, উসাইদ ইবনু হুদ্বাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কে ভালোবাসে, তবে জেনে রেখ যে, আল্লাহর ইচ্ছায় সে সুন্নাহপন্থী। যদি তুমি কাউকে দেখ যে, সে আইয়ুব, ইবনু 'আউন, ইউনুস

দেয় আল্লাহ তার সৃষ্টির মত)। কাদেরিয়াদের নিদর্শন হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ্কে 'জাবারিয়া' বলে ডাকা। মুরজিয়াদের নিদর্শন হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ্কে 'মুখালিফাহ' ও 'নুকছানিয়্যাহ' বলে ডাকা। আর রাফিযীদের নিদর্শন হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ্কে 'নাসেবী' বলে ডাকা। আহলুস সুন্নাহ্র একটি মাত্রই নাম।" লালকাঈর শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ; আছার/৯৩৯।

[১৭০] ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) এখানে বুঝিয়েছেন বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্বানগণের পছন্দনীয় স্বীকৃত ভ্রান্তি যে পরিত্যাগ করে, সে যেন দীনের প্রসারে ভূমিকা পালন করে।

ইবনু 'উবাইদ, 'আব্দুল্লাহ ইবনু ইদরীস আল-আউদী, শা'বী, মালিক ইবনু মিগওয়াল, ইয়াযিদ ইবনু যুরাঈ', মু'আয ইবনু মু'আয, ওহাব ইবনু জারীর, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ, হাম্মাদ ইবনু যায়েদ, মালিক ইবনু আনাস, আউযা'ঈ, যায়িদাহ ইবনু ক্বুদামাহ রহিমাহুমুল্লাহকে ভালোবাসে, তবে জেনে রেখ যে, আল্লাহর ইচ্ছায় সে সুন্নাহপন্থী। আবার যদি তুমি কাউকে দেখ যে, সে হাজ্জাজ ইবনুল মিনহাল, আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আহমাদ ইবনু নাছ্বর রহিমাহুমুল্লাহকে ভালোবাসে এবং যখন সে তাদের ব্যাপারে ভালো আলোচনা করে এবং তাদের কথা/মত অনুযায়ীই কথা বলে, তবে জেনে রেখ যে, আল্লাহর ইচ্ছায় সে সুন্নাহপন্থী।

وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء، فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه، فإنه صاحب هوى.

(১৪৪) যদি তুমি একজন ব্যক্তিকে দেখ যে, সে কোন বিদ'আতীর সাথে বসেছে, তবে তাকে সতর্ক এবং অবহিত কর। জানার পরেও যদি সে বসে, তাহলে তার ব্যাপারে সতর্ক হও, কারণ সে প্রবৃত্তির অনুসারী।[১৭১]

---

[১৭১] আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী বলেন: আমি আবূ 'আব্দুল্লাহ, আহমাদ ইবনু হাম্বালকে জিজ্ঞাসা করি, 'যদি আহলুস সুন্নাহ্‌র একজন ব্যক্তিকে কোন বিদ'আতীর সাথে বসে থাকতে দেখি, তাহলে আমার কি উচিত তাঁর সাথে কথা বন্ধ করে দেয়া?' তিনি বলেন, "যাকে তুমি বিদ'আতীর সাথে বসে থাকতে দেখেছ তাকে প্রথমে অবহিত কর। হয়, সে তাঁর সাথে কথা বন্ধ করে দিবে, নতুবা তাঁর সাথে কথা চালিয়ে যাবে, তখন সে তাঁর মতই। ইবনু মাসউদ বলেন, "একজন ব্যাক্তি তাঁর বন্ধুর মতই"। ইবনু আবী ই'য়ালার ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ'; ১/৬০। ছ্বহীহ ইসনাদে বর্ণিত এবং ইবন মুফলিহর 'আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ'; ১/২৩২-২৩৩।

ইবনু 'আউন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: "যে বিদ'আতীদের সাথে বসে, সে আমাদের কাছে তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট"। ইবনু বাত্তাহ্‌র 'আল-ইবানাতুল-কুবরা'; আছার/৪৮৬।

'আলী ইবনু আবী খালিদ বলেন, আমি আহমাদকে বললাম: এই বৃদ্ধ লোক– (যেই বৃদ্ধ লোকটি আমাদের সাথে উপস্থিত ছিল) তিনি আমার প্রতিবেশী আমি তাকে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু সে তাঁর সম্পর্কে আপনার বক্তব্য শুনতে পছন্দ করে। হারিছ আল- ক্বছ্বীর (হারিছ আল-মাহাসাবী) এবং আমি দীর্ঘ কয়েক বছর তার নিকটে ছিলাম এরপর আপনি আমাকে বললেন: " তাঁর সাথে বস না এবং তাঁর সাথে কথাও বল না।" তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তাঁর সাথে কথা বলি নি, কিন্তু এই বৃদ্ধ লোকটি তাঁর সাথে বসে। আপনি তার ব্যাপারে কী বলবেন?" 'আলী ইবনু আবী খালিদ বলেন: আমি দেখতে পাচ্ছিলাম আহমাদ রাগে লাল হয়ে যাচ্ছিল এবং তাঁর শিরাসমূহ ও চোঁখ ফুলে যাচ্ছিল। আমি এর পূর্বে তাকে এমনটি করতে কখনও দেখিনি। তিনি কম্পিত হলেন এবং বললেন,"আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে কাউকে এমনটিই করে থাকেন। যে তাঁর সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত, সে ছাড়া কেউ তাঁর সম্পর্কে জানে না। হায়! হায়! হায়! তিনি

وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده، ويريد القرآن، فلا [تشك] أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده [ودعه] .

(১৪৫) যদি তুমি শ্রবণ কর একজন ব্যক্তির কাছে বর্ণনা সমূহ (হাদীছ) আনায়ন করা হলে সে এগুলো গ্রহণ করে না, বরং তার পরির্বতে শুধু কুরআনকে পছন্দ করে, তাহলে এই ব্যক্তির যিন্দীক হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং তার কাছ থেকে উঠে দাঁড়াও এবং তাকে পরিত্যাগ কর।[১৭২]

واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأرداها وأكفرها: الروافض، والمعتزلة، والجهمية، فإنهم [يريدون الناس] على التعطيل والزندقة.

তাঁর সম্পর্কে জানেন না, অথবা তিনি তাঁর সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত নন। তিনি ছিলেন তাদের মধ্যকার একজন যারা আল- মাগাযিলী, ইয়া'কুব এবং অমুক অমুকের সাথে বসত। তারা তাকে জাহমিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পরিচালনা করছেন। তারা তাঁর মাধ্যমে ধবংস হয়ে গিয়েছিল। তখন বৃদ্ধ লোক বলল, "হে আবূ' আব্দুল্লাহ! তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন, আর প্রদর্শন করেন মর্যাদা এবং ভীতিপ্রদ ভাব। তিনি হলেন এমন, এমন"।

আবূ-আব্দুল্লাহ পুনরায় রাগান্বিত হয়েছিলেন এবং বলেন,"তাঁর এই ভীতিপ্রদ ভাব, নম্রতা দেখে ধোকায় পড়ে যেও না। তাঁর মাথা নুয়ে যাওয়া দেখে ধোকায় পড়ে যেও না। সে একটা দুষ্ট ব্যক্তি। তাঁর ব্যাপারে পরিপূর্ণ অবগত হওয়া ছাড়া তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে কিছুই জানা যাবে না। তাঁর সাথে বস না, তাকে কোন সম্মান কর না। তুমি কি তাদের প্রত্যেকের সাথে বসবে, যারা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর হাদীছ বর্ণনা করে এবং বিদ'আতী?!" ইবনু আবী ই'য়ালার 'ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ'; ১/২৩৩-২৩৪।

[১৭২] যে কেহ দাবী করবে সে কুরআনে বিশ্বাসী কিন্তু সুন্নাহ্তে নয়, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে কুরআনেও অবিশ্বাসী, কেননা কুরআন নির্দেশ দিয়েছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর সুন্নাহ মান্য করার জন্য।

আবূ কিলাবাহ্ বলেন, "যদি তুমি একজন ব্যক্তির সাথে কথা বল সুন্নাহ্ সম্পর্কে, কিন্তু সে বলে, "এটিকে পরিত্যাগ কর এবং আমাদেরকে আল্লাহর কিতাব থেকে কিছু বল,' তাহলে জেনে রাখা সে মুরতাদ / যিন্দীক।"

যাহাবী বলেন: "আমি বলি: যদি তুমি দেখ একজন কালামশাস্ত্রবিদ, একজন বিদ'আতী বক্তা, কিতাব এবং আহাদ হাদীছ পরিত্যাগ করছে এবং আমাদেরকে যুক্তি (আকল) মাফিক রায় প্রদান করছে। তাহলে জেনে রাখ, সে একজন আবু জাহল।"

(১৪৬) জেনে রেখ যে, প্রতিটি বিদ'আত হল ঘৃণ্য এবং এটি তলোয়ার ব্যবহারের প্রতি আহবান করে।[১৭৩] রাফিযী, মু'তাযিলা এবং জাহ্মিয়ারা তাদের সর্বোচ্চ ঘৃণ্য এবং অযৌক্তিক কুফরীর মাধ্যমে লোকজনকে পরিনত করতে চায় (আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে) অস্বীকারকারীতে এবং যিন্দীকে।

---

[১৭৩] আবূ কিলাবাহ (রহিমাহুল্লাহ), বলেন, "লোকজন তলোয়ারকে হালাল হিসাবে ব্যবহার করা ছাড়া, কখনও বিদ'আতের সাথে পরিচিত হত না"। ছ্বহীহ সানাদঃ মুছ্বান্নাফু আব্দির রাজ্জাক; হা/১৮৬৬০, দারেমী; হা/১০০ ও ১০১, আজুররীর শারী'আহ; হা/২০৫২ ও ২০৫৫।

তিনি (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, "বিদ'আতী দলের লোকজনগুলোই হচ্ছে পথভ্রষ্ট। আমি তাদের পরিণাম জাহান্নাম বলেই মনে করি। যদি তুমি তাদের পরীক্ষা কর, তুমি তাদের একজনকেও দেখবে না এই দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া যে, তারা তাদের যুবকদের তলোয়ারের ব্যবহারের প্রতি প্ররোচিত করছে। নিফাক্ব বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন:

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴾

"আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করেছিল, যদি তিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ করেন তবে আমরা অবশ্যই দান করতাম আর আমরা অবশ্যই সৎকর্মশীলদের মধ্যে শামিল হব।" [সূরা তাওবাহ: ৭৫]

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا۟ مِنْهَا رَضُوا۟ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا۟ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾

"আর তাদের মধ্যে কেউ আছে, যে ছ্বাদাকা বিষয়ে তোমাকে দোষারোপ করে, যদি তারা এটা হতে কিছু প্রাপ্ত হয়, তাহলে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর যদি তারা না প্রাপ্ত হয় তবে তারা রাগান্বিত হয়।" [সূরা তাওবাহ: ৫৮]

﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِىَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ ﴾

"আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নাবীকে কষ্ট দেয়, এবং তারা বলেঃ তিনি সব কথায় কান দেন, বলুনঃ তিনি কান দেন তোমাদের কল্যাণকর বিষয়ে।" [সূরা তাওবাহ: ৬১] সুতরাং এখানে তাদের কথা আলাদা হলেও সন্দেহ ও মিথ্যাচারের দিক থেকে তারা ঐক্যমত। অনুরূপভাবে এরাই তারা, যাদের কথা আলাদা হওয়ার পরেও তারা তলোয়ারের ব্যাবহারে ঐক্যমত। এ কারণেই আমি তাদের পরিণাম জাহান্নাম বলেই মনে করি। ছ্বহীহ সানাদঃ দারেমী; হা/১০১।

আবু কিলাবাহঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনু 'আমর, আবু 'আমির আল-জারমী। তিনি ছিলেন তাবিঈ'নদের মধ্যে অন্যতম বিদ্বান ব্যক্তি, যিনি বসরাতে বসবাস করতেন। তিনি তাঁর দেশ থেকে পলায়ন করে ছিলেন যখন তাকে প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ১০৪ হিজরী বা ১০৭ হিজরীতে মারা যান। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা; ৪/৪৬৮।

واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد آذاه في قبره.

(১৪৭) জেনে রেখ যে, কেউ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কোন ছাহাবীকে আক্রমনের চেষ্টা করবে, প্রকৃতপক্ষে সে যেন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আক্রমনের চেষ্টায় লিপ্ত হবে এবং সে যেন তাকে কবরে থাকা অবস্থায়ই কষ্ট দিল।[১৭৪]

وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع، فاحذره؛ فإن الذي أخفى [عنك] أكثر مما أظهر.

(১৪৮) যদি একজন ব্যক্তির নিকট থেকে কোন বিদ‘আত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তার ব্যাপারে সতর্ক হও, যেহেতু যেটি দৃষ্টিগোচর হয় তারচেয়ে যেটি তোমার নিকট লুকায়িত থাকে সেটি অনেক বেশী।[১৭৫]

وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا، صاحب معاص، ضالا، وهو أهل السنة فاصحبه، واجلس معه فإنه ليس [تضرك] معصيته، وإذا رأيت [الرجل] مجتهدا – وإن بدا متقشفا محترقا بالعبادة – صاحب هوى، فلا تجالسه، ولا تقعد معه، ولا تسمع كلامه ولا [تمش] معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته [فتهلك] معه.

---

[১৭৪] আল-ফুদাইল ইবনু ‘ইয়াদ বলেন," নিশ্চই যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন আমি তাদেরকে ভালোবাসি। তাদের মধ্য হতে সেই সকল লোকজন যাদের হাতে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর ছাহাবীগণ নিরাপদ। আমি তাদেরকে ঘৃণ্য করি যাদেরকে আল্লাহ ঘৃণ্য করেন। তারা হল পথভ্রষ্ট এবং বিদ’আতী দলের লোকজন"।

আবু নু‘আইম তাঁর ‘আল-হিলইয়াতে’ (৮/১০৩) ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

[১৭৫] আল-বারবাহারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "বিদ’আতীরা হল বিছা/বৃশ্চিকের মত। তারা তাদের মাথা লুকিয়ে রাখে, শরীর রাখে বালির মধ্যে এবং লেজ বাহিরে রাখে। যখনই তারা সুযোগ পায় তখনই হুল ফুটায়; বিদ’আতীরা ঠিক তাদের মত, যারা নিজেদেরকে সাধারন লোকজনের নিকটে গোপন রাখে, যখন তারা সক্ষম হয়, তখনই তারা তাদের প্রবৃত্তি পুরণ করে।

তাবকাতুল-হানাবিলা (২/৪৪) এবং মিনহাজুল আহমাদ

(১৪৯) যদি তুমি একজন ব্যক্তিকে দেখ যার আচার আচরণ এবং মতামত ঘৃণ্য, আর সে দুষ্ট, পাপী এবং অত্যাচারী, কিন্তু সে একজন সুন্নাহপন্থী হলে, তার সঙ্গী হও এবং তার সাথে বস, কারণ তার পাপ তোমার কোন ক্ষতি করবে না।[১৭৬]

যদি তুমি দেখ একজন ব্যক্তিকে যিনি কঠিন পরিশ্রম এবং দীর্ঘ ইবাদতে লিপ্ত, সংযমী, অবিরত ইবাদতে লিপ্ত, কিন্তু সে একজন বিদ‘আতী, তাহলে তার সাথে বস না, তার কথা শুন না এবং তার সাথে পথে চলাফেরা কর না, যেহেতু আমি নিরাপদ মনে করি না, যে তুমি অবশেষে তার পথের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পরবে এবং তার পাশাপাশি ধ্বংস হয়ে যাবে।[১৭৭]

ورأى يونس بن عبيد ابنه [وقد] خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني! من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره.

ইউনুস ইবনু ‘উবাইদ তার পুত্রকে দেখেছিলেন একজন বিদ‘আতীর বাড়ী থেকে বের হল, তাই তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন,“হে আমার পুত্র! তুমি কোথা থেকে এসেছ? সে প্রত্যুত্তরে বলল, “ অমুকের কাছ হতে”[১৭৮]।

[১৭৬] গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করেছেন বিদ‘আতী বিশ্বাসের সঙ্কটজনক অবস্থা এবং ঝুঁকি, আর সেই সকল লোকজনের সাথে বসা এবং তাদের কথা শোনা, যারা এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে রেখেছে। এবং পাপী লোকজনের সাথে বসার চেয়ে বিদ‘আতীর সাথে বসা বেশী গুরুতর, এটিও ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে এটি বুঝানো হয়নি যে, পাপীদের সাথে বসলে কোন ক্ষতি হয় না, বরং, যে পাপীদের সাথে বসে এটি তাঁর জন্য ভীতিপ্রদ যে শয়তান পাপীদের করা পাপগুলো তাঁর নিকট লোভনীয় করে তুলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পাপগুলোকে বৈধ জ্ঞান করবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা যে কোন হারামকে হালাল বলবে সে ইসলাম পরিত্যাগকারীতে পরিণত হবে। বরং তাঁর তাদের সাথে বসা উচিত যারা তওবা এবং দা‘ওয়ার দিকে অহবান করে, তাহলে তাঁর চিন্তা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

[১৭৭] ইমাম আশ-শাফিঈ’ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: “শির্ক ব্যতীত অন্য সকল কোন পাপ নিয়ে বান্দা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, সেই সাক্ষাৎটি একজন বিদ‘আতে বিশ্বাসকারীর সাক্ষাৎ এর চেয়ে উত্তম হবে।” আল-বায়হাকীর ‘আল-ই’তিকাদ’; পৃ/২৩৯।

[১৭৮] অন্য পান্ডুলিপিতে এটি, আমর ইবনু ‘উবাইদ থেকে বর্ণিত।

তিনি (ইউনুস) বলেন, "হে আমার পুত্র! তোমাকে আমি ঐ (বিদ'আতী) ব্যক্তির বাড়ী হতে বের দেখবো, এর চেয়ে আমি যদি দেখতাম যে, তুমি কোন 'খুনছা' (উভলিঙ্গ বিশিষ্ট ব্যক্তি) এর বাড়ী হতে বের হচ্ছ, তবে সেটাই আমার কাছে এরচেয়ে প্রিয় ছিল। তুমি বিদ'আতীদের বক্তব্য নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার চেয়ে একজন ব্যভিচারী, চোর এবং বিশ্বাস-ঘাতক হিসাবে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করাকে আমি বেশী পছন্দ করি।"

তুমি কি দেখছ না, এখানে ইউনুস ইবনু 'উবাইদ এটা অনুধাবন করেছিলেন যে, ঐ 'খুনছা' (উভলিঙ্গ বিশিষ্ট ব্যক্তি) তার সন্তানকে দীনের ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না, কিন্তু বিদ'আতী ব্যক্তি তাকে পথভ্রষ্ট করে দেবে এমনকি তাকে কাফির বানিয়ে দেবে।

واحذر ثم احذر [أهل] زمانك خاصة، وانظر من تجالس، وممن تسمع، ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة، إلا من عصمه الله منهم.

(১৫০) সতর্ক হও! পুনরায় সতর্ক হও তোমার সময়ের লোকজনের ব্যাপারে! যাদের সাথে তুমি বস, যাদের কথা শোন এবং যারা তোমার সঙ্গী, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত কর, এটি এই জন্য যে, সৃষ্টির মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন! তাদের ছাড়া, অধিকাংশই যেন তাদের মত যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছে।

وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد، وبشرا المريسي،.وثمامة، أو أبا الهذيل أو [هشاما] الفوطي أو واحدا من [أتباعهم و] أشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير، ومن ذكر منهم بمنزلتهم.

(১৫১) যদি তুমি দেখ একজন ব্যক্তি ইবনু আবী দু'য়াদ, আল- মুরাইসী, ছুমামাহ, আবুল-হুযাইল অথবা হিশাম আল- ফূত্বী অথবা তাদের যে কোন অনুসারী এবং অনুগামীদের সম্পর্কে ভালো কিছু বলে, তাহলে তার ব্যাপারে সতর্ক হও, সে একজন বিদ'আতী। এই লোকগুলো মুরতাদে পরিণত হয়েছে, সুতরাং যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালো বলবে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং যে ব্যক্তি তাদের থেকে কিছু উল্লেখ করবে, সে তাদের স্তরেই।

والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. فتنظر، إن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته.

(১৫২) বিদ‘আতকে ইসলামের মধ্যে একটি পরীক্ষা (ফিতনা) হিসাবে পেশ করা হয়েছে। এজন্য আজকে (বর্তমানে) সুন্নাহর মাধ্যমেই যাচাই করা হবে, কারণ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনের বক্তব্য হচ্ছে, “এটি (সুন্নাহ) হল দীনের জ্ঞান, সুতরাং তুমি কার থেকে তোমার দীন গ্রহণ করছ সেটি লক্ষ কর।”[১৭৯] যাদের সাক্ষ্য তোমার নিকটে গ্রহণযোগ্য হবে তাদের ব্যতীত অন্যের নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং দেখ যদি তিনি সুন্নাহ্‌পন্থী জ্ঞানের ধারক ও সত্যবাদী হন তাহলে তার থেকে (হাদীছ) লিপিবদ্ধ করবে অন্যথায় তাকে পরিত্যাগ করবে।

وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام، وأصحاب الكلام، والجدال والمراء، والقياس، والمناظرة في الدين، فإن [استماعك] منهم – وإن لم تقبل منهم – يقدح الشك في القلب، وكفى به قبولا [فتهلك] ، وما كانت زندقة قط، ولا بدعة، ولا هوى، ولا ضلالة، إلا من الكلام، والجدال، والمراء، والقياس، [وهي] أبواب البدعة، والشكوك والزندقة.

(১৫৩) যদি তুমি ইচ্ছুক হও সত্যের উপর এবং তোমার পূর্বের আহলুস সুন্নাহর পথের উপর দৃঢ় থাকার, তাহলে সতর্ক হও কালাম বা তর্কশাস্ত্র হতে। এবং কালামশাস্ত্রের চর্চাকারী সম্পর্কে, আর দীনের মধ্যে বিতর্কানুশীলন, তর্ক-বিতর্ক, যুক্তিবাদ এবং বাক-বিতণ্ডা করা সম্পর্কে। তাদের থেকে এগুলো শুনে, যদি তুমি তাদের থেকে সেগুলো গ্রহণ না করে থাক, তারপরও এগুলো তোমার অন্তরকে সন্দেহে নিক্ষেপ করবে। তোমার ধ্বংস হওয়ার জন্য এগুলোই যথেষ্ট। ধর্মত্যাগ, বিদ‘আত, প্রবৃত্তি-পূজা অথবা পথভ্রষ্টতার উদ্ভব কখনই ঘটত না যদি না কালামশাস্ত্র, বিতর্ক অনুশীলন, তক-বিতর্ক এবং যুক্তিবাদের অনুপ্রবেশ না

[১৭৯] ছ্বহীহ মাউকুফ: মুসলিম; ভূমিকা দ্রষ্টব্য, দারেমী; হা/৪৩৩ ও ৪৩৭।

ঘটত।[১৮০] এগুলো হচ্ছে বিদ‘আত, সন্দেহ সংশয় এবং যিন্দীক হওয়ার প্রবেশদ্বার।

فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر، وأصحاب الأثر، والتقليد؛ فإن الدين إنما هو بالتقليد [يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم] ، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر، وأهل الأثر،

(১৫৪) তুমি নিজেকে সতর্ক কর আল্লাহর সম্বন্ধে! এবং হাদীছ, হাদীছ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (যেমন: হাদীছের অনুসারী ও বর্ণনাকারীগণ) এবং তাক্বলীদ/ অনুসরণের ক্ষেত্রে কঠিন অবস্থান গ্রহণ কর। কেননা এই দীন হচ্ছে তাক্বলীদের[১৮১] [অর্থ্যাৎ: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবীদের অনুসরণের] মধ্যে, যারা আমাদের আগে গত হয়েছেন তারা আমাদেরকে সন্দেহের মাঝে রেখে যাননি। সুতরাং তাদের অনুসরণ করেই আত্মতৃপ্তি লাভ কর আর হাদীছ ও আহলুল হাদীছকে কখনো অতিক্রম করো না।

---

[১৮০] রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোন সম্প্রদায় হিদায়াতের রাস্তা পেয়ে আবার পথভোলা হয়ে থাকলে তা শুধু তাদের বিবাদ ও বাক-বিতন্ডায় জড়িত হওয়ার কারণেই হয়েছে। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন:

﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًاۢ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُونَ ﴾

“এরা শুধু বাকবিতন্ডার উদ্দেশেই আপনাকে এ কথা বলে। বস্তুত এরা তো এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়”। সূরা আল-যুখরুফ: ৫৮।

হাসান: তিরমিযী; হা/৩২৫৩, আহমাদ; হা/২২১৬৪ ও ২২২০৪, ইবনু মাজাহ; হা/৪৮।

এখানে বিতর্ক করাকে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় বিতর্ক যেমন বিদ‘আতীদের কর্তৃক ছড়ানো সংশয় এবং মিথ্যা বিশ্বাসকে খন্ডন এবং প্রত্যুত্তর করতে নিষেধ করা হয়নি।

[১৮১] তাক্বলীদ বলতে লেখক প্রচলিত অর্থে বা পারিভাষিক তাক্বলীদকে বুঝাননি। তিনি তাক্বলীদ বলতে মূলত কুরআন ও সুন্নাহর যুক্তিমুক্ত অনুসরণকে বুঝিয়েছেন। যা তার গ্রন্থের পূর্বাপর আলোচনা হতে স্পষ্ট। -সম্পাদক

وقف عند المتشابه، ولا تقس شيئا،

(১৫৫) সংযত থাক সে সকল বিষয়ে (কুর'আন এবং হাদীছে) যার অর্থ অস্পষ্ট এবং কোন উপমা পেশ কর না।[১৮২]

ولا تطلب من عندك حيلة ترد [بها] على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم، ولا تمكنهم من نفسك.أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله، فقيل له، فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء.

(১৫৬) বিদ'আতীদের প্রত্যুত্তরের নিজ থেকে কোন পন্থা অবলম্বন করতে যেও না, কেননা তুমি তো তাদের থেকে চুপ থাকতেই আদিষ্ট হয়েছ আর তুমি এটা করতেও পারবে না। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তুমি কি অবগত নও, যিনি জনৈক বিদ'আতীর করা একটি প্রশ্নেরও উত্তর দেননি এবং এমনকি বিদ'আতীর পাঠ করা মহান আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতও শুনেননি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল (বিদ'আতীর পাঠ করা আল্লাহর কিতাব / কিতাবুল্লাহ কেন তিনি শুনেননি)। তিনি বললেন, "আমি আশংকা করলাম যে, তারা আমার নিকট একটি আয়াত তিলাওয়াত করবে অতঃপর তার বিকৃত (মনগড়া) ব্যাখ্যা করবে, আর তা আমার অন্তরে স্থায়ীভাবে বসে যাবে।"[১৮৩]

وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله – إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم – فاعلم أنه جهمي، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدفع بهذه الكلمة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية، وحديث النزول وغيره، أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال: إنا

---

[১৮২] আক্বীদার মধ্যে ধারণা এবং উপমার কোন অবস্থান নেই।

[১৮৩] সানাদ ছ্বহীহ: আদ-দারিমী; হা/৪১১, ইবনু ওদ্দাহর আল-বিদা'উ; হা/১৩৯, আল আজুররীর আশ-শারী'আহ; হা/১২১, আল-লালকাঈর শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ; হা/২৪২, আল-ইবানাতুল কুবরা; হা/৪৯৮।

نحن نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء؛ فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا [الحال، وحذر الناس منهم].

(১৫৭) যদি তুমি শুনতে পাও একজন ব্যক্তি যখন রসূলুল্লাহর ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণনাসমূহ শ্রবণ করে,[১৮৪] তখন বলে, “নিশ্চই আমরা ঘোষণা দেই আল্লাহ মহান,” তাহলে জেনে রাখ সে জাহ্‌মী।[১৮৫] সে ইচ্ছা করে রসূলুল্লাহর ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছসমূহকে প্রত্যাখ্যান করতে এবং সে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছসমূহকে তাদের এই কথার মাধ্যমে প্রতিহত করতে চায়। সে ধারণা করে যে, সে আল্লাহ তা‘আলার মহত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা করছে যখন সে আল্লাহকে দেখা, আল্লাহর অবতরণ করা ও অন্যান্য হাদীছসমূহকে শ্রবণ করে। এটা কি রসূলের হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করা নয়? যখন সে বলে: নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যাওয়া থেকে তাঁর মহত্বের ঘোষণা দেই, তখন সে মনে করে সে অন্য সবার চেয়ে আল্লাহর ব্যাপারে বেশী জানে।[১৮৬] এই সমস্ত লোক হতে সাবধান থাকবে। সর্ব সাধারণের অবস্থা এরকমই, তাই তাদের (বিদ‘আতী জাহামী ও অন্যান্যদের) থেকে মানুষকে সতর্ক করবে।

وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب، وهو [مسترشد] فكلمه، وأرشده، وإذا جاءك يناظرك، فاحذره، فإن في المناظرة: [المراء] ، والجدال، والمغالبة، والخصومة، والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا، وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم.

---

[১৮৪] আল্লাহর গুণাবলী বিষয়ক হাদীছ বা বর্ণনাসমূহ।

[১৮৫] একথা দ্বারা তারা মূলত বুঝাতে চায় যে, আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলী তাঁর জন্য মানানসই নয়, কারণে তারা তা অস্বীকার করে।

[১৮৬] যদি তারা একমাত্র সালাফদের পথের উপর দৃঢ় থাকত এবং বলত, “আমরা সত্যায়ন করি আল্লাহর সে সকল গুণাবলীগুলো, যা তিনি নিজের জন্য সত্যায়ন করেছেন কিংবা তাঁর রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন এবং যা তাঁর জন্য মানানসই, আর সেগুলো তাঁর সৃষ্টির গুণাবলীর সদৃশ নয়”। ঠিক যেভাবে আমরা আল্লাহর অস্তিত্বে সত্যায়ন করি, কিন্তু বলি এ সত্ত্বা তার সৃষ্টির মত নয়।

যে কেউ এই বইয়ের কোন মাসয়ালা (বিষয়) সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করে, তাহলে তার নিকটে বর্ণনা কর এবং তাকে শিক্ষা দাও। আর কেউ তোমার সাথে মুনাযারা (বিতর্ক) করতে চাইলে, তার সম্পর্কে সতর্ক হও। কেননা এই মুনাযারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: যুক্তিপ্রদর্শন, কলহ, দমন করার চেষ্ট করা, ঝগড়া করা এবং ক্রোধান্বিত হওয়া। আর এগুলোর প্রত্যেকটি থেকেই তোমাকে (শরী'আতে) কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। অধিকন্তু এটি হক্ব বা সত্যের পথ হতে বিচ্যুত করে। আমাদের পূর্বসূরী বিদ্বাণগণ ও ফক্বীহদের কারো কাছ থেকে আমাদের কাছে এ মর্মে কিছুই পৌঁছেনি যে, সে বিতর্ক, ঝগড়া বা বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছে।

قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله.

وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أناظرك في الدين؟ فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه.

আল-হাসান (আল-বাসরী) বলেন, “বিদ্বান ব্যক্তি বিতর্ক করেন না, একথারও পরোয়া করেন না যে তার জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ুক, এটি যদি গৃহিত হয়, তাহলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং এটি যদি বাতিলও হয়, তারপরও তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন।[১৮৭]

একজন ব্যক্তি আল-হাসান (আল-বাসরী) এর নিকটে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন, “আমি দীন সম্পর্কে আপনার সাথে বিতর্ক করতে চাই।”

আল-হাসান প্রত্যুত্তরে বলেন: আমি আমার দীন সম্পর্কে জানি। তুমি যদি তোমার দীন হারিয়ে থাক তাহলে যাও এবং তা অনুসন্ধানের চেষ্টা কর![১৮৮]

---

[১৮৭] দ্বঈফ: ইবনু বাত্তাহর আল-ইবানাতুল কুবরা; হা/৬১১। এর সানাদে হাসান আল-বাছ্বরী থেকে বর্ণনাকারী ব্যক্তির নাম ও পরিচয় জানা না যাওয়ায়, এটি দুর্বল।

[১৮৮] ছ্বহীহ সানাদ: আল-আজুররীর 'আশ- শারী'আহ '; হা/১১৮, আল-লালকাঈর শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ; হা/২১৫, এবং ইবনু বাত্তাহর আল-ইবানাতুল কুবরা; হা/৫৮৬

وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته، يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل [الله] كذا؟ فخرج مغضبا، فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟» فنهى عن الجدال.

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনলেন একদল লোক তার ঘরের দরজার কাছে বিতর্ক করছিল, তাদের একজন বলল: 'আল্লাহ কি এমন বলেননি?' এবং অন্যজন বলল: : 'আল্লাহ কি এমন বলেননি?' সুতরাং তিনি রাগান্বিত অবস্থায় বের হয়ে আসলেন এবং বললেন: "তোমাদের কি এ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে নাকি আমি তোমাদের কাছে এজন্য প্রেরিত হয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে দাড় করাবে?"[১৮৯] এরপর তিনি তাদেরকে বিতর্ক করতে নিষেধ করলেন।

وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس، ومن فوقه، ومن دونه إلى يومنا هذا، وقول الله أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى: ﴿مَا يُجَٰدِلُ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾.

ইবনু 'উমার বিতর্ক/বাদানুবাদকে অপছন্দ করতেন, অনুরূপ মালিক ইবনু আনাসও এবং তার পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ এবং আমাদের যুগ পর্যন্ত তার পরবর্তী প্রজন্ম ও অনুরূপ (অপছন্দ করেন)।

মহান আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য তাঁর সৃষ্টির বক্তব্যের চেয়ে অনেক বড়, মহান আল্লাহ বলেন:

﴿مَا يُجَٰدِلُ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾

"কাফিররাই কেবল আল্লাহর আয়াত সমূহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়।"[১৯০]

وسأل رجل عمر فقال: ما الناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك.

---

[১৮৯] হাসান সহীহ: আহমাদ; হা/৬৮৪৫ ইবনু মাজাহ; হা/৮৫, আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদের 'আস-সুন্নাহ্'; হা/৮৬ এবং আল-বাগাওয়ীর 'শারহুস-সুন্নাহ্'; হা/১২১, আল- বূছ্বীরীর মিছ্বাহুয যুযাজাহ ফী যাওয়া'ইদি ইবনু মাজাহ'; হা/২৮, গ্রন্থে এর সানাদকে ছ্বহীহ বলেছেন এবং এর বর্ণনাকারীদের ছ্বিক্বাত বলেছেন।

[১৯০] সূরা গাফির: ০৪।

একজন ব্যক্তি ‘উমর ইবনুল খাত্তাবকে জিজ্ঞাসা করেন, এটি কী–

﴿وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشۡطٗا﴾

“আর মৃদুভাবে বন্ধনমুক্তকারীদের”[১৯১]

তিনি বলেন, “যদি তোমার মাথা মুণ্ডন করা থাকত, তাহলে আমি তোমার শিরচ্ছেদ করতাম।”[১৯২]

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري، ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء [لقلة خيره].

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “মুমিনগণ কখনো বিতর্ক করে না এবং যারা বিতর্ক করে ক্বিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য আমি মধ্যস্থতাকারী হব না, সুতরাং তর্ক-বিতর্ক পরিত্যাগ কর, কেননা এতে অল্পই কল্যাণ রয়েছে।”[১৯৩]

ولا يحل لرجل أن يقول: فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له: صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها.

(১৫৮) এটি বলা কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ্য নয় যে, ‘অমুকে অমুকে সুন্নাহপন্থী’ যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি জানেন যে, তার মধ্যে সুন্নাহর বৈশিষ্ট্যগুলো একত্রিত

---

[১৯১] সূরা আন-নাযি‘আত: ০২।

[১৯২] মাথা মুণ্ডন করে রাখা হচ্ছে খাওয়ারিজদের লক্ষন। যে ব্যক্তি ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করেছিল তাকে ছ্ববীগ বলে ডাকা হত, তার বাসস্থান ছিল ইরাকে তার পিতার নাম ছিল ‘ইসল। তার ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং ছ্বহীহ। দারেমী; হা/১৪৬, ১৫০, (দারেমীর প্রথম সানাদে সুলায়মান ইবনে ইয়াছার ও ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মধ্যে ইনক্বিত্বা‘ থাকায় দ্বঈফ, আর দ্বিতীয় সানাদে লাইছ ইবনে সা‘আদ এর পরবর্তী বর্ণনাকারী ‘আব্দুল্লাহ বিন ছ্বলিহ এর কারণে মুহাকক্বিক হুসাইন সালিম আসাদ একে দূর্বল বলেছেন। যদিও ইবনে ওদ্দাহর বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, লাইছ থেকে ইবন ওয়াহব সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং এই দূর্বলতা দূর হয়ে সানাদটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।-সম্পাদক), ইবনু ওদ্দাহর আল-বিদা‘উ; হা/১৪৮, ইবনু বাত্তাহর আল-ইবানাতুল কুবরা; হা/৭৮৯, আল-লালকাঈর শারহু উসূলি ই‘তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ; হা/১১৩৮, আল-আজুররীর ‘আশ-শারী‘আহ’; হা/২০৬৫।

[১৯৩] এই হাদীছটি খুবই দুর্বল, যা আল-হায়সামী তাঁর ‘মাজমাউয-যাওয়ায়িদে’ বর্ণনা করেছেন; হা/৭০৪, ত্ববারানীর আল-মু‘জামুল কাবীর; হা/৭৬৫৯ এবং আল-আজুররীর ‘আশ-শারী‘আহ’; হা/১১১।

হয়েছে। সুতরাং এটি তার জন্য বলা উচিত নয়, 'একজন সুন্নাহ্‌পন্থী' যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মধ্যে সকল সুন্নাহ একত্রিত হয়।

وقال عبد الله بن المبارك: أصل اثنين وسبعين هوى: أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة الأهواء انشعبت [الاثنان] وسبعون هوى: القدرية، والمرجئة، والشيعة، والخوارج.

(১৫৯) 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, "বাহাত্তরটি বিদ'আতী উপদলের মূল হচ্ছে চারটি দল; আর এ চারটি দল বাহাত্তরটি উপদলে বিস্তার লাভ করেছে। (চারটি দল হচ্ছে) কাদারিয়্যাহ্‌, মুরজিয়াহ, শী'য়া এবং খাওয়ারীজ"।[১৯৪]

فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان [وعليا] على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم في الباقين إلا بخير، ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره.

যে কেউ আবু বকর, 'উমার, 'উসমান এবং 'আলীকে, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বাকী ছাহাবীদের উপর অগ্রাধিকার দেয় এবং তাদের সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্য কিছু বলে না, আর তাদের জন্য দু'আ করে সে শী'য়া মতবাদের প্রথম থেকে শেষ সবটুকু থেকেই মুক্ত হল।

ومن قال: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره.

যে কেউ বলবে: ঈমান হচ্ছে মুখে স্বীকার এবং কাজে পরিনত করার নাম, আর এটি বৃদ্ধি এবং হ্রাস পায়, তাহলে সে ইরজা (মুরজিয়া হওয়া) এর প্রথম থেকে শেষ সবটুকু থেকেই মুক্ত হল।

ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم ير الخروج على السلطان بالسيف، ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره.

যে কেউ বলবে প্রত্যেকের (ইমাম) পিছনে ছ্বলাত আদায় করতে হবে, তিনি ধার্মিক অথবা পাপিষ্ঠ যাই হোক না কেন, জিহাদে প্রত্যেক খলিফার সাথে থেকে যুদ্ধ করতে হবে এবং তিনি তলোয়ারের সাহায্য শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে করেন না এবং তাদের ন্যায়পরায়ণ হওয়ার জন্য দু'আ করেন, বলার

[১৯৪] ইবনু বাত্তাহর আল-ইবানাতুল কুবরা; হা/২৭৮।

অপেক্ষা রাখে না তাহলে সে খারেজী হওয়ার প্রথম থেকে শেষ সবটুকু থেকেই মুক্তি পেল।

ومن قال: المقادير كلها [من] الله خيرها وشرها، يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية، أوله وآخره، وهو صاحب سنة.

যে কেউ বলবে আল্লাহ তা'আলার পূর্ব নির্দেশে (কদর) ভালো-মন্দ, সকল কিছুই সংঘটিত হয়, তিনি যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। (তাহলে বলার অপেক্ষা রাখে না) সে কাদারিয়্যাহতে পরিণত হওয়ার থেকে আদ্যপ্রান্তই পরিত্রাণ পেল; আর তিনি সুন্নাহপন্থী।

وبدعة ظهرت، هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر، لا شك فيه: من يؤمن بالرجعة، ويقول: علي بن أبي طالب حي، وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وتكلموا في الإمامة، وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم؛ فإنهم كفار بالله العظيم، ومن قال بهذا.

(১৬০) আর একটি বিদ'আত (নতুন) প্রকাশিত হয়েছে, যেটা মহান আল্লাহর সাথে স্পষ্ট কুফুরী। যে ব্যক্তি এই মত গ্রহণ করবে সে কাফির হয়ে যাবে, আর এতে কোন সন্দেহ নেই। (উক্ত বিদ'আত হচ্ছে): যে ব্যক্তি (রুজ'আহ) বা দুনিয়াতে মৃত্যুর পুনরায় ফিরে আসার আক্বীদা পোষণ করবে।

এবং বলবে: 'আলী ইবনু আবী তালিব জীবিত আর তিনি ক্বিয়ামাতের পূবে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং একই কথা বলবে মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী, জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ এবং মূসা ইবনু জা'ফার সম্পর্কে এবং (এদের) ইমামাত সম্পর্কে বলবে যে, তারা অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। তাহলে তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও! কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি অবিশ্বাসী আর তারাও (এই হুকুমে) যারা এদের ন্যায় এমন মত পোষণ করবে।

قال طعمة بن [عمرو]، وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل، ولا يكلم، ولا يجالس.

ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن قدم [الأربعة] على جماعتهم، وترحم على الباقين، وكف عن زللهم فهو على طريق [الاستقامة و] الهدى في هذا [الباب].

(১৬১) তু'মাহ ইবনু 'আমর এবং সুফিয়ান ইবনু 'উয়ায়নাহ বলেন: যে ব্যক্তি 'উছমান ও 'আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর শ্রেষ্টত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে চুপ থাকে, সে শী'য়া, তাকে ন্যায়পরায়ন বলা যাবে না, তার সাথে কথা বলা যাবে না আর তার সাথে বসাও যাবে না।

আর যে 'আলীকে 'উছমানের (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) উপর প্রাধান্য দেয়, সে রাফেযী, কেননা সে আল্লাহর রসূল ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবীদেরকে কাজকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আর যে ব্যক্তি চারজনকে (আবু বকর, 'উমার, 'উছমান ও 'আলী) অন্য সকল ছাহাবীদের উপর প্রাধান্য দেয়, তাদের সকলের জন্য রহমতের দু'আ করে। তাদের পদস্খলনের বিষয়গুলো থেকে নিজেদের বিরত রাখে, তাহলে এই বিষয়ে সে হিদায়াত ও সঠিক পথের উপর অবস্থানকারী।

والسنة أن تشهد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك.

(১৬২) রসূলুল্লাহ ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন,[১৯৫] সুন্নাহ্ হল সেই দশ জনকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেয়া। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তারা জান্নাতী।

ولا تفرد بالصلاة على أحد، إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط.

---

[১৯৫] আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আবু বকর জান্নাতী; 'উমার জান্নাতী; 'উছমান জান্নাতী; 'আলী জান্নাতী; তালহা জান্নাতী; যুবাইর জান্নাতী; আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ জান্নাতী; সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস জান্নাতী; সাঈদ ইবনু যাইদ জান্নাতী; এবং আবু 'উবাইদাহ ইবনু আল-জাররাহ জান্নাতী। ছুহীহ: তিরমিযী; হা/৩৭৪৭ ও ৩৭৪৮, আহমাদ; হা/১৬২৯, ১৬৩১, ১৬৩৬ ও ১৬৭৫।

(১৬৩) রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবার ব্যতীত অন্য বিশেষ কারো জন্য আল্লাহ তা‘আলার ‘ছ্বলাত’ শব্দের মাধ্যমে দু‘আ করবে না।[১৯৬]

وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما.

(১৬৪) তুমি জানবে যে, ‘উছমানকে হত্যা করা হয়েছিল অন্যায়ভাবে। যে তাকে হত্যা করেছিল সে ছিল একজন যালিম-অত্যাচারী।

فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما، ولم يشك في حرف منه، ولم يجحد حرفا واحدا، فهو صاحب سنة وجماعة، كامل، قد كملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب، أو شك [في حرف منه أو شك فيه] أو وقف فهو صاحب هوى.

(১৬৫) যে স্বীকৃতি দেয় এবং বিশ্বাস করে যা এই বইয়ে বিদ্যমান আর তাকে গ্রহণ করে উদাহরণ স্বরূপ অনুসরণের জন্য, আর এর কোনটি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে না কিংবা অস্বীকারও করে না, তাহলে সে হচ্ছে সুন্নাহ্ এবং জামা‘আহ পন্থী ব্যক্তি এবং তিনি হচ্ছেন পরিপূর্ণ সুন্নাহ্র ধারক এবং তার মধ্যে পরিপূর্ণ সুন্নাহ বিদ্যমান। যে এই বইয়ের কোন বিষয়কে অস্বীকার করে, সন্দেহ পোষণ করে কিংবা কোন বিষয়ে চুপ থাকে, তাহলে সে একজন বিদ‘আতী।[১৯৭]

ومن جحد أو شك في حرف من القرآن، أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك.

(১৬৬) যে কুরআনের একটি অক্ষর অথবা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোন কিছুর ব্যাপারে অস্বীকার কিংবা সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে সে একজন অস্বীকারকারী (সত্যের প্রতি) হিসাবে আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আল্লাহকে ভয় কর, সতর্ক হও এবং তোমার ঈমানকে তত্ত্বাবধান কর!

---

[১৯৬] এখানে দু‘আটি বলা হবে: “ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম।” উপরন্তু, আমরা আরও দু‘আ করি পূর্ববর্তী নাবী এবং রসূলগণের উপর আল্লাহর ছ্বলাত বর্ষিত হোক, “ছ্বলাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহু ‘আলাইহিম”। ইবনু ক্যায়িম (রহিমাহুল্লাহ) এর ‘জালা’উল-আফহাম’ (পৃ: ৩৪৫)

[১৯৭] এখানে বুঝানো হয়েছে যে, যদি কেউ আল্লাহর কিতাবের কোন কিছু, আর ছ্বহীহ সুন্নাহ্র কোন কিছু বাতিল করে দেয় এবং সালাফদের বুঝকে বাতিল করে দেয়, তাদের কথা।

ومن السنة أن لا تطيع أحدا على معصية الله، ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا تحب عليه [أحدا] ، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى.

(১৬৭) সুন্নাহর মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় যে, তুমি আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে কাউকে কোন সহযোগিতা করবে না, যদিও তারা পিতামাতা কিংবা অন্য কোন মানুষ হোক না কেন। আল্লাহর অবাধ্যতায় মানুষের কোন আনুগত্য নেই এবং (উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে) কাউকে ভালোবাসবে না। বরং করুনাময় আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই সম্পূর্ণভাবে তাকে ঘৃণা করবে।[১৯৮]

والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا [إلى الله عز وجل] من كبير المعاصي وصغيرها.

(১৬৮) ঈমান আনতে হবে যে, ইবাদতকারীদের উপর তাওবা করা বাধ্যতামূলক। তাদের উচিত কাবীরাহ এবং ছ্বগীরাহ্ অবাধ্যতা হতে আল্লাহর দিকে তাওবা করে ফিরে আসা।[১৯৯]

ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(১৬৯) আল্লাহর রসূল যাদেরকে জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন, যে তাদের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে না, তাহলে সেই ব্যক্তি বিদ'আতী

---

[১৯৮] 'আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল সৎ (শরী'আত সম্মত) কাজে"। ছ্বহীহ: মুসলিম; হা/১৮৪০, আল বুখারী; হা/৭২৫৭।

[১৯৯] তাওবার জন্য শর্তগুলো হলো:

(১) দ্রুত পাপ থেকে বিরত হওয়া।

(২) পূর্বে যা ঘটে গেছে সে জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

(৩) পুনরায় পাপ কাজে ফিরে না আসার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা।

(৪) প্রাপকদের হক ফিরিয়ে দেয়া যা অন্যায়ভাবে নেয়া হয়েছিল অথবা তাদের নিকটে মাফ চেয়ে নেয়া।

এবং পথভ্রষ্ট, আর আল্লাহর রসুল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেন তার প্রতি সন্দেহ পোষণকারী।

وقال مالك بن أنس: من لزم السنة، وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات، كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل.

(১৭০) মালিক ইবনু আনাস বলেন, "যিনি সুন্নাহ্কে ধরে রাখেন এবং যার নিকটে রসূলুল্লাহ্র ছাহাবীগণ নিরাপদ তিনি যখন মৃত্যুবরণ করবেন তখন তিনি নাবীগণ, সিদ্দীকগণ, শুহাদাগণ এবং সলেহীন ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে অবস্থান করবেন। এমন কি যদিও তার আমলের পরিমাণ অল্প হোক না কেন"।

وقال [بشر بن الحارث] : الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام.

বিশর ইবনুল হারিছ বলেন, "ইসলামই সুন্নাহ্ এবং সুন্নাহ্ই ইসলাম"।

وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة، فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع، فكأنما أرى رجلا من المنافقين.

ফুদ্বাইল ইবনু 'ইয়াদ্ব বলেন: "যদি আমি সুন্নাহ্র অনুসারী কোন ব্যক্তিকে দেখি তখন মনে হয় আমি যেন রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ছাহাবীগণের মধ্য হতে কোন এক ব্যক্তিকে দেখছি। আর যদি কোন বিদ'আতী ব্যক্তিকে দেখি তখন আমার কাছে মনে হয় আমি যেন মুনাফিকদের মধ্যে হতে কোন ব্যক্তিকে দেখছি।

وقال يونس بن عبيد العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل.

ইউনুস ইবনু 'উবাইদ বলেন: "সুন্নাহর দিকে আহবানকারীরা আজকের সময়ে অসাধারণ। আর যারা সুন্নাহতে সাড়া দানকারী এবং গ্রহণকারী তারা আরো বেশী অসাধারণ"।[২০০]

[২০০] ইবনু বাত্তাহর আল-ইবানাতুল কুবরা; হা/২০ এবং আল-লালকাঈর শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ; হা/২১, ২২ ও ২৩।

وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة، وإياكم والبدع، حتى مات.

ইবনু ‘আউন মৃত্যুর পূর্বে এ কথা বলতেই থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি মৃত্যুবরণ করেন, “সুন্নাহ, সুন্নাহ এবং বিদ’আতের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক হও।”

وقال [أحمد بن حنبل] : ومات [رجل] من أصحابي فرئي في المنام، فقال: قولوا لأبي عبد الله: عليك بالسنة؛ فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة.

আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেন: “আমার সঙ্গীগণের মধ্য হতে একজন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম সে বলেছিল: তোমরা আবু ‘আব্দুল্লাহকে বল, “সুন্নাহর উপর অটল থাক, আল্লাহ আমাকে প্রথমে যা জিজ্ঞাসা করেছেন তা সুন্নাহ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করেছেন।”[২০১]

وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا، فهو صديق. ويقال: الاعتصام بالسنة نجاة.

আবুল ‘আলিয়া বলেন: “যে সুন্নাহর উপর, অজ্ঞাত ব্যক্তি হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, সে একজন সত্যবাদী প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি। এটি বলা হয়: “সুন্নাহ্‌র সাথে লেগে থাকায় মুক্তি।”

وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة، خرج من عصمة الله، ووكل إليها – يعني إلى البدع.–

সুফিয়ান আছ-ছাউরী বলেন, “যে একজন বিদ‘আতীর কথার দিকে কান দেয়, সে আল্লাহর জিম্মা হতে বের হয়ে যায়, আর তাকে এর উপরই ন্যস্ত করা হয় - অর্থ্যাৎ বিদ‘আতের কাছে”।[২০২]

[২০১] আমরা ইতিমধ্যে দীনের বিষয়ে যা নিশ্চিত রূপে অবগত আছি, সে বিষয়কে শক্তিশালী করার জন্য শুধুমাত্র স্বপ্নের বর্ণনা ব্যবহার করা হয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ: যেমন সুন্নাহকে বাধ্যতামূলক শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা। শারঈ শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন কিংবা দীনের ক্ষেত্রে কোন কিছু যোগ করা কিংবা বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে এটিকে (স্বপ্ন) দলীল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, যেহেতু দীন ইতিমধ্যে পরিপূর্ণ।

[২০২] আবু নু‘আঈমের ‘আল- হিলইয়াহ’; ৭/২৬ ও ৩৪। ইবনু বাত্তাহর আল-ইবানাতুল কুবরা; আছার/ ৪৪৪।

وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم، فحاك في صدرك شيء مما يقولون، أكببتك في نار جهنم.

দাউদ ইবনু আবী হিন্দ বলেন: "করুনাময় আল্লাহ তা'আলা মূসা ইবনু 'ইমরানকে অহীর মাধ্যমে বলেন যে, কখনও বিদ'আতীদের সাথে বস না, যদি তুমি তাদের সাথে বস এবং তারা এমন কিছু বলবে যা তোমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যাবে, আর এর কারণে আমি তোমাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব।"[২০৩]

وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة.

وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة.

وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة، أحبط الله عمله، وأخرج نور الإسلام من قلبه.

[وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة، ورثه العمى].

وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق [وفي نسخة: من جلس مع صاحب بدعة في طريق] فجز في طريق غيره.

ফুদ্বাইল ইবনু 'ইয়াদ্ব বলেন: "যে বিদ'আতীর সাথে বসে তাকে কোন জ্ঞান দেয়া হয় না।"[২০৪]

ফুদ্বাইল ইবনু 'ইয়াদ্ব বলেন: "কখনও একজন বিদ'আতীর সাথে বস না, কারণ আমার ভয় যে, তোমার উপর লা'নত (অভিশাপ) নেমে আসবে।"[২০৫]

---

[২০৩]ইবনু ওদ্দাহর আল-বিদা'উ; হা/১২৫, মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম হতে বর্ণিত।

[২০৪] আল-লালকাঈর শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ; হা/২৬৩, ইবনু বাত্তাহর আল-ইবানাতুল কুবরা; আছার/ ৪৩৯। এর সানাদ ছ্বহীহ।

[২০৫] সানাদ ছ্বহীহ: আল-লালকাঈর শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ; হা/২৬২, ইবনু বাত্তাহর আল-ইবানাতুল কুবরা; আছার/ ৪৪১।

ফুদ্বাইল ইবনু 'ইয়াদ্ব বলেন: "যে একজন বিদ'আতীকে ভালোবাসবে, তখন আল্লাহ তার আমলসমূহকে মূল্যহীন করে দিবেন এবং তার অন্তর থেকে ইসলামের আলো ছিনিয়ে নিবেন।"[২০৬]

[ফুদ্বাইল ইবনু 'ইয়াদ্ব বলেন: "যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীর সাথে বসে, তাকে অন্ধত্ব প্রদান করা হয়।"]

ফুদ্বাইল ইবনু 'ইয়াদ্ব বলেন: " যখন তুমি দেখবে যে, কোন পথে কোন বিদ'আতী ব্যক্তি রয়েছে, তখন তুমি অন্য পথ অবলম্বন করবে। [অন্য পাণ্ডুলিপিতে আছে: যে পথের ধারে একজন বিদ'আতীর সাথে বসে তাহলে অন্য পথ অবলম্বন কর।]

وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة، فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع.

وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني، ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد.

ফুদ্বাইল ইবনু 'ইয়াদ্ব বলেন: "যে একজন বিদ'আতীকে সম্মান করে, সে যেন ইসলাম ধ্বংসকরণে সহযোগীতা করল।"[২০৭]

যে একজন বিদ'আতীকে দেখে হাসি দিল, সে যেন আল্লাহ তা'আলা তার নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উপর যা নাযিল করেছেন সেটিকে তুচ্ছ মনে করল। যে তার প্রিয় কন্যাকে একজন বিদ'আতীর সাথে বিয়ে দিল, সে

---

[২০৬] আল-লালকাঈর শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ; হা/২৬৩, ইবনু বাত্তাহর আল-ইবানাতুল কুবরা; আছার/ ৪৪০। আবু নু'আইমের 'আল- হিলইয়াহ'; ৮/১০৩ এবং ইবনুল জাওযীর 'তালবীসু ইবলীস'; পৃ.: ১৫। যা ছ্বহীহ সানাদে বর্ণিত হয়েছে।

[২০৭] ইবনু বাত্তাহর আল-ইবানাতুল কুবরা; আছার/ ৪৯৩, আবু নু'আইমের 'আল-হিলইয়াহ'; ৮/১০৩ এবং ইবনুল জাওযীর 'তালবীসু ইবলীস'; পৃ.:১৬, যা ছ্বহীহ সানাদে বর্ণিত হয়েছে।

যেন তার সাথে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিল।[২০৮] আর যে কোন বিদ‘আতীর জানাযায় গেল সে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত সে আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে থাকল।[২০৯]

ফুদ্বাইল ইবনু ‘ইয়াদ্ব বলেন: “আমি একজন ইয়াহূদীর সাথে খাবার খাব, খ্রিষ্টানের সাথে খাবার খাব, কিন্তু বিদ‘আতীর সাথে নয়। আমি এটি পছন্দ করি যে, আমার এবং বিদ‘আতীর মাঝে, একটি সুরক্ষিত লৌহের দূর্গ থাকুক।”

وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له، وإن قل عمله.

ফুদ্বাইল ইবনু ‘ইয়াদ্ব বলেন: “যদি (পরাক্রমশালী গৌরবান্বিত) আল্লাহ জ্ঞাত হন কোন ব্যক্তি বিদ‘আতীকে ঘৃণা করে, তাহলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন, যদিও তার আমল পরিমাণে অল্প হয়।[২১০]

ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا.

মুনাফিক ব্যতীত সুন্নাহপন্থী একজন ব্যক্তি কখনোই বিদ‘আতীকে সাহায্য করবে না।[২১১]

ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا،

---

[২০৮] এটি আরো বর্ণিত হয়েছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বক্তব্য হিসাবে। যাই হোক এটি ছ্বহীহ নয়, যা শাইখ নাসির উদ্দিন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘আস-সিলছিলাতুদ-দঈফাহ’; হা/১৮৬২, গ্রন্থে দ্বঈফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

[২০৯] আবু নু‘আইমের ‘আল- হিলইয়াহ’; ৮/১০৩ এবং ইবনুল জাওযীর‘তালবীসু ইবলীস’; পৃ.:১৬ [শেষ বাক্যটি ছাড়া]; সানাদ ছ্বহীহ ।

[২১০] আল-লালকাঈর শারহু উসূলি ই‘তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ; হা/১১৪৯, আবু নু‘আইমের ‘আল- হিলইয়াহ’; ৮/১০৩ এবং ইবনু বাত্তাহর আল-ইবানাতুল কুবরা; আছার/ ৪৭০ এবং এর সানাদ ছ্বহীহ।

[২১১] আবু নু‘আইমের ‘আল- হিলইয়াহ’; ৮/১০৩ তে কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে, যা ছ্বহীহ সানাদে বর্ণিত ।

যে কোন বিদ‘আতী হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তাহলে আল্লাহ তার অন্তরকে ঈমান দ্বারা পূর্ণ করে দিবেন।[২১২]

ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة مائة درجة.

যে কোন বিদ‘আতীকে তাড়িয়ে দিবে, তাহলে আল্লাহ তাকে সেই মহাভয়ংকর দিনে নিরাপত্তা প্রদান করবেন, আর যে বিদ’আতীকে হেয় করবে, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে শতাধিক পদমর্যাদায় উন্নীত করবেন।

فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبدا.

সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কখনও বিদ‘আতীকে ভালোবাসবে না!”

[২১২] ছ্বহীহ ইসনাদ: এটিও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে আবু নু'আঈমের ‘আল-হিলইয়াহ’; ৮/১৯৯। আরো দেখুন, ইবনু বাত্তাহর আল-ইবানাতুল কুবরা; আছার/ ৪২৯ গ্রহণযোগ্য সানাদে।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২. আহলুল হাদীছদের আক্বীদা
-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৩. উসূলুস সুন্নাহ
-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪. শারহুস সুন্নাহ
-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৫. লুম‘আতুল ই‘তিক্বদ
-ইবনে ক্বুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]

৬. কিতাবুল ঈমান
- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৭. কিতাবুত তাওহীদ
- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৮. আক্বীদাতুত তাওহীদ
-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৯. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১০. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১১. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা]

১২. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা]

১৩. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৪. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা‘ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১৫. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৬. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১৭. নাবী-রসূলগণের দাওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৮. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

১৯. খিলাফাত ও বায়‘আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২০. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২১. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ ‘ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২২. ‘আল ওয়ালা’ ওয়াল ‘বারা’ [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৩. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৪. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৫. এক নজরে ছ্বলাত

-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২৬. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৭. মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৮. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২৯. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩০. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩১. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বইসমূহ

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৪. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৫. আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৬. কিতাবুত তাওহীদ

- ড. ছ্বলিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৭. একশত কাবীরা গুনাহ্

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৮. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ্ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৯. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ্ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

১০. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১১. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১২. আস-সিয়াসাহ আশ-শার‘ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)

-সাজ্জাদ সালাদীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]